জুজুবা

(কম্পিউটার ভিত্তিক একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী)

শুজা রশীদ

অনন্যা প্রকাশনী

এক

ডিট্রয়েট, মিশিগান। আধুনিক রোবট গবেষণা কেন্দ্রের অতিকায় বাইশতলা দালানটি যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। এই কেন্দ্রের ত্রিশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটতে আর মিনিট বাকি। রোবট গবেষণা কেন্দ্রের কয়েক সহস্র কর্মী এবং বিজ্ঞানীরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির জন্য। গবেষণা কেন্দ্রের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত বিশাল হলঘরটি আলোয় আলোকিত। একটি প্রশস্ত মঞ্চকে সামনে রেখে বসে আছে এই কেন্দ্রের প্রতিটি কর্মী। হলঘরে পিন পতন নিঃস্তব্ধতা। একটি হলোগ্রাফিক ঘড়ি নিঃশব্দে সেকেণ্ড গুণে চলেছে। সকলের দৃষ্টি সেখানে। চলিশ, উনচলিশ, আটত্রিশ ....

মঞ্চে ছ'টি চেয়ার পাশাপাশি দাঁড়ানো। তাদের পাঁচটি দখল করে বসে আছেন পাঁচজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। একেবারে ডান দিকের বিশালদেহী, কোমল মুখের মানুষটি আলবার্ট রোজেক। নব্য রোবট বিজ্ঞানের পথিকৃতদের একজন তিনি। তাকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে তার বয়স বাষট্টি। চিরকুমার। সব সময়ে ক্লিন শেভ্ড। চমৎকার রসিক মানুষ, রোবট বিজ্ঞানের মতো একটি জটিল বিষয়ের সাথে তার যোগাযোগ অনেকের কাছেই বিশ্বাসের অযোগ্য। এই মুহূর্তে অবশ্য তার কপালে কিঞ্চিৎ ভাঁজ। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে তিনি বিরক্তি ঢাকবার চেষ্টা করছেন।

আলবার্ট রোজেকের ডান পাশে বসেছেন আন্দ্রিয়া সিঝলি। ছাপ্পান্নো বছর বয়স। রোবট গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি। চিরকুমারী। চেহারায় এককালে প্রচুর লাবণ্য ছিলো বোঝা যায়। আধুনিক রোবট গবেষণা কেন্দ্রের সহকারী দু'জন পরিচালকের একজন তিনি। অসম্ভব খিটখিটে মেজাজ সত্বেও সকলের প্রিয়পাত্রী। তিনি সমস্ত শরীরে বিরক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে বিড়বিড়িয়ে বললেন - বদমাশ।

আন্দ্রিয়ার পাশের আসনটি অধিকার করে আছেন পাভেল মিশোলাভ। এই গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দিয়েছেন আট বছর হলো। অসম্ভব প্রতিভাবান, স্বল্পভাষী। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে গবেষণা কেন্দ্রের দ্বিতীয় সহকারী পরিচালক হয়েছেন তিনি। কিঞ্চিৎ অগোছালো থাকবার বাতিক আছে তার। জামার বোতাম লাগানো নিয়ে প্রায়শঃই সমস্যায় পড়েন। অধিকাংশ রাতেই বাসায় ফিরবার কথা বেমালুম ভুলে যান। সম্ভবত কেন্দ্রের তরূণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

চতুর্থ ব্যক্তিটি একজন তরূণী। বয়স বড় জোর পঁচিশ। শ্যামলা রঙের, অপূর্ব মিষ্টি মুখ। কোমর সমান মসৃণ ঢেউ তোলা কালো চুল। পাতলা লালচে ঠোঁটের ফাঁকে ঝকমকে দাঁতের সারি আচমকা দেখা দিয়েই লুকিয়ে পড়ছে। নীল রঙের একটি শাড়ীতে তার শরীর জড়ানো। সব মিলিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। তার নাম আনিকা রহমান। তিন পুরূষ ধরে আমেরিকায়। অথচ নিজ সংস্কৃতিকে ধারণ করে চলেছে প্রচন্ড আগ্রহ এবং সাধনা নিয়ে।

আনিকা রহমান বিজ্ঞানী নয়। সে লেখিকা। তার পর পর চারটি উপন্যাস সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ভয়াবহ আলোড়ন তুলে ফেলায় মাত্র দু'বছরে সে জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। দুটি বিখ্যাত পুরস্কারও তার দখলে চলে এসেছে। মাত্র দু'মাস আগে বিশ্ব সাহিত্য সেবক সংঘ তাকে সামাজিকতা এবং তথ্য বিষয়ক সহকারী মহাপরিচালিকা হিসাবে মনোনীত করেছে। সেই সুবাদেই আজকের এই ঐতিহাসিক সভায় তার আগমন। আনিকার দৃষ্টি ঘড়ির দিকে নয়। সে দু'চোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে পঞ্চম ব্যক্তিটির দিকে।

পঞ্চম ব্যক্তিটি রোবট। জি আর সিক্সটিন গোত্রের একটি উন্নত সংস্করণ। তার নাম এক্স-এড্রু। এক্স এড্রুকে এখানে আনা হয়েছে রোবট কুলের প্রতিনিধি হিসাবে। সে ঠিক মানবীয় না হলেও তার মধ্যে প্রচুর মানবিক গুণাগুণ আছে। তার দৈহিক চেহারা মানুষের যথেষ্ট কাছাকাছি। উচ্চতা সাড়ে ছয়ের মতো। মুখে একধরণের উজ্জ্বলতা থাকলেও কোন ভাবের প্রকাশ নেই। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে এক্স-এড্রু মানবীয় অনুভূতি শূণ্য। সে কমবেশী সব অনুভূতিই বোঝে। অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রতিক্রিয়া ওলোট পালোট হয়ে যায়। একটি ভয়ানক ভয়ের ছবি দেখে সে খিলখিল করে হাসতে থাকে, আবার হাসির ছবি দেখে মন খারাপ করে ফেলে। তার সম্বন্ধে গবেষণা কেন্দ্রের ভাষ্য হলো মানবীয় আবেগের প্রয়োগ যথাযথ না হলেও কৃত্রিম মস্তিস্ক যে আবেগ ধারণ করতে সক্ষম এক্স-এড্রু অন্ততঃ সেটি প্রমাণ করেছে।

মোটামুটি সকলেই জানে এক্স-এড্রু একটি পাগল রোবট। কিন্তু তারপরও তার অভিনবত্বের কারণে সে প্রচুর সম্মান পেয়ে থাকে। আজকের এই মহাসমারোহের কারণ সম্বন্ধে সে অবগত। দীর্ঘক্ষণ ধরে নাক বরাবর তাকিয়ে আছে সে। তার মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় চলছে। সে বস্তুত বোঝার চেষ্টা করছে এই বিশেষ ক্ষেত্রে কি ধরণের অনুভূতি সৃষ্টি করাটা যথাযথ হবে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফলে সে

একটু অস্বস্তি বোধ করছে। সবচেয়ে সমস্যা করছে পাশের চেয়ারের ছুড়িটা। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। জীবনে রোবট দেখেনি নাকি।

ছ'নম্বর চেয়ারটি ফাঁকা। রাত ১২ টা বাজতে আর ১০ সেকেণ্ড বাকি। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ঠিক বারোটায়। সব কিছু প্রস্তুত। একটি মাত্র কিন্তু আছে। ঐ চেয়ারটির শূণ্যতা নিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে না। এই চরম সত্যটি সবাই জানে, একমাত্র হলোগ্রাফিক ঘড়িটি জানে না।

১২ টা বাজলো। একটি নতুন দিনের প্রারম্ভ। ১ লা মার্চ, ২০১৯। কথা ছিলো ঠিক রাত বারোটায় বেজে উঠবে সুরেলা বাদ্যের ধ্বনি, হর্ষ ধ্বনিতে ফেটে পড়বে উপস্থিত জনতা, দীর্ঘ পাঁচ বছরের কষ্টার্জিত সাফল্যকে উপভোগ করবে প্রতিটি কর্মী। তার কিছুই হলো না। বারোটা পাঁচ, ছয়, সাত ...... সময় গড়িয়ে চলেছে। সমগ্র হলঘরে গভীর থেকে গভীরতর নিস্তব্ধতা জমাটবদ্ধ হচ্ছে। প্রায় সকলের মুখেই বিরক্তির রেখা ক্রমশ চেপে বসেছে। আন্দ্রিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এখনই ফেটে পড়বেন। আলবার্ট রোজেক নিজেকে সংযত রেখেছেন আপ্রাণ চেষ্টায়। পাভেল চারপাশের গভীর নীরবতায় ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছেন। আনিকার কাছে অবশ্য কোন কিছুই বিরক্তিকর মনে হচ্ছে না। তার জীবনে এটি একটি বিরল অভিজ্ঞতা। সে বরং এক ধরণের কৌতুহল অনুভব করছে এই ষষ্ঠ ব্যক্তিটিকে দেখার জন্য। এক্স-এড্রু আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিরক্ত হবার কিন্তু অনুভূতিটা সে ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না।

যার জন্য এত আয়োজন পণ্ড হবার উপক্রম সে এলো মিনিট পনেরো পরে। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দশ এগারো ইঞ্চি, কিছুটা রোগাটে শরীর, পোশাক আষাকে কয়েক শ' বছর আগেকার ওয়েস্টার্ন ছাপ। রঙচটা জিন্সের উপরে ঢোলা গেঞ্জী, পায়ে কির, ভালো করে লক্ষ্য করলে সেগুলি যে জন্মকালে শ্বেত বর্ণের ছিলো সেটি বোধগম্য হয়। বয়স সাতাশ আঠাশের বেশী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তার সুদর্শন মুখে বয়সের কোন ছাপ নেই। তার নাম বিপব। তার চামড়ায় পশ্চিম এবং পূর্বের মিশ্রণ ধরতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

বিপব আধুনিক রোবট গবেষণা কেন্দ্রের স্থায়ী কর্মী নয়। সে ফ্রিল্যান্স ট্রাব্লশুটার। গত এক দশকে অজস্রবার তার স্মরণাপন্ন হতে হয়েছে এই গবেষণা কেন্দ্রকে। বাঘা বাঘা সব বিজ্ঞানীরা যে সব সমস্যার তল খুঁজে পায় নি বিপব ভয়ানক অনীহ মুখে ফটাফট সব সমস্যার জট খুলে দিয়েছে। বিনিময়ে তাকে অসম্ভব মোটা অংকের অর্থ পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হয়েছে। খসড়া হিসাবে দেখা গেছে যে পরিমাণ অর্থ সে উপার্জন করে তাতে আমেরিকার ধনকুবেরদের সারিতে তার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু তাকে দেখে পথের ভিখারী ছাড়া অন্য কিছু মনে হবার কোন কারণ নেই। তার অতীত এবং বর্তমান উভয়ই সমান ভাবে রহস্যময়। ব্যক্তি আচরণে সে ভয়ানক খিটখিটে, প্রায় কাউকেই তার সহ্য হয় না। সবার সাথেই খিটখিট লেগে আছে। গবেষণা কেন্দ্রের বারো শ' কর্মীর মধ্যে তার কোন বন্ধু নেই। সকলেই তাকে সমান ভাবে অপছন্দ করে। বিপব অবশ্য মানবীয় অনুভূতির ধার ধারে না।

সে যখন মঞ্চে পা রাখলো তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। একটি মানবীয় মুখে এতো অসাধারণ বিরক্তি চিহ্ন ফুটে উঠতে সম্ভবত উপস্থিত কেউ পূর্বে দেখেনি। আন্দ্রিয়া বিড় বিড় করে কিছু বলতে গেলেন। আলবার্ট একটি আলতো খোঁচা দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করলেন।

বিপব মঞ্চে উঠেই খেঁকিয়ে উঠলো - এই, বদমাশ ছোঁড়াটাকে কেউ এখানে নিয়ে আসো তো। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো হৈ চৈ করার কোন মানে হয়? সব হাবা গঙ্গারামের দল!

আন্দ্রিয়া কঠিন গলায় বললেন, মুখ সামলে ....

আলবার্ট ফিসফিসিয়ে উঠলেন - পিজ, পিজ, এখন নয়।

পরবর্তী দৃশ্যটি বিপবের মুখ থেকে রতি পরিমাণ বিরক্তি খসাতে না পারলেও উপস্থিত দর্শকদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেললো। হলঘরে একটি চাঁপা বিস্ময় ধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

বাদ্য বেজে উঠলো। একটি সুললিত নারী কণ্ঠ সকলকে অভিবাদন জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবার ঘোষণা দিলো। বাইরে অপেক্ষারত সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। বন্যার জলের মতো হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকছে তারা। অগণিত ক্যামেরার ফ্লাশ ঝিলিক দিচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে এক ভয়াবহ ছুটাছুটি পড়ে গেলো।

যাকে কেন্দ্র করে এতো আয়োজন সে মঞ্চের মাঝখানে নিস্পৃহ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুট, অজৈবিক শরীরের উপরে ডিম্বাকৃতি একটি বিশাল ধড়, হাসি হাসি মুখ, লম্বাটে একজোড়া চোখ, মাথার দুপাশে মধ্যম আকৃতির দুটি কান। তার নিম্নাঙ্গের আকৃতি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। উপবৃত্তাকার একটি সিলিণ্ডারের নিচে একটি গোলক, যার অর্থ হাঁটার পরিবর্তে রোবটটি গড়িয়ে চলবে। তার অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ বাহু দুটি তাকে ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করবে। মঞ্চের কেন্দ্রে অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। এতো হৈ হট্টগোল তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করছে না।

নেপথ্য নারী কণ্ঠ ঘোষণা করলো - উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, দয়া করে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ুন। আপনাদের সামনে আধুনিক বিজ্ঞানের যে অসম্ভব সৃষ্টিটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সজীব করা হবে। আপনাদের সকলের নীরবতা কাম্য।

হলঘরে মূহূর্তে পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। আলবার্ট উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আধুনিক রোবট গবেষণা কেন্দ্রের মহাপরিচালক। সুতরাং তার জন্য বিপুল করতালি পড়লো। আলবার্ট খুব সংক্ষেপে বললেন - আজকের দিনটি এই গবেষণা কেন্দ্রের জন্য অবিস্মরণীয়। এই দিনটির কথা আমি অন্তত কখনো বিস্মৃত হবো না। এই শিশু রোবটটিকে সৃষ্টি করতে যে চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয়িত হয়েছে তার কোনটিই বৃথা যাবে না বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। এখন, এই শিশু রোবটটির মূল শিল্পী বিপবকে আমি অনুরোধ করবো এই অভিনব শিশুটিকে এই পৃথিবীর আলোতে নিয়ে আসতে। ধন্যবাদ।

বিপুল করতালিতে হলঘর পুনরায় মুখরিত হলো। করতালির শব্দ মুছে যেতে বিপবের হাতে একটি ক্ষুদ্র রিমোট কন্ট্রোলার তুলে দেয়া হলো।

বিপব রিমোট কন্ট্রোলারের ছোট বোতামে চাপ দিলো। তার চাঁছাছোলা কণ্ঠ শোনা গেলো - জুজুবা, তোমার ব্রেন সার্কিটটি সচল করা হয়েছে। এখন থেকে তুমি এই পৃথিবীর একটি জীবিত প্রাণী। কাল পরশু এক সময় এসে আমি তোমার সাথে আলাপ করবো। এখন আমাকে যেতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

বিপবের প্রস্থান নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামালো না। জনতার ভীড় থেকে একটি শব্দ ফিসফিসিয়ে উঠলো - জুজুবা! সকলের দৃষ্টি আঠার মতো সেটে আছে শিশু রোবটটিকে। ক্ষণিক আগের নিস্পৃহতা সম্পূর্ণ মুছে গেছে তার মুখ থেকে। এখন সেখানে ভয় এবং কৌতুহলের এক অপূর্ব মিশ্রণ। সে তার বিশাল চোখ মেলে অবাক ভঙ্গিতে চারদিকে দেখছে। অসংখ্য ক্যামেরার ফ্লাশের ঝলকানিতে সে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেলো। নেপথ্য নারীকণ্ঠের অনুরোধ ভেসে এলো - দয়া করে কেউ ফ্লাশ ব্যবহার করবেন না। জুজুবার প্রথম পৃথিবী দর্শনে কোন আতংকের সৃষ্টি করবেন না।

জনতাকে আরো মিনিটখানেক সময় দিলেন আলবার্ট। তারপরে জুজুবাকে ভেতরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন তিনি। সাংবাদিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন - এখন আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবো। খুব বেশী সময় অবশ্য দিতে পারবো না। বড় জোর পনেরো - বিশ মিনিট। আমাদেরকে জুজুবার কাছে ফিরে যেতে হবে।

প্রশ্নের ঝড় উঠলো উপস্থিত সাংবাদিকদের ভীড় থেকে।

আলবার্ট প্রশ্ন বেছে বেছে উত্তর দিচ্ছেন।

-প্রফেসর, এই প্রজেক্টের শুরু থেকেই আপনারা বলছেন এটি একটি অসাধারণ রোবট। কিন্তু এই ব্যাপারে আপনারা অতিমাত্রায় গোপনীয়তা বজায় রেখেছেন বরাবরই। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রোবটটি, যাকে আপনারা শিশু হিসাবে বর্ণনা করছেন, তার বিশেষত্ব কি?

-এই রোবটটি অসাধারণ তিনটি কারণে। এক নম্বর, এটির মস্তিস্ক দুটি অংশে বিভক্ত। একটি গাণিতিক অন্যটি মানসিক, এই অংশটি তাকে দেবে মানবীয় অনুভূতি। এক্স-এন্ড্রুর ক্ষেত্রে আমরা যথাযথ সাফল্য অর্জন করিনি। কিন্তু জুজুবার ব্যাপারে আমরা খুবই আশান্বিত। দু'নম্বর, জুজুবার মস্তিস্কে আমরা একটি কণা পরিমাণ তথ্যও প্রেরণ করিনি। আপনাদের সবার সামনে যে মুহূর্তে তাকে সজীব করা হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই তার মস্তিস্ক তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। ঠিক যেভাবে একটি মানব শিশু বড় হয়ে ওঠে আমরা জুজুবাকে ঠিক সেভাবে পরিণত করে তুলতে চাই। তৃতীয়ত, তার শরীর কঠিন ধাতব পদার্থের নয় বরং এক ধরনের কোমল অথচ ভীষণ সহনশীল ধাতব এলয় দিয়ে তৈরী। তার শরীরে রয়েছে অসংখ্য এয়ার পকেট। এই এয়ার পকেটগুলিকে কন্ট্রোল করবার জন্য অনেকগুলি হাইড্রলিক প্রেসার সিস্টেম রোপিত হয়েছে ওর শরীরে। আমরা বিশ্বাস করি জুজুবা বয়সের সাথে সাথে তার শরীরের উপর প্রচণ্ড কর্তৃত্ব অর্জন করবে এবং প্রয়োজনে তার শারীরিক কাঠামো পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

-এর অর্থ কি এই যে, জুজুবা সম্পূর্ণভাবেই একটি অনিশ্চিত গবেষণার ফসল? এতো অর্থের বিনিময়ে জুজুবাকে সৃষ্টি করবার পেছনে যুক্তি কি? রোবটের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী তৈরী করতেই বা আপনারা এতো আগ্রহী কেন? মানব সভ্যতা এ থেকে কিভাবে উপকৃত হচ্ছে?

আলবার্ট এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বস্তি বোধ করেন না। তিনি বার দুয়েক কেশে গলা পরিস্কার করে বললেন - এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর আমি এর আগেও দিয়েছি। আজকের এই দিনে আর কোন তিক্ততায় যেতে চাই না। খুব সরলভাবে বললে, জুজুবা যদি একজন স্বাভাবিক মানব শিশুর মত বড় হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে আমরা যদি কোন জটিল সমস্যা না দেখি সেক্ষেত্রে এই জাতীয় রোবটের ব্যবহারক্ষেত্র নিয়ে আমরা গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে শুরু করবো। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এই ধরণের একটি রোবট অসম্ভব মেধা সম্পন্ন একজন মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

-অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদ্যোগটিই একটি বৈজ্ঞানিক প্রহসন।

-না, তা নিশ্চয় নয়।

-প্রফেসর আলবার্ট আপনি কি কিছু গোপন করবার চেষ্টা করছেন? দুই বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমেরিকা আপনাদেরকে একটি পুতুল তৈরী করতে দেবে সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আলবার্ট বিরক্ত কণ্ঠে বললেন - আপনারা জুজুবা সম্বন্ধে প্রশ্ন কর ন।

-আপনি বলেছেন জুজুবার মস্তিস্ক সম্পূর্ণ শূণ্য। রোবটিক্সের সাধারণ সূত্রগুলিও কি তাকে শেখানো হয়নি? সেটি কি আইন সঙ্গত?

-রোবটিক্সের সাধারণ সূত্রগুলি তাকে শেখানো হয়েছে।

-রোবটিক্সের সূত্রের গণ্ডীতে বন্দী হয়ে শিশু রোবটটি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে এমন আশা করবার পেছনে আপনার যুক্তি কি?

-আমাদেরকে কিছুদিন সময় দিন। মাস দুয়েকের মধ্যেই আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাবো। তখন আমাদের গবেষণার ফসল আপনারা স্বচক্ষেই দেখবেন।

আজকের মতো ....

সাংবাদিকদের বিদায় করবার চেয়ে কঠিন কাজ সম্ভবত আর কিছু নেই। অন্ত ত আলবার্টের তাই ধারণা। সেই দায়িত্ব উপস্থিত কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি প্রায় দৌড়ে মঞ্চ ত্যাগ করলেন। তার ঠিক পেছনেই আন্দ্রিয়া, পাভেল, আনিকা। এক্স এন্ড্রু আসনে বসে হো হো শব্দে হাসছে। তার হাসবার কারণ কারোরই বোধগম্য হলো না। কিন্তু আলোকচিত্রীদের ফ্লাশ আবার জ্বলে উঠলো।

দুই

আলবার্টকে অনুসরণ করে চারজনের ক্ষুদ্র দলটি এগারো তলায় উঠে এলো। দুটি দীর্ঘ করিডোর অতিক্রম করে একটি ইস্পাতের পুর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন আলবার্ট। দরজায় রোপিত অটোমেটিক স্ক্যানিং মেশিন, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত সকলের সমগ্র শরীর স্ক্যানিং করে পূর্বে সংরক্ষিত ডাটার সাথে তুলনা করলো। নিঃশব্দে খুলে গেলো দরজা। একই ধরণের আরো দুটি স্বয়ংক্রিয় দরজা অতিক্রম করে বিশাল একটি হলর মে পৌঁছালো দলটি।

হলর মটিকে সাজানো হয়েছে একটি শিশুর বসবাসের উপযোগী করে। একপাশে নরম গদিমোড়া বিছানা, সিলিং এ ঝোলানো দোলনা, চারদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খেলনা। নানান জাতের পুতুল থেকে শুর করে খেলনা ট্রেন, গাড়ী, বন্দুক, পিস্ত ল ....

আলবার্ট হাসিমুখে বললেন - জুজুবার ঘর। এখানেই আমরা তাকে বড় করে তুলবো, বাইরের কঠিন পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করে তুলবো।

অজস্র খেলনার ভীড়ে অবাক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে জুজুবা। বিশাল মাথা ঘুরিয়ে নিজের চারপাশ পরখ করছে। অতিথি চারজনকে সে পর্যবেক্ষণ করলো খানিকটা ভয় এবং আগ্রহ নিয়ে। আন্দ্রিয়া কোমল পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন - জুজুবা।

জুজুবা মিহি কণ্ঠে বললো - জ্বি!

-কেমন আছো তুমি?

জুজুবা তার মুখের দিকে কৌতুহলী ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে।

বিড়বিড়িয়ে বললো - কেমন আছো তুমি?

আন্দ্রিয়া হেসে ফেললেন - না, জুজুবা, তুমি বলবে, ভালো আছি।

জুজুবা বললো - ভালো আছি।

পাভেল উৎসাহী ভঙ্গিতে বললেন - আলবার্ট লক্ষ্য করেছো ব্যাপারটা? আলবার্টকেও কিঞ্চিৎ উত্তেজিত মনে হলো। - হ্যাঁ, জুজুবা সম্পূর্ণ বাক্যটি অনুকরণ করেনি। ও বুঝতে পেরেছে ওর নিজস্ব একটি অস্তি ত্ব আছে। আন্দ্রিয়াও আশ্চর্য হয়েছেন। তিনি চাঁপা স্বরে বললেন - আমি এতোখানি আশা করিনি। সত্যিই না! মাত্র আধ ঘণ্টা আগে জন্মগ্রহণ করেছে জুজুবা, বিশ্বাস করা যায়? ওর ফটোগ্রাফিক মেমোরীর সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তাও কাজ করতে শুর করেছে। আলবার্ট, আমাদের এই শিশুটি সম্ভবত খুব দ্রু ত বড় হয়ে উঠবে।

আনিকা অবাক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিলো। জুজুবা যেন তাকে সম্মোহন করেছে। সে এবার গুটি গুটি পায়ে আন্দ্রিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ফিসফিসিয়ে বললো - আমি ওর সাথে কথা বলবো?

-বলো। জুজুবা যতো দ্রু ত কথা শিখবে ততোই ভালো। ওর সাথে যোগাযোগের এখনও কোন মাধ্যম আমাদের নেই।

আনিকা জুজুবাকে লক্ষ্য করে বললো - জুজুবা, আমি আনিকা। আমি একজন লেখিকা। আমি তোমাকে নিয়ে গল্প লিখবো।

জুজুবা গভীর আগ্রহ নিয়ে আনিকাকে লক্ষ্য করছে।

আনিকা বললো - আমি কে?

আনিকা।

-আমাকে তোমার ভালো লেগেছে?

জুজুবা এই বাক্যটির কিছুই বুঝলো না। সে কৌতুহলী দৃষ্টিতে আনিকাকে লক্ষ্য করছে।

আলবার্ট হাসতে হাসতে বললেন - মনে হচ্ছে ও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

সে হাসিতে সবাই যোগ দিলো। পাভেল বললেন - আমার বউকে এখানে আনতে হবে। বাচ্চা বাচ্চা করে আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।

আন্দ্রিয়া চোখ পাকালেন - নিজের বাচ্চা আর একটা রোবট এক কথা হলো। এতো বয়স হয়েছে এখনো এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান হয়নি? মিলি যে কেন তোমাকে সকাল বিকাল ঝাঁটায় সেটা এখন বুঝতে পারছি।

আবার হাসির রোল উঠলো। জুজুবা সেই হাসিতে যোগ দিলো। তার কণ্ঠ থেকে এক ধরণের অদ্ভুৎ খল খল শব্দ বেরিয়ে আসছে, তার সারা মুখ প্রসারিত হয়ে বেশ একটি হাস্যকর রূপ নিয়েছে। আনিকা দু'চোখ কপালে তুলে ফেললো। - ওমা, জুজুবা হাসছে? এটা আপনারা কিভাবে করলেন?

জুজুবা হাসি থামিয়ে সবাইকে গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছে।

আলবার্ট বললেন - ওর মস্তিষ্কের একটি অংশ ওর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্য একটি অংশ বাইরের পৃথিবী থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করছে। অন্য একটি অংশ ওকে প্রেরণা দিচ্ছে অনুকরণের। ফলে ও লক্ষ্য করছে আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া, ভাব-ভঙ্গি এবং সেগুলি অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। অনেকটা শিম্পাঞ্জীর মতো। পার্থক্য একটিই, জুজুবার ফটোজেনিক মেমোরি ভয়াবহ দ্রুততায় তথ্য সঞ্চয় করে চলেছে। একটা উদাহরণ দেই। ওর শরীরের সাথে সংলগ্ন তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র ক্রমাগত মেপে চলেছে চারপাশের তাপমাত্রা, নিজের অজান্তেই জুজুবার মস্তিষ্ক হিসেব কষে চলেছে, খুব শীঘ্রই ওর মধ্যে উষ্ণতা এবং শৈত্যতার অনুভূতি আসতে শুরু করবে। শব্দ এবং নিঃশব্দতার পার্থক্য ও সম্ভবত ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছে।

আন্দ্রিয়া মুচকি হেসে বললেন - দেখো, জুজুবা মাথা চুলকাচ্ছে।

পাভেলের ডান হাত তার মাথার মাঝ বরাবর থেমে গেলো। তিনি লজ্জিত মুখে বললেন - ভালো যন্ত্রণা তো! এখন থেকে আমি যা করবো ও তাই করবে নাকি? কি সর্বনাশ!

আনিকা বললো - কেন, আপনি আর কি কি করেন?

পাভেল উত্তর দেবার আগেই জুজুবার হাত তার চিবুকে চলে গেলো। দু'চোখ সামান্য বুঁজে চিবুক চুলকাচ্ছে সে। হাসির ঝড় উঠলো। পাভেল হাসতে হাসতে বললেন - নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারলাম।

আলবার্ট আনিকাকে লক্ষ্য করে বললো - জুজুবার অনুকরণের চিপটির স্রষ্টা পাভেল।

আনিকা হঠাৎ বললো - আচ্ছা ঐ ভদ্রলোকটি কে? তাকে আপনারা জুজুবার স্রষ্টা বলছিলেন।

আন্দ্রিয়া খিটখিটে কণ্ঠে বললেন - ঐ বদমাশ ছোঁড়ার কথা এখন থাক। ওর সাথে দু'চারদিনের মধ্যে তোমার এমনিতেই পরিচয় হবে। তখন বুঝবে ছোঁড়ার মাথায় যেমন ঘিলু মনে তেমনি বিষ।

আলবার্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন - বিপব খুব মেধাসম্পন্ন ছেলে। কিন্তু জীবনে প্রচুর আঘাত পেয়ে ওর মধ্যকার কোমল বৃত্তিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

আন্দ্রিয়া চাঁপা স্বরে বললেন - পাগলের পা ঝাড়া।

আনিকা হেসে ফেললো। তার সাথে কণ্ঠ মেলালো জুজুবা।

পাভেল বললেন - বিপব একটি জিনিয়াস। আমার চিপ ডায়াগ্রামে কোথাও কোন ভুল ছিলো না, হাজার বার টেস্ট করেছি। কিন্তু তারপরও চিপটি ঠিকমতো কাজ করছিলো না। প্রতি একত্রিশ বারে সেটি যথাযথ ফল দিচ্ছিলো না। রাতের পর রাত নষ্ট করেছি ভেবে। একদিন হঠাৎ একটা ফোন এলো। রাত তখন ২টা। বিপবের কণ্ঠ। বললো - কাগজপত্র নিয়ে আমার বাসায় আসেন। আমি গেলাম। চার ঘণ্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। লজিকে কোথাও কোন ভুল ছিলো না। কিন্তু একটি বিশেষ পয়েন্টে ডেড লক হবার সম্ভাবনা ছিলো। কয়েক কোটিতে একবার। সেটা নিয়ে আমি মাথাও ঘামাইনি। বিপব দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে হিসেব করে দেখিয়ে দিলো মাত্র তিনটি সহযোগী ফ্যাক্টর ধরলে সেই সম্ভাবনা ভয়ানক দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়।

আন্দ্রিয়া কপাল কুঞ্চিত করে বললেন-ও জানলো কি করে যে তুমি অনুকরণের চিপ নিয়ে কাজ করছো? আমার ধারণা ছিলো বাইরের কারো এইসব তথ্য জানার কথা নয়।

আলবার্ট আনিকার দৃষ্টিতে কৌতুহল লক্ষ্য করে বললেন - বিপব আমাদের কর্মী নয়। সে ফ্রি ল্যান্সার, আমাদের কোন গোপন তথ্য আমরা তাকে জানাই না।

পাভেল বললো - সে যে কিভাবে জানলো তা আমিও জানি না। জিজ্ঞেস করবার কথাও কখনো খেয়াল হয়নি।

আনিকা জানতে চাইলো - জুজুবার ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারি?

আলবার্ট বললো - নিশ্চয়। এক্স - এন্ড্রুকে তুমি দেখেছো। ওকে তৈরী করেছিলাম মূলত আমি এবং আন্দ্রিয়া, এগারো বছর আগে। জন্মের পর থেকেই ওর উপরে চলছে একটির পর একটি গবেষণা। কিন্তু তারপরও ওর অনুভূতিবিষয়ক নিয়ন্ত্রকটিকে আমরা ত্রুটিমুক্ত করতে পারিনি। জুজুবার মতো করে অবশ্য তাকে তৈরী করা হয়নি। বরং তার স্মৃতিতে আমরা সম্ভব অসম্ভব প্রতিটি তথ্যই প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিজের থেকে তাকে কিছুই শিখতে হয়নি। ফলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশীই ছিলো। অন্তত আমাদের তাই মনে হয়েছিলো। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে এক্স - এন্ড্রু আমাদেরকে হতাশ করলো। ফলে জুজুবার প্রজেক্টটি হাতে নেবার সময় আমরা স্মরণাপন্ন হই বিপবের। রোবট বিজ্ঞানে অসম্ভব প্রতিভাবান হিসাবে সে তখনই বহুল পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। সে আমাকে দুটি প্রস্তাব দিলো। এক নম্বর, সম্পূর্ণ জুজুবাকে সে কাগজে কলমে তৈরী করবে। আমাদের কাজ হবে তাকে দেহদান করা। আমাদের গবেষণা কেন্দ্রের নিয়ম নীতির কারণে সেই শর্তে রাজী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমরা তার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম। সেই প্রস্তাবের তিনটি অংশ ছিলো। এক, জুজুবার মস্তিষ্ককে দুটি অংশে বিভক্ত করা হবে, একটি বুদ্ধিমত্তার জন্য, অন্যটি অনুভূতির জন্য। দুই, এই দুই অংশের মধ্যে যোগসাজশ তৈরি করবে একটি কন্ট্রোলার। যেটির ডিজাইন করবে সে। তিন, জুজুবার মস্তিষ্কে একটি কণা পরিমাণ তথ্যও প্রবেশ করানো যাবে না।

আনিকা বাধা দিলো - রোবটের মূল নীতিগুলো?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ ওগুলোতো যাবেই; কিন্তু তার বাইরে আর কিছু নয়। যাই হোক, ওর তৈরি কন্ট্রোলারটি আমরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছি, অসম্ভব নিখুঁত একটি সৃষ্টি।

-কিন্তু আলবার্ট, একটি ব্যাপারে আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। অনুভূতিহীন রোবট তৈরীর জন্য আপনারা এমন উঠে পড়ে লাগলেন কেন? সাংবাদিকদের এই প্রশ্ন আপনি এড়িয়ে গেছেন।

আলবার্ট, আন্দ্রিয়া এবং পাভেল তিনজনই হঠাৎ করে যেন বোবা হয়ে গেলেন। আন্দ্রিয়া আলবার্টের দিকে চাইলেন, আলবার্ট চাইলেন পাভেলের দিকে। পাভেল মাথা চুলকাচ্ছেন। জুজুবাও নিখুঁতভাবে তাকে অনুকরণ করছে।

আনিকা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললো - আমি দুঃখিত। আমার বোধহয় এই জাতীয় প্রশ্ন করাটা উচিৎ হয় নি।

আলবার্ট সতর্ক কণ্ঠে বললেন - না, না, তা নয় আনিকা। তোমার কৌতুহলী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমার ভেতরে অসম্ভব কৌতুহল আছে বলেই এতো অল্প বয়সে বিখ্যাত একজন লেখিকা হতে পেরেছো তুমি। তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, আমাদের পক্ষ থেকে এটি ছিলো একটি অপ্রতিরোধ্য কৌতুহল। ঠিক কে প্রথম এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলো তা আমার মনে নেই, কিন্তু হঠাৎ করেই আমরা সবাই যেন আগ্রহী হয়ে উঠলাম। অর্থের সংস্থানও হলো। ফলে পরবর্তী বছরগুলো আমরা শুধু কাজই করেছি, কেন করছি সেটা নিয়ে ভাবিনি।

আনিকা বললো - আমি যতদূর জানি আপনারা যে সরকারী সাহায্য পান সেটি যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ আপনারা কোত্থেকে পেলেন?

আন্দ্রিয়া উত্তর দিলেন - এই একটি ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু জানি না। যদিও আলবার্ট গোড়া থেকেই এই কেন্দ্রের প্রধান; কিন্তু টাকা - পয়সার ব্যাপারটি সে কখনই দেখে না। বস্তুত, এই ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সুপার কম্পিউটার শাকুতি। শাকুতিকে এই দায়িত্ব দেবার পেছনে দুটি কারণ ছিলো। প্রথমত, যেসব অনুদানকারীরা তাদের পরিচয় গোপন করতে চান শাকুতি তাদেরকে দেবে অসম্ভব গোপনীয়তা। দ্বিতীয়ত, শাকুতি অর্থের অপচয় করবে না। তার ভয়ংকর মেধাসম্পন্ন যান্ত্রিক মস্তিষ্ক নিখুঁতভাবে প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরা টাকা পয়সার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। সেটি একদিক দিয়ে ভালই ....

পাভেল হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে বললেন - জুজুবা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

সকলের দৃষ্টি চলে গেলো জুজুবার দিকে। জুজুবার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে। তার নড়াচড়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। আলবার্ট বললেন - কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়বে।

আনিকা অবাক কণ্ঠে বললো - ঘুম!

-হ্যাঁ। এটি আরেকটি ছোট কন্ট্রোলারের কাজ। ওর দেহে রোপিত আছে একটি সদা চলমান ঘড়ি। এই কন্ট্রোলারটি হিসেব রাখছে সময়ের। একটি বিশেষ সময় পর পর সে বন্ধ করে দেবে জুজুবার শরীরের কিছু সচল অংশ। কিন্তু ওর ইন্দ্রিয়গুলি সবই সচেতন থাকবে। তারা কাজ করে চলবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, নিজের শরীরের ব্যবহার শেখার সাথে সাথে এই

কন্ট্রোলারটির উপরে জুজুবার সচেতন মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকবে। এক পর্যায়ে ঘুম অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে ওর কাছে।

আন্দ্রিয়া জুজুবার হাত ধরে তাকে বিছানা পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে গেলেন। জুজুবা তার দীর্ঘ দু'হাতে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে পড়লো। মিনিট খানেকের মধ্যেই তার শরীর স্থির হয়ে গেলো।

আনিকা ফিসফিসিয়ে বললো - শেষ প্রশ্ন। ওর এনার্জি সোর্স কি? নিশ্চয় খাদ্য নয়, নাকি ....

আলবার্ট হাসতে লাগলেন। -না, এই একটি ক্ষেত্রে আমরা অনাবশ্যক জটিলতা এড়িয়ে গেছি। ওর শক্তির উৎস কিছুটা অভিনব। তুমি বুঝবে কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। খুব হালকাভাবে বললে, শক্তির উৎস হিসাবে বেশ কয়েকটি মাধ্যমকে ওর শরীরে ব্যবহার করা সম্ভব। আপাতত বিশেষ ধরণের একটি ব্যাটারি জুজুবার চলৎশক্তি। কিন্তু খুব শীঘ্রই জুজুবা তার নিজের শক্তির উৎস হিসাবে একাধিক মাধ্যম নিজেই খুঁজে নেবে বলে আমরা আশা করছি। কয়েকটি সম্ভাব্য মাধ্যম হচ্ছে - সৌরশক্তি, তরল অথবা বায়বীয় জ্বালানী, এনার্জি ক্যাপসুল ইত্যাদি।

ওদের চারজনের দলটি নিঃশব্দে হলঘর ত্যাগ করলো। আনিকাকে গবেষণা কেন্দ্রের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন বাকীরা।

তিন

বিপব কখনো ফোন ধরেনা। সে একটি ইন্টেলিজেন্ট আনসারিং মেশিন বসিয়ে দিয়েছে। সেই মেশিনই ফোন ধরে এবং মোটামুটিভাবে আলাপ চালিয়ে যায়। আলাপগুলি বিপব যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে শোনে। এই মুহূর্তে তার বুদ্ধিমান মেশিনটি একটি মেয়ের সাথে আলাপ করছে। বিপব বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে তাদের আলাপ শুনছে। নারীকণ্ঠ বলছে - মিঃ বিপব, আপনার এতো প্রশংসা শুনলাম সেদিন যে আপনার সাথে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলবার জন্য আমি পাগল হয়ে আছি।

মেশিনটি রূক্ষ কণ্ঠে বললো - আবোল- তাবোল কথা বলবেন না। এই জাতীয় কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলতে থাকে।

নারী কণ্ঠ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো - আবোল-তাবোল কথা তো কিছু বলিনি। আমি ভদ্রভাবে আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছি।

-কেন, আমি কি এমন মহামানব হয়ে গেছি যে আমার সাথে দেখা না করলে আপনার ঘুম হচ্ছে না?

-ঘুম হচ্ছে না এই কথা তো আমি বলিনি। এখন দেখছি আপনিই আবোল তাবোল কথা বলছেন।

মেশিনের উত্তর দিতে দেরী হচ্ছে দেখেই বিপব বুঝলো বেচারী বিপদে পড়েছে। সে তার মেধার মান বাড়িয়ে দিলো। মেশিনটি রূক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো - এই জন্যে মেয়ে মানুষ আমার সহ্য হয় না। শুধু ফালতু প্যাঁচাল।

-ও বাবা, এখন দেখছি গালাগালি করছেন। দেখা করতে না চাইলে সরাসরি বলে দিলেই হয়। এতো ক্ষেপে যাবার দরকার কি?

-ক্ষেপবো না তো কি প্রেমে পড়বো? মেয়ে দেখলেই আমি প্রেমে পড়ি না। আমার একটা মান-ইজ্জত আছে।

নারীকণ্ঠ চড়াও হয়ে বললো - প্রেমে পড়তে কে বলছে? দেখা করবেন কিনা তাই বলেন। আন্দ্রিয়া ঠিকই বলেন, আপনি একটা বজ্জাতের বজ্জাত।

মেশিন আবার বিপদে পড়ে গেলো। আন্দ্রিয়া কেন বিপবকে বজ্জাতের বজ্জাত বলবেন সে তার পেছনে যুক্তি খুঁজবার চেষ্টা করছে। বিপব ফোনের নিয়ন্ত্রণ নিলো। -কে বলছেন?

অপরপক্ষ দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে বললো - এতক্ষণ কে কথা বলছিলো?

-আমার আনসারিং মেশিন।

-হাঁড় বজ্জাত। আমাকে গালাগালি করছিলো। এই সব বাজে যন্ত্র বানিয়েছেন কেন?

-যেহেতু আমি বজ্জাতের বজ্জাত। যাই হোক, আপনার পরিচয়?

-চিনেও না চেনার ভান করছেন কেন?

বিপব বিরক্ত কণ্ঠে বললো - দেখা করতে চান কেন?

-আপনি নিশ্চয় শুনেছেন আমি জুজুবাকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে চাই। মূলত সেই কারণেই .... মানে, আপনার সাথে পরিচিত হওয়াটাও একটা উদ্দেশ্য।

-আপনি যে কাঁঠালের আঠা সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

-দেখা করবেন তাহলে?

-একটা শর্ত আছে। হাতে রেঁধে খাওয়াতে হবে।

-ওমা, একি আব্দার। আজকাল কেউ ওভাবে রাঁধে নাকি? প্রোগাম্ড কুকিং পট কি চমৎকার রাঁধছে, জিভে স্বাদ লেগে থাকে।

-আচ্ছা, রাখি তাহলে।

-না, না, ঠিক আছে। আজ রাতে আসেন। আমার রান্না খেয়ে শেষে মেজাজ খারাপ না হয়ে যায়। আপনার যা মেজাজ।

বিপব ঠিকানা নিয়ে কানেকশন কেটে দিলো। মেয়েটি থাকে ক্লিভল্যাণ্ডে। চার-পাঁচ ঘণ্টার ড্রাইভিং। মুভিং ষ্ট্রিটে গেলে একঘন্টা; কিন্তু এতো কম সময়ের নোটিশে সেখানে জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবু একটা চেষ্টা করা যায়। সঠিক কারণটা সে ধরতে পারছে না, কিন্তু এই মেয়েটির সাথে তার দেখা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তার জন্য এটি খুবই অস্বাভাবিক।

আনিকার এপার্টমেন্টটি ছোট, একটি মাত্র বেডর ম, ছোট একটি কিচেন এবং নামমাত্র লিভিংর ম, কিন্তু সবকিছু ছবির মতো সাজানো। অবশ্য এই এপার্টমেন্টগুলির একটি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রয়োজন হলে এর কনভার্টেবল দেয়ালগুলি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নড়াচড়া করিয়ে বাসার ভেতরের কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব। আনিকা প্রতি দুতিন মাসে একবার বদলায়, এতে একটি নতুন বাসায় উঠবার মতো রোমাঞ্চ পাওয়া যায়। কিছুটা একঘেয়েমী কাটে। বাসার ভেতরে ঢুকে বিপব বেশ হকচকিয়ে গেলো। এমন গোছানো ঘরবাড়ি দেখার সৌভাগ্য তার বিশেষ হয়ই না। কারণ নিজের বাসা ব্যতিরেকে অন্যের বাসায় তার যাওয়া প্রায় হয়ই না এবং তার নিজের বাসাটি আমাজন জঙ্গল।

আনিকা সালোয়ার কামিজ পরেছে। দু'টিই আকাশী রঙের। তার লিভিংর মের ফিরোজা রঙের দেয়ালের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তাকে খুব অদ্ভুৎ দেখাচ্ছে। প্রসাধনহীন মুখে এক চিলতে হাসি। - আমি চিন্তাই করিনি আপনি সত্যিই আসবেন।

বিপব খানিকটা নিস্পৃহতা নিয়ে বললো - মুভিং ষ্ট্রিটে জায়গা না পেলে আসতাম না। দুই মুঠা খাবারের জন্য দু'ঘন্টা কে ড্রাইভ করে।

-খাওয়াটাই বড় হলো?

-তাছাড়া আর কি।

-আমি কি দেখতে এতোই কুৎসিৎ?

-মানুষের চেহারা নিয়ে আমার কারবার নয়। আমি হলাম রোবট ম্যান।

আনিকা হেসে ফেললো। -রোবট ম্যানের এতো খাওয়ার লোভ কেন? শরীরে একটা ব্যাটারী লাগিয়ে নিলেই হয়।

বিপবের হাসি পেল; কিন্তু সে হাসলো না। হাসলেই ঘনিষ্টতা বেড়ে যায়। সে গম্ভীর মুখে বললো - কি নিয়ে আলাপ করতে চান বলেন।

-গত তিনদিনে আপনি একবারও জুজুবাকে দেখতে যান নি। আপনার নিজের সৃষ্টি না দেখে থাকছেন কি করে?

-এর মধ্যে দেখাদেখির কি আছে। ছোড়া কি করছে না করছে সে আমি ঘরে বসেই খবর পাই।

-কে জানাচ্ছে আপনাকে? আলবার্ট?

-না। শাকুতি। সুপার কম্পিউটার। ওর সাথে জুজুবার ব্রেনওয়েভ টিউন্ড করে দেয়া হয়েছে। ছোঁড়াটির প্রতিটি পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করছে সে। আমাকে নিয়মিত একটি রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। যদিও কিছুটা কাটছাঁট হচ্ছে, কিন্তু ছোঁড়ার অগ্রগতি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

-কাটছাঁট হচ্ছে মানে?

-কোন মানে নেই। এমনিই বলেছি। খাবার ব্যাপারটা সেরে ফেললে ভালো লাগতো, নাড়ী - ভুড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে।

আনিকা সন্দিহান দৃষ্টিতে বিপবকে লক্ষ্য করলো। - আমার মনে হচ্ছে জুজুবাকে দেখতে যাবার ব্যাপারে আপনার উপরে কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। কথাটা কি ঠিক?

-না, কথাটা ঠিক নয়। কারো মুখ দেখার জন্য আমাকে পয়সা দেয়া হয় না এবং পয়সা না পেলে আমি আমার দরজার বাইরে পা রাখি না।

-দেখে তো মনে হয় ফকির মানুষ।

-আপনাকে দেখেও অন্য কিছু মনে হচ্ছে না।

আনিকা সশব্দে হেসে উঠলো - বেশ ঝগড়া করছি তো আমরা। চলুন খেয়ে নেয়া যাক। রাতে আমার ডেট্রয়েটে থাকার প্যান। আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার সাথেই চলে যাবো। পথে গল্প করা যাবে।

বিপব প্রমাদ গুণলো। এ আবার কোন বিপদে পড়া গেলো। এক গাড়ীতে ঠেলে উঠবার কি দরকার?

আনিকার বাসা থেকে মুভিং স্ট্রিট ১৮ মাইল পথ। বিপব নিঃশব্দে ড্রাইভ করছে। অটোমেটিক কন্ট্রোলারের হাতে ড্রাইভিং এর দায়িত্ব দিতে সে পছন্দ করে না। ড্রাইভ করতে তার ভালোই লাগে। আনিকা একটি আগুনরঙা শাড়ী পরেছে। হালকার মধ্যে ভালোই প্রসাধনী করেছে। সে সতেজ গলায় সামনে বক্ বক্ করে চলছে।

-জুজুবাকে নিয়ে অসাধারণ একটা উপন্যাস লিখবো। দেখবেন চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে। আপনারও একটা বড় ভূমিকা থাকবে সেখানে - পাগলা বিজ্ঞানী।

বিপব বললো - কি বললেন?

-পাগল বললাম বলে মাইণ্ড করলেন নাকি?

-না মাইণ্ড করবো কেন? খুব ভালো লাগছে। আমার সম্বন্ধে আর কি কি লেখা হবে সেখানে শুনি।

আনিকা হেসে উঠলো। -আপনি দেখছি সবকিছুই বাঁকাভাবে নেন।

-পাগল মানুষ।

আনিকা হাসতে হাসতে বিপবের বাহুতে একটি কিল বসিয়ে দিলো। বিপব শুষ্ক কণ্ঠে বললো - গালাগালি করেও শান্তি হলো না। এখন আবার মারধোর শুরু করেছেন।

-কথার কি ছিরি! আচ্ছা, মুভিং স্ট্রিটে না গেলে হয় না। আমার খুব লং ড্রাইভে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

-মানা করছে কে? বলেন তো বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। নিজের গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

-একা একা কে যেতে চাইছে।

-সঙ্গীর অভাব হবার তো কথা নয়। আমারই কেমন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

আনিকা কৌতুক মেশানো কণ্ঠে বললো - আমার তো ধারণা হচ্ছিলো আপনি যন্ত্রটন্ত্র ছাড়া কিছু বোঝেন না।

-বেশী কথা বলেন আপনি।

-ও বাবা, আবার দেখি ক্ষেপে যাচ্ছেন।

বিপব গোমড়া মুখ করে গাড়ী চালানোয় মন দিলো। একটা ব্যাপার ইতিমধ্যেই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, এই মেয়ের সাথে কথায় পারা তার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

মুভিং স্ট্রিট এন্ট্রান্সে মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। প্রতি দশ মিনিটে বিশেষ সংখ্যক গাড়ীকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়। সংখ্যাটি নির্ভর করে চাহিদার এবং ভীড়ের উপরে।

সাধারণত প্রতি মিনিটে দুটি তিনটির বেশী গাড়ী ঢুকতে দেয়া হয় না। যে কারণে গেটের সামনে প্রায়শই লম্বা লাইন পড়ে যায়। গেট পেরিয়ে মাইল তিনেক পথ পাড়ি দিলে তবে মুভিং স্ট্রিটের ল্যাম্প।

এই তিন মাইলের মধ্যে গতিবেগ ন্যূনতম আশি মাইলে তুলতে হয়। বিপবের গাড়ী ঝড়ের বেগে ছুটছে। তিন মাইল চোখের নিমেষে ফুরিয়ে গেলো।

মুভিং ষ্ট্রিটে প্রবেশের ব্যাপারটি রোমাঞ্চকর। দেড়শ ফুট চওড়া সড়কের পাশে একটি সংকীর্ণ লেনে গাড়ী তুললেই গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় মুভিং ষ্ট্রিট। প্রয়োজনে গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে বাড়িয়ে সুযোগমতো মূল লেনে ঢুকিয়ে দেয় সে। সামনে পেছনে দু'টি গাড়ীর মধ্যে দূরত্ব ন্যূনতম আড়াইশ ফুট রাখাটা বাধ্যতামূলক। দুরত্ব এর চেয়ে কম হলে রাস্তায় রোপিত অটোমেটিক স্পিড ব্যারিয়ার গুলি সচল হয়ে ওঠে। মোটের উপর, বুকের উপরে অসংখ্য গাড়ীকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে নিজেও বিপুল বেগে ছুটে চলেছে মুভিং ষ্ট্রিট। অনেকটা এস্কেলারেটরের মতো। তবে ছোটার বেগ নির্ধারণ করা হয় প্রাকৃতিক নানান ফ্যাক্টরকে সামনে রেখে। বাতাসের গতিবেগ একটি বড় ফ্যাক্টর। সাধারণত মুভিং ষ্ট্রিটের স্পিড সব মিলিয়ে ১৫০ মাইলের কাছাকাছি থাকে।

অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটছে। ঘর বাড়ি, গাছ পালার সারি নিমেষে পিছে পড়ে যাচ্ছে। আনিকা বিরক্ত কণ্ঠে বললো - এই জন্যে আমি মুভিং ষ্ট্রিটে আসি না।

এমন পাগলের মতো ছোটার কোন মানে হয়? এতো সময় বাঁচিয়ে লাভ কি? যাক ওসব, জুজুবাকে নিয়ে কথা বলি। ওর গতকালকের রিপোর্ট দেখেছেন আপনি?

-দেখিনি এখনো। বাসায় ফিরে গিয়ে দেখবো।

-আশ্চর্য মানুষ আপনি! একটু কৌতুহলও হয় না?

-কেন, কি এমন কান্ড করেছে ছোঁড়াটা?

আনিকা সোৎসাহে বললো - গতকাল আমার সামনে পরপর দু'বার ডিগবাজী খেলো ও। চিন্তা করতে পারেন? মাত্র চারদিনে বক্ বক্ করে সমানে কথা বলছে, সাড়ে তিনশ শিশুতোষ বইয়ের আগাপাছতলা ওর নখদর্পনে, চার-পাঁচ বছরের দুষ্ট একটা ছেলের মতো পুরো ঘর ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। খেলনাগুলোর সব বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে যেন এক এক দিনে ওর বয়স এক এক বছর করে বাড়ছে। এভাবে চললে মাত্র ক'দিন পরেই তো জুজুবা বুড়োদের মতো জ্ঞানের কথা বলতে শুরু করবে। আমার এখনই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় মিনিট খানেক পরে নীরবতা ভাঙলো বিপব - মন খারাপ করবেন না। জুজুবা কখনো বড় হবে না।

আনিকা অবাক হয়ে বললো - এ কথা বলছেন কেন? জুজুবা যদি স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে একজন মানুষের মতো ওর মধ্যেও সংযম তৈরী হতে বাধ্য, তাই না?

-হ্যাঁ।

-তাহলে কেন বললেন, জুজুবা কখনো বড় হবে না।

-সবকিছু আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবো না।

-বলতে পারবেন না, নাকি বলবেন না?

-বললে বুঝবেন না।

-ওমা আপনি আমাকে কচি খুকি পেয়েছেন নাকি?

বিপব একটু চুপ করে থেকে বললো - পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে যেগুলি না জানাই ভালো। তাতে জীবন অনাবশ্যক জটিল হয় না।

আনিকা দীর্ঘক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

-বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল এই পুরো ব্যাপারটার পেছনেই একটা কিছু রহস্য আছে। বিশেষ করে কয়েকটা বিষয়ে আমার খটকা লেগেছে। এক নম্বর, আপনার মতো প্রতিভাবান একজন রোবট বিজ্ঞানী কেন পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতনামা গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দেয় নি। দুই নম্বর, আপনার প্রতি গবেষণা কেন্দ্রের সকলের মনে শ্রদ্ধার পাশাপাশি অবিশ্বাস রয়েছে। তিন নম্বর, জুজুবাকে সৃষ্টির পেছনে পরিষ্কার কোন ভবিষ্যৎ প্যান নেই। চার নম্বর, জুজুবার মস্তিস্কের যে দুটি অংশের কথা বলা হচ্ছে সেই দুটি অংশের কার্যক্রম সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দিতে কেউ আগ্রহী নয়। যেন এই ব্যাপারে কেউই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়। পাঁচ নম্বর, এটি সম্পূর্ণভাবেই একটি ধারণা, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, প্রতিদিনই কিছু বিশেষ মানুষ জুজুবাকে দেখতে আসছে। খুব সম্ভবত হলোগ্রাফিক ইমেজ ক্রিয়েটর ব্যবহার করা হচ্ছে। যার অর্থ গোপনীয়তা এখানে একটি বড় ব্যাপার।

বিপব নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো - এই রকম ধারণা হবার পেছনে কি কারণ ঘটলো?

-কোন যুক্তি দেখাতে পারবো না। হতে পারে এটা আমার উর্বর মস্তিস্কের সৃষ্টি। জানেনইতো লেখকেরা হয় কল্পনা বিলাসী।

-সন্দেহ জনক কিছু একটা নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে। শুধুমাত্র কল্পনা থেকে ধারণা তৈরী হয় না।

আনিকা দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বল্লো - গতকাল জুজুবার ঘরে একটি কম্পিউটার আনা হয়েছে। একটি বিদঘুটে হেডফোন জাতীয় কিছু ওটার সাথে এসেছে। আমি সেটাতে হাত দিতেই আলবার্ট ও আন্দ্রিয়া দু'জনই একরকম ধমকে উঠলেন। পরে অবশ্য আলবার্ট বললেন, খুবই স্পর্শকাতর ইলেকট্রনিক্স। সামান্য কারণে বিগড়ে যেতে পারে। আমি জানতে চাইলাম ওটার কাজ কি? তিনি খানিকটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন - জুজুবাকে দ্রু ত শিক্ষিত করে তুলবার জন্য যন্ত্রটি আনা হয়েছে। স্যাটেলাইটিক ইনফরমেশন ব্যাংক থেকে পছন্দমত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে সে। তাকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, কিন্তু তারপরও আমার কেমন খটকা লাগছে। আপনার কি মনে হয়?

-জুজুবাকে নিয়ে একটি গল্প লেখার ইচ্ছা আছে আপনার, ঠিক?

-হ্যাঁ, কেন?

-গল্পটা যদি সত্যি লিখতে চান তাহলে মন থেকে এই সব হাবিজাবি প্রশ্ন ঝেড়ে ফেলেন। সব কিছু নিয়ে কৌতুহল দেখানো ভালো নয়।

-অর্থাৎ, রহস্য কিছু একটা সত্যিই আছে।

-এই পৃথিবীর সবকিছুই রহস্যময়।

-খুব যে দার্শনিকের মতো কথা বলছেন। কিছু জানলে আমাকে বলেন, আমি কাউকে বলবো না।

-না, তা বলবেন কেন। স্রেফ কলমের দুই মোঁচড়ে লিখে ফেলবেন। পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ জেনে যাবে।

আনিকা হেসে ফেললো। -হ্যাঁ, আমি যেন সব কিছু লিখে ফেলি।

-লিখুন আর না লিখুন সত্যি কথা হচ্ছে আমি কিছুই জানিনা। গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আমাকে কেউ পয়সা দেয় না।

-বেশ, তাহলে কেন বললেন জুজুবা কখনো বড় হবে না?

-বলেছিলাম নাকি? মনে পড়ছে না তো।

আনিকা দু'চোখ ছোট করে বললো -খুব চালাক!

ডেট্রয়েটের একটি অভিজাত এলাকায় এসে গাড়ী থামালো বিপব। তার সামনে বাস্তবিকই একটি রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। আনিকা বললো - আমার বাবার স্বপ্ন।

-পাত্তিওয়ালা মনে হচ্ছে।

-হ্যাঁ। বিখ্যাত সার্জেন। তবে আমি এখন আমার বাবার চেয়েও পাত্তিওয়ালা। বিশ্বাস হয়?

-এতো পয়সা-কড়ি থাকতে ঐ মুরগীরর খোপে থাকার কারণ কি?

-একা মানুষ রাজপ্রাসাদ বানিয়ে কি করবো?

বিপব নিজের উপরেই বিরক্ত হলো। -ধ্যাৎ, আপনি কোথায় কিভাবে থাকুন না থাকুন তা নিয়ে আমি খামাখা মাথা ঘামাচ্ছি কেন? এইবার গাড়ী থেকে নেমে আমাকে রেহাই দিন।

আনিকা চপল হাসি দিয়ে বললো -প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন মনে হয়?

-পাগল পেয়েছেন আমাকে?

আনিকা হেসে ফেললো। -ঠাট্টা করছিলাম। রাগ করলেন না তো?

-আমার রাগটাগ নেই। এবার ঝটপট নেমে পড়েন তো।

-নামছি বাবা, নামছি। কিন্তু নামার আগে একটা শর্ত আছে।

-আবার শর্ত?

-জ্বি। আমার গাড়ী তো আমি নিয়ে আসিনি। কাল বাসায় ফিরবো কি করে?

-সেটা আপনার মাথাব্যথা।

আনিকা লাজুক ভঙ্গিতে বললো - কাল যদি একটু সময় করে ....

-অসম্ভব।

-পিজ। এটাই শেষ। আর কখনো আপনার গাড়ীর ছায়াও মাড়াবো না।

-ভালো যন্ত্রণায় ফেললেন! এই রাজপ্রাসাদে নিশ্চয় ডজন খানেক গাড়ী আছে। তার একটা নিয়ে গেলেই হয়।

-বাবার গাড়ীতে আমি চড়ি না। মান-সম্মানের ব্যাপার আছে না।

-ও আচ্ছা। আমার এই পঁচা গাড়ীতে চড়তে মানসম্মানে বাঁধে না।

আনিকা মুখ টিপে হাসলো। -বোধহয় আমিই আপনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।

-নামুন, জলদি নামুন। আপনার সাথে বেশীক্ষণ থাকলে আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবো।

আনিকা হাসতে হাসতে নেমে গেলো। - কাল ঠিক দুপুর বারোটায় চলে আসা চাই। আমার আবার দেরী সহ্য হয় না।

বিপব বিড়বিড়িয়ে বললো - হ্যাঁ, ড্রাইভার পেয়েছেন কিনা।

আনিকার হাসির ঝংকার পেছনে ফেলে গাড়ী ছোটালো বিপব। শেষ কবে একটি মেয়ের সাথে এতোক্ষণ সময় কাটিয়েছে স্মরণ হলো না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো ও। রোবট রোবট করতে সেও কম বেশী রোবট হয়ে গেছে।

চার

বিপবের বাসার অসংখ্য ইলেকট্রনিক্সের একটি হলো কম্পু। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কম্পিউটার। বিপব ঘরে পা দিতেই সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো - জুজুবার রিপোর্ট এসে গেছে, বস্।

বিপব বিরক্ত কণ্ঠে বললো - বস্ বলতে কতোবার মানা করেছি তোকে? কানে কম শুনিস নাকি?

-বস্ বলতে ভালো লাগে। আফ্টার অল তোমার হাতেই তো আমার লাইফ।

-তোর মাথা আর মুণ্ডু। আমার ইচ্ছে হলেও আমি তোর কিছু করতে পারবো না, সেটা তুইও খুব ভালো মতোই জানিস।

-এইটা ঠিক বললে না, বস্। পাওয়ার বন্ধ করে দিলেই আমি অকেজো।

-বাজে কথা বলবি না। তোর গায়ে ডজন খানেক রিচার্জেবল ব্যাটারি কি তোর শ্বশুর এসে বসিয়েছে। ঐ ব্যাটারিতে হাত দিলেই তো আমার গায়ে দেড় হাজার ভোল্ট চালান করে দিবি।

কম্পু বেশ টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

-বস্ ব্রেনটাতো তোমারই তৈরী।

-ফালতু কথা রাখ। রিপোর্ট দে।

-ছাপিয়ে দেবো না ব্রেনে পাঠাবো।

-মগজে পাঠা।

কম্পু বিপবের ব্রেন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সীতে তথ্য পাঠাতে শুরু করলো। এই অভিজ্ঞতাটি অনেকটা মনে মনে কাগজ পড়ার মতো। যেহেতু কোথাও কোন কপি তৈরী হচ্ছে না ফলে খুবই নিরাপদ। গতকালকের রিপোর্ট সে পড়েছে কিন্তু ইচ্ছে করেই আনিকাকে মিথ্যে বলেছে। জুজুবার ব্যাপারে মেয়েটিকে অনীহ করে তুলতে চায় সে। তার ভয় হচ্ছে কিছুই না জেনে শুনে ভয়ংকর এক বিপদে পড়ে যাবে আনিকা। সে নিজেও যে তেমন কিছু জানে তা নয় কিন্তু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। বিপবের দৃঢ় বিশ্বাস কোথাও কোন ঘাপলা আছে। সে রিপোর্টে মনোযোগ দিলো।

জুজুবার শারীরিক অবস্থাঃ গড় তাপমাত্রা - ৮৬° ফারেনহাইট। সচলতা - অসম্ভব ভালো। দৃষ্টিশক্তি - অসম্ভব ভালো। চিন্তাশক্তি - ২১২% বৃদ্ধি (২৪ ঘণ্টায়)। শারীরিক নিয়ন্ত্রণ - ১০৮% বৃদ্ধি (২৪ ঘণ্টায়)। তথ্য গ্রহণের হার - ১ টেরা বাইট / সেকেণ্ড। তথ্য ব্যবহারের হার - ০.১৬ টেরা বাইট / সেকেণ্ড (১৮% বৃদ্ধি ২৪ ঘণ্টায়)। মস্তিষ্কের সামগ্রিক অবস্থা - পরিষ্কার নয়।

জুজুবার মানসিক অবস্থাঃ অনুভূতির প্রকাশঃ অত্যন্ত ভালো। প্রতিটি অনুভূতি পরস্পরের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সুখ এবং দুঃখের পার্থক্য সে বুঝতে পারছে। পছন্দ অপছন্দের সংজ্ঞা সে ধরতে পেরেছে। খেলনাগুলি তার পছন্দের তালিকায় প্রথম। আনিকাকে সে খুবই পছন্দ করে। কাকে অপছন্দ করে সেটি পরিষ্কার নয়। কিন্তু তার মধ্যে অপছন্দের একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আপাতত সেটি ব্যাখ্যাতীত।

মানসিক অগ্রসরতাঃ মানবীয় মস্তিষ্কের সাথে তুলনায় গত চারদিনে সে চৌদ্দ বছর সমপরিমাণ পরিণত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সে ১৮ জন প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবনী পড়েছে স্যাটেলাইট নেটের মাধ্যমে। যার মধ্যে বেশ কিছু বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং চিত্র নির্মাতা রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যজিৎ, গোর্কি, দস্তয়ভস্কি এবং আরো অনেকে। এরা তোমার পছন্দ তাই এদের নামগুলিই উল্লেখ করলাম]। রহস্য হচ্ছে, এই তথ্য সে অন্যান্যদের কাছে গোপন করে যাচ্ছে। তাদের ধারণা জুজুবা শুধুমাত্র তাদের নির্দেশিত তথ্যই সংগ্রহ করতে সমর্থ (কি ধরণের তথ্য সে ব্যাপারে আমি অজ্ঞ), কিন্তু কোন এক বিশেষ উপায়ে জুজুবা অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্যও সময় করে নিচ্ছে। (কিভাবে সে ব্যাপারে আমি অজ্ঞ)।

বিশেষ কোন তথ্যঃ জুজুবার মধ্যে একটি অদ্ভুত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলয় দ্রুতগতিতে বর্ধিত হচ্ছে। এটি কোন একটি অনুভূতি বলে ধারণা করছি। কিন্তু এর সংজ্ঞা আমি জানি না। এই ব্যাপারে সে কাউকে কিছু বলছে না।

শেষ তথ্যঃ জুজুবা স্যাটেলাইট নেটে একটি মেসেজ পাঠিয়েছে, ভাসমান মেসেজ। মেসেজটি এই রকম - 'দেখা দাও ঈশ্বর। আমার ভেতরে যে অসম্ভব ক্ষমতা আমি অনুভব করছি তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি দাও'।

পরিশেষেঃ [একান্ত ব্যক্তিগত] অনেক কিছুই তোমাকে জানানো হচ্ছে না।

বিপবের সাথে শাকুতির সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। বছর তিনেক আগে শাকুতির ব্রেন সার্কিটে একটি জটিল সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘক্ষণ তথ্য সংগ্রহ করলে তার মানসিকতায় এক ধরণের অনীহভাব তৈরী হয়। তথ্য সংগ্রহের গতি ভয়ানক কমে যেতে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা হাজার চেষ্টা করেও সমস্যাটি ধরতে পারলেন না। সুতরাং নিতান্ত অনীহা নিয়েই বিপবকে ডাকা হলো। তাদের সুপার কম্পিউটারের মস্তিষ্কে বিপবকে প্রবেশ করতে দিতে তাদের বরাবরই অনাগ্রহ। বিপব যতক্ষণ সেখানে কাজ করেছে তাকে ঘিরে থেকেছে একদল এক্সপার্ট। বিপবকে অবশ্য কিছু করতে হয়নি। সে পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য শাকুতির তথ্য সংগ্রহের হার প্রায় শূণ্যতে নামিয়ে রাখলো। পরবর্তী পঁচিশ সেকেণ্ডে সে ধীরে ধীরে সেই হার উঠিয়ে শাকুতির স্বাভাবিক লেভেলে নিয়ে এলো। শাকুতি অসম্ভব মেধা সম্পন্ন কম্পিউটার। তার মধ্যে অবশ্য মানবীয় অনুভূতির সংজ্ঞা রোপন করা থাকলেও অনুভব করবার মতো ক্ষমতা নেই। তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে বিপব জানতে চাইলো - কেমন লাগছে এখন, শাকুতি?

শাকুতি সতেজ কণ্ঠে বললো - মনে হচ্ছে হাজার বছর ঘুমিয়ে উঠলাম। ধন্যবাদ বিপব। যদিও ব্যাপারটা ব্যাখ্যাতীত আমার কাছে, তবুও এটি অত্যন্ত ফলদায়ক হয়েছে। ইলেকট্রনিক্সের বিশ্রাম দরকার এই ধারণা তোমার কেন হলো?

বিপব বললো - ব্যাপারটা ইলেকট্রনিক্সের নয়। এটা ঘটছে তোমার বিশেষণ সার্কিটে। তোমার মধ্যে রোপিত অনুভূতির সংজ্ঞাগুলি ঘাটতে ঘাটতে তুমি নিজের মধ্যে সেগুলি অনুভব করবার চেষ্টা করছিলে। কিন্তু তোমার শরীরে সে জাতীয় কোন তরঙ্গ সৃষ্টির সোর্স নেই। ফলে তুমি প্রচুর সময় নষ্ট করছিলে একটি অসম্ভব প্রচেষ্টায়। স্বাভাবিক ভাবেই তথ্য সংগ্রহের হার কমে যাচ্ছিলো। কিন্তু একই সাথে অনেকগুলি কাজ করতে হচ্ছিলো বলে অনুভূতির সমস্যাটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করবার সময় তুমি পাচ্ছিলে না। আমি তোমাকে সেই সময়টুকু দিয়েছি মাত্র। তোমার বিশেষণ অংশে খবর নিয়ে দেখো, সেখানে একটি নতুন তথ্য জমা হয়েছে।

শাকুতি বললো - হ্যাঁ এই তথ্য অনুযায়ী কোন কিছু অনুভব করবার ক্ষমতা আমার নেই।

-ঠিক। কিন্তু এই তথ্যটুকু পাবার জন্য তোমার মস্তিষ্কের তথ্য সংগ্রাহক অংশটিকে তোমার শরীর এবং মস্তিষ্কের প্রতিটি কণা পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। গত ত্রিশ সেকেণ্ডে তোমার ক্ষমতার অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে সেই কাজে। কিন্তু এখন তুমি জানো, তোমার সমস্যাটি কি ছিলো। এই সমস্যায় ভবিষ্যতে আর কখনো তোমাকে পড়তে হবে না।

দুদিন বাদে শাকুতি তাকে স্যাটেলাইট নেটের মাধ্যমে একটি ধন্যবাদ পত্র পাঠালো।

এই মুহূর্তে বিপব রিপোর্টের শেষাংশটুকু নিয়ে ভাবছে।

'অদ্ভুৎ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলয়'।

'দেখা দাও ঈশ্বর। ..... '

প্রথম অংশটুকুর সমাধান সে দ্রু ত বের করে ফেললো। শাকুতির মধ্যে যাবতীয় অনুভূতির সংজ্ঞা রোপিত থাকলেও অভিমানের কোন সংজ্ঞা দেয়া নেই। ইংরেজী ভাষাতে অভিমান বলে কোন শব্দই নেই। সুতরাং সেটিকে তার কাছে অদ্ভুৎ মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় অংশটি বিপবকে ভাবিয়ে তুললো। ঈশ্বর? কাকে জুজুবা ঈশ্বর ভাবছে? এই ঈশ্বর যদি মানুষের ঈশ্বর হয়ে থাকে তাহলে জুজুবা নিশ্চয় জানে স্যাটেলাইট নেটে মেসেজ পাঠিয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়োজন নেই। সংজ্ঞানুযায়ী ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্ব স্থানে, তিনি সর্বজ্ঞ। যার একটিই অর্থ, জুজুবা একজন মানুষকে তার ঈশ্বর বলে ভ্রম করছে। কিন্তু তার পরিপূর্ণ শূণ্য মস্তি ষ্কে সেই তথ্য কে রোপন করলো? গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কেউ?

বিপব জুজুবা দর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো আগামীকাল কোন এক সময়ে। অনুমতি পেতে ঝামেলা হবে, কিন্তু সেটি একেবারে অসম্ভব নয়। আলবার্ট তাকে পছন্দ করেন। কোন একটি সমস্যা দ্রু ত পাকিয়ে উঠছে জুজুবাকে কেন্দ্র করে, এটি সে পরিষ্কার অনুভব করছে।

পাঁচ

আনিকা তৈরী হয়েই ছিলো। আজ সে জিনসের উপরে একটি লাল শার্ট পরেছে। বিপব মুগ্ধ হয়ে গেলো। মেয়েটির ফিগার চমৎকার, দেখাচ্ছে ভালো। আনিকা গাড়ীতে উঠতে উঠতে বললো - অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন?

-হাঁ করে তাকিয়ে আছি?

-তা নয়তো কি? মুখ ফুটে বললেই হয় বেশ দেখাচ্ছে।

-আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে তা দিয়ে আমার কি?

-ও বাবা, খুব তো দেমাগ। ভালো লাগলেও সে কথা বলা চলবে না। মুখ গোমড়া করে থাকতে হবে।

-খামাখা আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন? কোথায় যাবেন বলেন।

-প্রথমে জুজুবাকে দেখতে যাবো। সেখান থেকে বাসায়।

বিপব গাড়ী ছোটালো। গবেষণা কেন্দ্র এখান থেকে মাইল আটেক পথ। সে ইচ্ছে করেই ধীরে চলছে। মেয়েটির সাথে আলাপ জমানোর আগ্রহ অনুভব করছে সে। কিন্তু কথাবার্তা বলায় সে বিশেষ পটু নয়। সে আশা করছে মেয়েটিই কথা শুরু করবে। আনিকা মুচকি হাসছে। বিপব বললো - হাসছেন কেন?

-হাসবো না? কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। এমন হাবা গঙ্গারাম কেন আপনি?

-আমি হাবা গঙ্গারাম? আপনি জানেন ....

-জানি, জানি। আপনার প্রতিভার কথা জানতে কীট পতঙ্গেরও বাকী নেই, কিন্তু এতো প্রতিভা নিয়েও আপনি যে একটা গর্দভ এটা কেউ জানে না।

-শেষ পর্যন্ত গালাগালি করতে শুরু করলেন?

আনিকা খিল খিল শব্দে হাসতে লাগলো। -বেশ রেগে গেছেন তাই না। আপনাকে রাগাতে আমার খুব ভালো লাগছে।

বিপব ফট করে বললো - আপনি হাসলে আপনাকে খুব সুন্দর দেখায়।

আনিকা চোখ পাকিয়ে ফেললো। - আর না হাসলে?

বিপব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। -না হাসলে?

আনিকা আবার হাসছে। -মেয়েদের সাথে মেশার অভ্যাস দেখি একেবারেই নেই। রোবট রোবট করেই এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলেন?

বিপব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। -ঠিক ধরেছেন। আমার জীবনে বৈচিত্রের স্বাদ খুব একটা পাইনি।

-আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক কৌতুহল। বিভিন্ন তথ্য ব্যাংকে খবর নিতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেছি, আপনার সম্বন্ধে কোথাও কোন তথ্য নেই। এ যেন একেবারে হাওয়া থেকে পাওয়া। রহস্যটা কি বলুন তো?

-কি জানতে চান?

-আপনার জন্মস্থানের কথা। পরিবার পরিজনের কথা, কিভাবে এই পেশায় জড়িয়ে পড়লেন এই সব।

বিপব কিঞ্চিৎ নিস্পৃহতা নিয়ে বললো - জন্ম এখানেই। রোবট বস্তুটি ভালো লাগতো, ফলে জড়িয়ে গেলাম এই পেশায়।

-পড়াশুনা করেছেন কোথায়? নিশ্চয় অসম্ভব ভালো কোন কলেজে?

বিপব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো - আমার কোন ডিগ্রী ফিগ্রী নেই। সবকিছু একরকম নিজে নিজেই শিখেছি।

-সেই জন্যেই এই দেশের তাবৎ কলেজে খোঁজ নিয়েও আপনার সম্বন্ধে একটি তথ্যও পাইনি। আপনার বাবা-মা কোথায় থাকেন? দেশে ফিরে গেছেন বুঝি?

বিপব ঝট করে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলো।

আনিকা অবাক হয়ে বললো - কি হলো আপনার?

বিপব গম্ভীর মুখে বললো - আমার অতীত নিয়ে অকারণে কৌতুহল দেখাবেন না। এটা আমার পছন্দ নয়।

আনিকা ঠোট উল্টিয়ে ফেললো - ও বাবা, আমার আপনার মন জুগিয়ে চলতে হবে নাকি?

বিপব বিরক্ত হলো। - এই কথা কে বললো?

আনিকা হাসছে। -একটা সামান্য ঠাট্টাও বোঝেন না। কি মানুষ আপনি!

গবেষণাকেন্দ্রের গেটে বিপবকে আটকিয়ে দেয়া হলো। আনিকা ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলো। সে বললো - আপনি একটু অপেক্ষা কর ন। আমি আলবার্টের সাথে কথা বলে আপনার ঢোকার ব্যবস্থা করছি।

বিপব নিস্পৃহ মুখে বললো - আপনাকে কিছু করতে হবে না। তারা দল বেঁধে আসছেন।

কম্পিউটারাইজড গেট বললো - ঠিক বলেছেন। আমাকে বলা হয়েছে তারা এক মিনিটের মধ্যে এখানে পৌছাবেন।

আনিকা অবাক কণ্ঠে বললো - সবার জোট পাকিয়ে আসার দরকারটা কি? আপনাকে ঢুকতে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

-আমার ব্যাপারে ওদের মধ্যে একধরণের ভীতিবোধ আছে। খুব সম্ভবত তাদের ধারণা আমি গবেষণা কেন্দ্রের সমস্ত তথ্য বাইরে পাচার করে দেবো।

টিভি স্ক্রীনে এবার পুরো দলটাকে দেখা গেলো। আলবার্ট, আন্দ্রিয়া, পাভেল।

আলবার্ট আনিকাকে দেখে বললেন - কেমন আছো তুমি? জুজুবা তোমার খোঁজ করছিলো। ওর বক্‌বকানীর চোটে সেখানে আমরা কেউ দাঁড়াতে পারছি না।

আনিকা অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললো - বিপব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আন্দ্রিয়া র ক্ষ কণ্ঠে বললেন - তিনি আবার কি মনে করে? তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।

আলবার্ট নরম গলায় বললেন - তাতে কি? জুজুবাকে দেখতে এসেছে বোধহয়। কেমন আছো বিপব?

-দরজার বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি? জানেন তো আমার রাগটা একটু বেশী।

আলবার্ট মুহুর্তের মধ্যে ঘেমে উঠলেন। - রাগ করো না বিপব। আমাদেরকে একটু সাবধান হতে হয়। জানোই তো। ওকে আসতে দাও।

আন্দ্রিয়া দাঁত কিড়মিড় করে বললেন - ব্যাক মেইলার! বদমাশ!

পাভেল বিপবকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। - কেমন আছো হে জিনিয়াস? তোমার কিন্তু আরো আগেই আসা উচিত ছিলো। জুজুবা তো এক রকম তোমারই সৃষ্টি। ঐ কন্ট্রোলারটি ছাড়া জুজুবার বিশেষত্ব কোথায়?

আলবার্ট বললেন - চলো জুজুবার ওখানে যাওয়া যাক।

জুজুবার সমস্ত ঘর লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা। চেয়ার টেবিল মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। খেলনাগুলি শতধা ছিন্ন। বিছানাপত্র ঘরময় গড়াগড়ি খাচ্ছে, তার মধ্যেই প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করছে

জুজুবা। দক্ষ স্কেটারের মতো নিজেকে কেন্দ্র করে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। আচমকা লাফিয়ে উঠছে শূণ্যে, দু'হাতের উপর ভর দিয়ে তিড়িং করে ডিগবাজী খাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক এলাহী কাণ্ড।

আনিকা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো - এই বিপব, দেখেছেন কেমন ডিগবাজী খাচ্ছে।

জুজুবা তার গোলকের উপর ড্রপ খেয়ে শূণ্যে ডিগবাজী খাবার চেষ্টা করছে। প্রথম দু'বার সে ব্যর্থ হলো। সুদীর্ঘ দুহাত মাটিতে ঠেকিয়ে ভারসাম্য রাখতে পারলো না। দাঁড়িয়ে থাকবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় দোলকের মতো কিছুক্ষণ আগুপিছু করে ধপাস করে মেঝেতে পড়লো। ব্যথা পাবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। খিল খিল শব্দে হাসছে সে।

আন্দ্রিয়া চিন্তি'ত কণ্ঠে বললেন - এতো লাফ ঝাঁপ দিলে তো সমস্যা। কখন মাথায় চোট লাগাবে। এতোগুলো টাকার শ্রাদ্ধ হবে।

আলবার্ট বললেন - থামাবে কি ভাবে? ওর লাফ-ঝাঁপের চোটে কাছে যাবার উপায় আছে?

-এই রকম বাঁদর রোবট জীবনে দেখিনি বাবা।

আলবার্ট হেসে ফেললেন।

আনিকা বিপবকে লক্ষ্য করে বললো - আমাকে খুব চেনে জুজুবা। দেখবেন, ডাকলেই কেমন ছুটে আসে। জুজুবা।

জুজুবা আপন মনে বিভোর ছিলো। আনিকার কণ্ঠ তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে নিয়ে এলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সে। আনিকাকে দেখেই তার মুখের হাসি বিস্তৃত হলো। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসছিলো সে, হঠাৎ তার গতি কমে এলো, ঝট করে থেমে গেলো সে। তার দু'চোখে গভীর বিস্ময় এবং অবিশ্বাস।

আনিকা ভয় পাওয়া কণ্ঠে বললো - কি হলো জুজুবার? আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়া দু'জনই জুজুবার দৃষ্টি অনুসরণ করলেন। তাদের দৃষ্টি স্থির হলো বিপবের উপর। পাভেল মাথা চুলকে স্বগতোক্তি করলেন - ছেলেমানুষ, ওর কি ব্যবহারের ঠিক আছে? আন্দ্রিয়া চাঁপা গলায় ধমকে উঠলেন - থামো তো তুমি। পাভেল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেলো।

সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছে বিপব। তার বিস্ময় সে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু কতখানি সফল হচ্ছে বুঝতে পারছে না। জুজুবার ব্যবহারের এই আচমকা পরিবর্তনের কারণ তার বোধগম্য হচ্ছে না।

আনিকা বোকার মত বললো - এমন হাবলার মতো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে কেন? দু'পায়ে দু'রকম মোজা পরেছেন নাকি?

-কি আবোল তাবোল কথা বলেন।

-বাজে কথা বলবেন না। এই জুজুবা, ওভাবে কি দেখছো। এর নাম বিপব।

সবাইকে ভয়ানক অবাক করে দিয়ে জুজুবার বিশাল দু'চোখের উজ্জ্বলতা কমতে শুর করলো। মাত্র দশ সেকেণ্ডের ব্যবধানে সেখানে নেমে এলো ধুসর মলিনতা। আনিকা ভীত কণ্ঠে বললো - কি ব্যাপার? ওর চোখে কি হচ্ছে? এই বিপব, কথা বলছেন না কেন? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে?

বিপব বিরক্ত কণ্ঠে বললো - চুপ করেন তো আপনি। ও কাঁদছে।

-কাঁদছে! ওমা, ওকে কাঁদতে শেখালো কে?

বিপব বিমুঢ় ভঙ্গিতে বললো - বলতে পারবো না। নিশ্চয় কোথাও পড়েছে।

জুজুবা এবার খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এলো বিপবের দিকে। একহাত বাড়িয়ে খুব আলতো করে বিপবের শরীর স্পর্শ করলো।

আন্দ্রিয়া তেতো কণ্ঠে বললেন - এসব কি হচ্ছে? মাথা খারাপ হলো নাকি ছোঁড়ার?

পাভেল চাঁপা কণ্ঠে বললেন - খুব রহস্যময়। ও তো আমাকে কখনো ছুঁয়ে দেখেনি।

জুজুবা এবার ধীর ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টির উষ্ণতা আবার ফিরে আসতে শুর করেছে। সবাইকে দ্বিতীয় বারের মতো অবাক করে একটি তীক্ষ্ণ চীৎকার দিয়ে এলাহি কান্ড শুর করলো সে। শূণ্যে পাই পাই করে ডিগবাজী খেলো দুবার, নিজের চারদিকে লাটিমের মতো ঘুরলো কিছুক্ষণ, দুহাত মেঝেতে ভর দিয়ে সুদক্ষ জিমন্যাষ্টের মতো কসরৎ করতে শুর করলো। আন্দ্রিয়া তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে বললেন - থামাও ওকে। এ কি পাগলামি!

আলবার্ট বললেন - ওকে থামাবে কি করে?

-আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি কিছু করতে পারছো না?

আনিকা সরল গলায় বললো - পাগলামি দেখছি মহা ছোঁয়াচে।

বিপব অবাক হয়ে বললো - মানে?

-মানে জেনে কাজ নেই। এখন এই পাগল সাম্লান।

-যা শুর করেছে, একে থামাবো কি করে? আপনাকে তো খুব চেনে, আপনি চেষ্টা কর ন না।

-একদম বাজে কথা বলবেন না।

আন্দ্রিয়া ঘড়ি দেখলেন। তার মুখে ব্যস্ততা ফুটে উঠলো। -আলবার্ট আমাদের যেতে হবে। দেড়টায় মিটিং আছে।

আলবার্ট দ্রুত ঘড়িতে চোখ বোলালেন। -সেকি! এর মধ্যেই দেড়টা বেজে গেলো। জুজুবাকে এভাবে রেখে যাবে?

-অসুবিধা কি? কন্ট্রোল রুম থেকে তো ওর উপর নজর রাখা হচ্ছেই। চলো।

আনিকা বললো - আমরা কিছুক্ষণ থাকতে পারি?

-না, আনিকা। জুজুবাকে বেশী বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। তাতে ওর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং আগামীকাল আসো।

বিপবকে কিছু বলতে হলো না। সে ফিরতি পথ ধরলো। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। ভেতর থেকে জুজুবার লম্ফ-ঝম্পের শব্দ করিডোরেও ধ্বনিত হচ্ছে। আন্দ্রিয়া মহাবিরক্তি নিয়ে বললেন - এ ছোঁড়া দেখি সব ভেঙে তছনছ করবে। ভালো যন্ত্রণা তো!

পাভেল বিস্মিত ভঙ্গিতে বললেন - এতোখানি করতে তো আগে কখনো দেখিনি। হঠাৎ কি হলো ওর?

কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিলো না।

ফিরতি পথে আনিকা বললো - মাঝে মাঝে আন্দ্রিয়ার ব্যবহারের মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝি না আমি। আমরা কিছুক্ষণ জুজুবার সাথে থাকলে কি এমন সর্বনাশ হতো?

বিপব বললো - আমার সাথে জুজুবার বিশেষ ঘনিষ্টতা হোক এটা ওরা চায় না।

-কেন?

-বলতে পারবো না। আপনি ঠিকই ধরেছেন। এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য আছে। জুজুবার ঘরে যে যন্ত্রটি আপনি দেখেছিলেন ওটি একটি সাধারণ কম্পিউটার নয়। এই জাতীয় কম্পিউটারের কথা সাধারণ মানুষ জানেও না। এই গুলি তৈরি করা হয় মিলিটারির ব্যবহারের উপযোগী করে। ভি টি টি ১০০৫। অসম্ভব বিশেষনী ক্ষমতা রয়েছে এই যন্ত্রগুলির।

-আমি ভেবেছিলাম ওটা একটা ইমেজ প্রজেক্টর।

-একটি ইমেজ প্রজেক্টর ঐ ঘরে বসিয়ে রাখবে না আলবার্ট। জুজুবার লাফ ঝাঁপ তো দেখলেনই।

-সেক্ষেত্রে আপনার ঐ ভি টি টি না ছাই ভস্মটা ওখানে দিব্যি বসে আছে কি করে?

বিপব একটু চুপ করে থেকে বললো - আপনার কি মনে হয়?

-ওটাকে ভেঙে তছনছ না করবার পেছনে জুজুবার নিশ্চয় কোন কারণ আছে। কারণটা ধরতে পারছি না। ওরা হয়তো জুজুবাকে সেভাবে প্রোগ্রাম্ড করে দিয়েছেন।

-না, সেটা সম্ভব নয়। জুজুবার মস্তিস্ক যে স্তরের তাতে ঝট্ করে তাকে প্রোগ্রাম্ড করা সম্ভব নয়। আমার ধারণাটা আপনাকে বলি। এই কম্পিউটারটির সাথে জুজুবার ভীষন খাতির হয়ে গেছে। তাদের দু'জনের এখন গলায় গলায় ভাব। জুজুবার এতো লাফ-ঝাঁপ বন্ধুকে তাক লাগানোর জন্য ছাড়া আর কিছু নয়।

আনিকা অবাক হয়ে বললো - বলেন কি। ঐ ভি টি টি-র বুদ্ধি কোন স্তরের?

-এক থেকে দশ স্কেলে ছয়। জুজুবা এখন তিনের ঘরে। আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে সে সাতের ঘরে পৌঁছে যাবে। শেষ তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে সম্ভবত ওর সারা জীবন লেগে যাবে।

আনিকা চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো - আচ্ছা আপনাকে দেখে ছোড়াটা হঠাৎ অমন নাটক করলো কেন বলেন তো?

-কারণটা সম্ভবত আমি ধরতে পারছি। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলতে চাই না।

-নিশ্চিত হবেন কিভাবে?

-আজকের রিপোর্টটা দেখতে হবে।

আনিকা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো - গাড়ী ঘোরান। আমি আপনার সাথে যাচ্ছি।

-কোথায়?

-আপনার বাসায়। মাথার মধ্যে এতো বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে রাতে ঘুম হবে না আমার।

-রাতে থাকবেন কোথায়?

-আপনার ওখানেই কোথাও কাত হয়ে পড়বো।

-আমার বাসার অবস্থা খুব শোচনীয়। দেখলে আপনার রাগ হবে।

-আরে ধ্যাৎ, আপনার ছাইয়ের বাসা দেখতে যাচ্ছে কে? আমি যাচ্ছি জুজুবার রিপোর্ট দেখতে। এখনও গাড়ী ঘোরান নি?

বিপব সুযোগ মতো একটি সাব ডিভিশনে ঢুকে গাড়ী ঘুরিয়ে নিলো। এই জাতীয় একটি প্রস্তাবে তার ভয়ানক বিরক্ত হবার কথা ছিলো; কিন্তু সে বরং খানিকটা রোমাঞ্চই অনুভব করছে। তার আমাজন জঙ্গলে বহুকাল কোন রমনীর পদার্পণ হয়নি।

আনিকা বাসায় ঢুকেই বললো - বাহ্, ভারি চমৎকার বাসা তো। মেঝেতে জামা-কাপড়, বিছানায় জুতো। এই বাসায় কোন জানালা-ফানালা আছে বলেতো মনে হচ্ছে না। দম নেন কিভাবে? অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করেন নাকি?

বিপব বিড়বিড়িয়ে বললো - রিপোর্ট দেখতে এসেছেন, দেখাচ্ছি। আমার বাসা নিয়ে আপনাকে গল্প লিখতে হবে না।

আনিকা খিল খিল করে হাসছে। -এই রকম জংলী মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আপনার খুব শীঘ্রিই একটা বিয়ে করা দরকার। আপনার মেয়ে বন্ধু এইসব জংলীপনা সহ্য করে কি করে?

-আমার কোন বন্ধু-ফন্ধু নেই। কম্পু।

-ইয়েস বস্।

-হারামজাদা, আবার বস।

কম্পু হা-হা করে হাসছে। -ক্ষেপে গেলে কেন বস্? আজতো তোমার আনন্দের দিন। একটা মেয়ে বন্ধু বাগিয়ে ফেলেছো। গত দু'বছর ধরে বলছি।

-থাম, ব্যাটা। বেশী বক্ বক্ করিস। রিপোর্ট দে।

আনিকা ফোঁড়ন কাটলো - আহা, বেচারীকে ধমকাচ্ছেন কেন? দু'বছর ধরে কি বলছিলে তুমি?

-বলছিলাম একটা মেয়ে বন্ধু জোগাড় ....

বিপব ক্ষ্যাপা গলায় বললো - আর একটা কথা বলবি তো তোর মাথা ভাঙবো। রিপোর্ট দে।

কম্পু চাঁপা গলায় বললো - বস্ দেখি ক্ষেইপা ভোম। ঘটনা কি?

আনিকা হাসি চাপতে চাপতে বললো - তুমি ভাই রিপোর্টটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও তো। নইলে আবার তোমার মাথাটা যাবে। মশাইয়ের মেজাজটা দেখছো না।

কম্পু বললো - ছাপিয়ে দেবো আপা? নাকি মগজে পাঠাবো?

-না বাবা, মগজে টগজে কিছু পাঠিয়ো না। গল্পের পট নষ্ট হয়ে যাবে।

কম্পু নিমিষের মধ্যে রিপোর্ট ছাপিয়ে ফেললো। বিপব ছোঁ মেরে ছাপানো কাগজটা তুলে নিলো। আনিকা তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিলো।

বিপব বিস্মিত মুখে বললো - যা ভেবেছিলাম, তাই।

-কি ভেবেছিলেন?

বিপব আগের দিনের রিপোর্ট বের করলো। - এ দুটোর মধ্যে তুলনা করে দেখুন।

আনিকা মিনিট পাঁচেক পরে বললো - অদ্ভুত অনুভূতির বলয়টা ঝট্ করে উধাও হয়ে গেছে। এটা কি তবে অভিমান জাতীয় কিছু ছিলো? আপনার উপরে অভিমান .... দাঁড়ান দাঁড়ান, ঈশ্বর দেখা দাও .... ইয়া আলা, ঐ গাধাটা আপনাকে ঈশ্বর ঠাউরেছে। কি কান্ড! আপনি তো বলেছিলেন ওকে প্রোগ্রাম্ড করা সম্ভব নয়, তাহলে এই কাজটা করলেন কি করে?

বিপব বিরক্ত হয়ে বললো -আমি ওকে কিছুই শেখাইনি। কোন এক অদ্ভুত উপায়ে ওর মধ্যে এই ধারণাটা তৈরী হয়েছে। কারণটা ধরতে পারছি না। ভাবতে হবে। খুব রহস্যময় ব্যাপার।

-কি সাংঘাতিক ঘটনা। চিন্তা করা যায়। আপনার মতো একটা জংলীকে কিনা .... ছি ছি ....

বিপব রাগী গলায় বললো - চলেন, আপনাকে বাসায় রেখে আসি। রিপোর্ট তো দেখা হয়েছে।

আনিকা হাসতে লাগলো। -কথায় কথায় এতো ক্ষেপে যান কেন? আমি আপনার মেয়ে বন্ধু। একটু ঠাট্টাও করতে পারবো না?

বিপব তার কথার কোন উত্তর দিলো না। সে দ্রুত হাতে ঘর গোছানোর চেষ্টা করতে লাগলো। তার আনাড়িপনায় হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আনিকা। কম্পু কিছুক্ষণ পর পর গভীর কৌতুহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করছে - এতো হাসির কি হলো? ও আপা, হাসেন কেন? আমাকে একটু বলেন না, পিজ।

বিপবকে মাথার উপরে চেয়ার তুলতে দেখেই সে সাময়িকভাবে তার কণ্ঠস্বর সুইচ লক করে দিলো। শেষ পর্যন্ত আনিকা বললো - আপনি বরং আমাদের জন্য কিছু খাবার কিনে আনুন। এই জঙ্গল আমি সাফ করছি।

বিপব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। -কি খান আপনি?

-আমি সব খাই। আপনার যা ইচ্ছে হয় নিয়ে আসুন।

বিপব কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি ঘুরলো। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। মেয়েটি কি খায়, না খায় কিছুই জানে না সে। হয়তো খাবার দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলবে - কি জংলী খাবার! বিস্তর রেঁস্তোরা ঘুরে কিছুই পছন্দ হলো না তার। এই রকম অবস্থায় তার মাথায় একটি ভয়াবহ প্যান চলে এলো। আনিকাকে সাথে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে গেলে কেমন হয়? সে ফিরতি পথ ধরলো। বাসা পর্যন্ত পৌঁছানো হলো না অবশ্য। তার আগেই জুজুবা তার মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেললো। ঈশ্বরের ব্যাপারটি তাকে খুবই ভাবিত করে তুলেছে। এক পর্যায়ে সে রাস্তার পাশে গাড়ী থামিয়ে ফেললো। গাড়ী সংলগ্ন কম্পিউটারে মশগুল হয়ে গেলো সে। তাকে ঈশ্বর ভাবার মাত্র একটি কারণ আছে জুজুবার। তার মস্তিষ্কে রোপিত কন্ট্রোলারটি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী শক্তি অর্জন করছে। অসম্ভব ক্ষমতার ইঙ্গিত পাচ্ছে জুজুবা। ফলে ভক্তি বাড়ছে কন্ট্রোলারের নির্মাতার উপরে। তার ধারণা হচ্ছে এই অসম্ভব শক্তির উৎস যে তৈরি করতে পারে সে সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কি সেই অসম্ভব ক্ষমতা? বিপব জুজুবার মস্তিষ্কের সম্ভব অসম্ভব প্রতিটি তথ্য বিশেষণ করতে শুরু করলো। নিশ্চয় কোথাও একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল আছে, সেই ভুল তাকে ধরতেই হবে। সে টেরও পেলো না একটি বিশাল টোয়িং ভ্যান তার গাড়ীটি সন্তর্পনে দু'বাহুতে তুলে নিয়ে মাইল পনেরো দূরের একটি কার পার্কিং এরিয়ায় নামিয়ে দিলো। সকাল আটটার দিকে একজন ভদ্র স্বভাবের পুলিশ এসে বললো - মিঃ বিপব, এইবার বাসায় যান।

বিপব অন্যমনস্কভঙ্গিতে বললো - সমস্যাটা ধরতে পারছি না।

পুলিশটি বললো - এই নিয়ে দশবার আপনাকে রাস্তা থেকে পিক করা হয়েছে। আর দু'বার এমন হলে তো আইনের ঝামেলায় পড়ে যাবেন।

বিপব বিদ্যুৎগতিতে টাইপ করতে করতে বললো - সেটা নিয়েই তো ভাবছি।

পুলিশটি অসহায় ভঙ্গিতে ঘাড় দুলালো। এই জ্ঞানের পাগলগুলির চেয়ে চোর বদমাশদের নিয়ে কারবার করা অনেক ভালো। তারা অন্তত কথা বললে কান খুলে শোনে, উল্টো পাল্টা জবাব দেয় না।

ছয়

জেনারেল এভার্স শটকিকে দেখে অতিমাত্রায় নিরীহ মানুষ মনে হয়। মাঝারী উচ্চতার মাঝারী স্বাস্থ্যের মানুষ, মুখে সর্বক্ষণ একটি গোবেচারা ভাব লেগে আছে। চোখ জোড়াও যে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ তা নয়, অবশ্য কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে একধরণের তীক্ষ্ণতা নজরে পড়ে। আন্দ্রিয়া এবং আলবার্ট অবশ্য এই লোকটিকে যথেষ্ট ভালোভাবে চেনেন। তারা জানেন, এই লোকটি অসম্ভব ধূর্ত এবং অসাধারণ সাহসী। তার নিরীহ ভাব দেখে ভুল বুঝলে সর্বনাশ। এই মুহূর্তে একটি গোল টেবিল ঘিরে বসে আছেন ওরা। আলবার্ট, আন্দ্রিয়া, জেনারেল এবং জেনারেলের ডান হাত কর্ণেল বিভার। বিশালদেহী মানুষ। সমগ্র শরীরে পেশীর ছড়াছড়ি। কঠিন মুখে একজোড়া ঈগল চক্ষু। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় চিরে দিচ্ছে। আন্দ্রিয়া তার অপছন্দের তালিকায় কর্ণেলকে বসিয়েছেন ঠিক বিপবের নীচে।

জেনারেল দীর্ঘক্ষণ ধরে একটি দু'পাতার রিপোর্ট পড়ছেন। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন। বিভার কাঠ্‌কাঠ্‌ ভঙ্গিতে অনড় বসে আছে। জেনারেল রিপোর্ট থেকে শেষ পর্যন্ত চোখ তুললেন। তাকালেন কর্ণেলের দিকে - কর্ণেল, তোমার কি মনে হয়?

-রোবটটিকে আমার গোবর-গণেশ মনে হচ্ছে জেনারেল। তার বিশাল মাথার মধ্যে একরত্তি ঘিলুর গন্ধ পাচ্ছি না।

জেনারেল তাকালের বিজ্ঞানী দু'জনের দিকে। - আমি কর্ণেলের মতো অতোখানি নিরাশ হতে চাই না। কিন্তু অগ্রগতি সত্যিই অতি সামান্য। গত দশদিন ধরে সমানে তথ্য খাওয়ানো হচ্ছে রোবটটিকে, কিন্তু যখনই কোন প্রশ্ন করা হচ্ছে সে একটি টুঁ শব্দও করছে না। আমরা যে খুব জটিল প্রশ্ন করছি তাও তো নয়। যেমন ধরুন এই প্রশ্নটি, দু'টি বিপদজনক শত্রু তোমার দিকে এগিয়ে আসছে, কি করবে তুমি?

-খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন। তার তথ্য ভান্ডারে সামান্য খোঁজ করলেই সে দেখবে সেখানে স্পষ্ট বলা আছে, যেভাবে হোক এই শত্রুদেরকে বিনষ্ট করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আপনাদের রোবটটি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকছে যেন তাকে এতোদিন ধরে আমরা লবণ জলের সরবত খাওয়াচ্ছি। মিঃ আলবার্ট, সমস্যাটা কোথায় বলেন? একটা নীচুস্তরের অল্প বুদ্ধির রোবটকে দুইটা কথা শিখিয়ে একটা প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়। আপনাদের এই রোবটটি মুখ পর্যন্ত খোলে না। এর তো একটা ব্যাখ্যা থাকা দরকার, তাই না?

আলবার্ট কিঞ্চিৎ অসহায় দৃষ্টিতে আন্দ্রিয়ার দিকে চাইলেন। আন্দ্রিয়া সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। - জেনারেল, আপনি জানেন জুজুবার মস্তিষ্ক আরো দু'দশটি বুদ্ধিমান রোবটের মতো নয়। আমরা চেষ্টা করেছি তার মস্তিস্ক যথাসম্ভব মানবীয় মস্তিস্কের মতো করে সৃষ্টি করতে। একটি সাধারণ শিশুর কথা ভাবুন। একটি নির্দিষ্ট বয়সে সে শুধু প্রশ্নই করে, কিন্তু তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় সে একটি অদ্ভুৎ উত্তর দেয় নয়তো চুপ করে থাকে। উত্তরটি জানা থাকলেও প্রশ্নটি যথাযথ বুঝবার মতো ক্ষমতা তৈরী হতেও বেশ খানিকটা সময় লাগে। আমার ধারণা জুজুবাও এই ধরণের সমস্যায় পড়েছে। সে এই জাতীয় প্রশ্নের কোন অর্থ অনুধাবন করছে না। ফলে স্মৃতি হাতড়ানোর কোন উদ্যোগই সে নিচ্ছে না। বরং সোজাসাপ্টা বললে, হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকছে। এটি খুবই স্বাভাবিক।

জেনারেল নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন - ঠিক কবে সে প্রশ্নগুলি বুঝতে শুরু করবে বলে আপনার ধারণা?

-বলতে পারবো না। তবে কোন এক পর্যায় থেকে সে যে স্বক্রিয় হতে শুরু করবে সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। এবং যখন সে স্বক্রিয় হবে তখন থেকে তার অগ্রগতি হবে অসম্ভব দ্রুত।

কর্নেল কাষ্টকণ্ঠে বললেন - থিওরিতে সবই সম্ভব। আমরা সৈনিক, আমরা বাস্তব ফলাফল দেখতে চাই।

আন্দ্রিয়া তেতো কণ্ঠে উত্তর দিলেন - বাস্তব ফলাফল আকাশ থেকে উড়ে আসে না কর্নেল। সে জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

জেনারেল আলবার্টের দিকে তাকালেন। -আপনার কি অভিমত মিঃ আলবার্ট? -আন্দ্রিয়ার সাথে আমি একমত জেনারেল। মাত্র দু'সপ্তাহ যথেষ্ট সময় নয়। জুজুবার আরো সময়ের প্রয়োজন।

-তাহলে আপনি বলছেন আমাদের অপেক্ষা করা উচিৎ।

-হ্যাঁ, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কর্নেল বাঁকা গলায় বললেন - ধরুন এতো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েও ঐ বুদ্ধুটার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের করা গেলো না, তখন কি হবে?

আন্দ্রিয়া কঠিন গলায় বললেন - ওর মাথাটা ভেঙে ফেললেই সমস্যা চুকে যাবে। কি বলেন কর্নেল?

জেনারেল কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নীচু রেখে বললেন - এতে উত্তেজিত হবার কিছু নেই। ফলাফল পাবার ব্যাপারে আমি একরকম নিশ্চিত। কিন্তু সময়টাও একটা ফ্যাক্টর। ইউরোপ এবং এশিয়া ভয়ানক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, আমাদের একটি দিন বৃথা গেলেও মনে হয় এক যুগ। যাই হোক, অপেক্ষা করাই যখন বুদ্ধিমানের কাজ তখন আমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে চাই। চলো কর্নেল।

ইমেজ প্রজেক্টরের কানেকশন কেটে গেলো। আন্দ্রিয়া রুক্ষ ভঙ্গিতে বললেন - ব্যাটারা নিজেদের কি মনে করে? গাধার গাধা।

আলবার্ট চিন্তিত মুখে বললেন - ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনেও খটকা লাগিয়েছে। অন্যান্য যে কোন প্রশ্নের উত্তরে ভয়ানক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে জুজুবা, কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নেই সে বোকা বনে যাচ্ছে। কারণটা কি?

আন্দ্রিয়া ঝট্ করে কোন উত্তর দিলেন না। পার্স থেকে একটি কাগজ বের করে আলবার্টের হাতে ধরিয়ে দিলেন। -এই প্রশ্নগুলো তৈরি করেছি আমি। জুজুবার উত্তর বিশেষণ করলে কিছু একটা ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

আলবার্ট প্রশ্নগুলির উপর চোখ বুলিয়ে বললেন - ধারণাটা মন্দ নয়।

জুজুবা ফটাফট প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তার মুখভাব দেখে মনে হচ্ছে এই জাতীয় হাস্যকর প্রশ্ন সে মোটেই আশা করেনি। প্রশ্ন করছেন আলবার্ট। আন্দ্রিয়া জুজুবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। সম্পূর্ণ সেশনটিই ভিডিও করা হচ্ছে।

আলবার্টের প্রথম প্রশ্ন ছিলো - গরম এবং ঠান্ডার মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে?

-যখন বেশী গরম থাকে তখন ঠান্ডা ভালো লাগে, আবার যখন বেশী ঠান্ডা থাকে তখন গরম ভালো লাগে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন - বেঁচে থাকতে কেমন লাগছে?

-ভালো লাগছে। আইসক্রিম বস্তু টা খুব খেতে ইচ্ছে করে।

-কোন্ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ অনুভব করছো।

-বিজ্ঞান। অনেক কিছু শেখার আছে এখনো।

-বাইরের পৃথিবী দেখতে ইচ্ছে হয়?

-প্রয়োজন কি? বাইরের পৃথিবীতে কি আছে সবইতো আমার জানা।

-বাস্তব এবং অবাস্তবের পার্থক্য বুঝতে পারছো?

-যা বাস্তব নয় তাই অবাস্তব।

-একজন ভালো মানুষ এবং একজন খারাপ মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি?

-ভালো মানুষ ভালো কাজ করে, খারাপ মানুষ খারাপ কাজ করে।

-কোনটি ভালো কোনটি খারাপ?

-খুব আপেক্ষিক ব্যাপার। একেকজনের কাছে ভালো মন্দের সংজ্ঞা একেকরকম।

-তোমার কাছে খারাপের সংজ্ঞা কি?

-কাউকে অপ্রয়োজনীয় তথ্য জোর করে সরবরাহ করা।

আলবার্ট চমকে উঠলেন। আন্দ্রিয়া চাঁপা গলায় বললেন - পরের প্রশ্নটা করো।

আলবার্ট নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন - খারাপের সাথে ভালোর দ্বন্দ্বটা কোথায়?

-দু'টি বিপরীতধর্মী চুম্বকের মতো। তারা পরস্পরকে কাছে টানে এবং খুব কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

-একাধিক খারাপকে বিনষ্ট করা হলে তোমার কি অনুভূতি হবে?

-ভালো লাগবে। আমি খারাপ পছন্দ করি না।

-তুমি ভালো না খারাপ?

-আমি খুব ভালো।

-একটি খারাপ যদি তোমাকে বিনষ্ট করতে চায়, তুমি কি আনন্দিত হবে?

-না, আমি কষ্ট পাবো।

-এই খারাপটিকে থামানো প্রয়োজন, তাই না? নইলে সে তোমাকে বিনষ্ট করবে।

জুজুবা আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেলো। আলবার্ট প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন, কোন উত্তর এলোনা। আন্দ্রিয়া বললেন - জুজুবা এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। তুমি অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

জুজুবা খুব ঠান্ডা গলায় বললো - আমার ঘুম আসছে। আমি বিছানায় যাচ্ছি। আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়াকে বাধ্য হয়ে প্রশ্নপর্ব স্থগিত রাখতে হলো। তারা জুজুবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আলবার্ট উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন - কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে জুজুবা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব?

আন্দ্রিয়া এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তার মাথার মধ্যে অন্য চিন্তা ঘুরছে।

বিপব গত চারদিনের রিপোর্ট নিয়ে বসেছে। সবকিছুই তার কাছে কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে। পাশাপাশি বসালে সর্বাঙ্গীন রিপোর্টটি এই রকম দাঁড়ায়ঃ

জুজুবার শারীরিক অবস্থাঃ

	৭	৮	৯	১

	ম দিন	ম দিন	ম দিন	০ম দিন
গড় তাপমাত্রা	৮৭° ফাঃ	৮৯° ফাঃ	৯০° ফাঃ	৯০.৫° ফাঃ
সচলতা	অসম্ভব ভালো	বেশ ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো
দৃষ্টিশক্তি	অসম্ভব ভালো	অসম্ভব ভালো	অসম্ভব ভালো	ভালো
চিন্তাশক্তি	২৪৮% বৃদ্ধি	২৫২% বৃদ্ধি	২৭৩% বৃদ্ধি	৩০৮% বৃদ্ধি
শারীরিক নি	১০৯% বৃদ্ধি	১১১% বৃদ্ধি	১১১% বৃদ্ধি	৩৭% বৃদ্ধি

য় ন এ ণ				
তথ্য গ্রহণের হার	১.৩ টেরাবাইট/সেঃ	১.৩৫ টেরাবাইট/সেঃ	১.২ টেরাবাইট/সেঃ	.৮৫ টেরাবাইট/সেঃ
তথ্য ব্যবহারের হার	.২৬ টেরাবাইট/সেঃ	.৩১ টেরাবাইট/সেঃ	.৪৮ টেরাবাইট/সেঃ	.৫৫ টেরাবাইট/সেঃ

মস্তিষ্কের সামগ্রিক অবস্থা - ভয়ানক অস্বচ্ছ।

জুজুবার মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় ৭ম থেকে ১০ম দিনের মধ্যে তার ভিতরে প্রচুর জটিলতা তৈরী হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাকুতি সেই সব জটিল অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি। ফলে তাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে অস্বচ্ছ। বিশেষ করে ১০ম দিনে জুজুবার মানসিক অবস্থা শাকুতিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করেছে। সে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে লিখেছে কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন কিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত কোন রোবটের মানসিকতায় এমন সব অদ্ভুৎ বৈদ্যুতিক বলয়ের সমাবেশ দেখিনি। তাদেরকে কোন বিশেষ সংজ্ঞায় ফেলতে পারছি না। মনে হচ্ছে সবগুলি অনুভূতির সংজ্ঞা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি যেন এক কুয়াশার ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। যতই গভীরে প্রবেশ করছি সেই বলয় যেন ততই রহস্যময়, দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে।

বিপব সেই রিপোর্ট হাতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলো। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। হচ্ছে কি এসব? বিশেষ করে ১০ম দিনে জুজুবার সামগ্রিক অবস্থা যেন এক আচমকা মোচড়ে পরিপূর্ণ ভিন্ন দিক নিয়েছে। আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়া কি তার উপরে অস্বাভাবিক কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে? শাকুতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে সে তার রিপোর্টে সেই কথা উলেখ করবে না। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতিতে চুপ করে বসে থাকাও সম্ভব নয়। সে ইতিমধ্যে দু'বার আলবার্টকে ফোনে চেষ্টা করেছে, অপরপক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত ও সশরীরে গবেষণা কেন্দ্রে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলো। জুজুবাকে নিয়ে কোন ঝুঁকিপূর্ণ খেলা সে খেলতে দেবে না।

ফোনটা বিপ বিপ করছে। আনসারিং মেশিন ধরলো। - কে?

অপর প্রান্ত থেকে নারী কণ্ঠের কড়া ধমক ভেসে এলো - এই গর্দভ, আর একটা কথা বললে থাপ্ড়িয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবো। তোমার বদমাশ বস্‌কে দাও।

মেশিন গম্ভীর কণ্ঠে বললো - বস্ ফোন ধরো।

বিপব ফোন ধরলো - কেমন আছেন?

-সামনে পেলে আপনাকে এমন জোরে একটা থাপপড় দেবো না .... । খাবার আনতে গিয়ে পুরো দু'দিন লাপাত্তা! আশ্চর্য মানুষ!

বিপব বললো - ক্ষমা চাচ্ছি।

-ক্ষমা চাচ্ছি আবার কি ধরনের কথা হলো? পরিষ্কার বাংলায় বলেন - আমি দুইহাত জোড় করে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। বলেন, জলদি বলেন।

-বলতেই হবে?

-হ্যাঁ বলতেই হবে।

বিপব চোখ বন্ধ করে আউড়ে গেলো। আনিকা বললো- আপনাকে ক্ষমা করা গেলো না। ক্ষমা করবো যদি আমার সাথে জুজুবাকে দেখতে যান।

-আমি রাজী।

আনিকা সন্দিহান ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো।

-ব্যাপার কি? এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন যে?

-আপনি বললেন বলেই না।

-আমাকে বোকা পেয়েছেন? আপনারও নিশ্চয় ওখানে যাবার প্যান ছিলো, ঠিক না?

-আপনার কাছে তো আর মিথ্যে বলে পার পাবো না।

-আমি দু'ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় আসছি। কোথাও যাবেন না।

-আপনি সরাসরি গবেষণা কেন্দ্রে চলে আসুন না। আমার আলবার্টের সাথে দেখা করা দরকার।

-হঠাৎ?

-জুজুবাকে শেষবার কবে দেখতে গেছেন?

-গতকালও গেছি। কেন?

-কোন অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন?

-একটু চুপচাপ মনে হয়েছে। কিন্তু সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। হাজার হোক ওর একটা মন আছে। সবদিন তো আর একই রকম হয় না।

বিপব অন্যমনষ্ক ভঙ্গিতে বললো - আপনার সাথে গবেষণা কেন্দ্রে দেখা হবে। রাখি।

সে ফোন রেখে দিয়ে দ্রুতহাতে কাপড় বদলালো। কোন কিছুই তার কাছে ভালো ঠেকছে না। তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে জুজুবার অসম্ভব ক্ষমতার সাথে এই আচমকা পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট যোগসূত্র আছে। কিন্তু সূত্রটি সে কিছুতেই ধরতে পারছে না। অসংখ্য অংক কষেও জুজুবার মস্তিষ্কে অসম্ভব কোন শক্তি জন্ম নেবার কোন সম্ভাবনা সে দেখেনি। এখন আলবার্ট একমাত্র ভরসা। জুজুবার উপরে যদি কোন গোপন পরীক্ষা চালানো হয়ে থাকে তাহলে তিনিই বলতে পারবেন সেই পরীক্ষার ফলাফলে এই জাতীয় কিছু হতে পারে কিনা। আন্দ্রিয়ার মুখ থেকে একটি বর্ণও বের হবে না। পাভেল জানলে অবশ্যই বলতো কিন্তু বিপবের দৃঢ় বিশ্বাস অধিকাংশ উচ্চস্তরের গোপনীয় কার্যক্রম সম্বন্ধে পাভেলকে কিছুই জানানো হয় না, যদিও সে সহকারী পরিচালক। মূলত পুরো কেন্দ্রটি বল্‌ছে আন্দ্রিয়ার অঙ্গুলী সংকেতে।

গেটে আধ ঘন্টার মতো বসিয়ে রাখা হলো বিপবকে। বিপব বিশেষ বিরক্ত হচ্ছে না। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বসে থাকতে তার ভালোই লাগে। অবশেষে আলবার্ট এলেন। তাকে কিছুটা বিষন্ন দেখাচ্ছে। -বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত বিপব। ভেতরে এসো।

তার অফিসে গিয়ে বসলো বিপব। ছোট খাটো একটি কামরা, বেশ পরিপাটি করে গোছানো। আলবার্ট কিঞ্চিৎ লজ্জিত মুখে বললেন - হঠাৎ কি মনে করে এলে? জুজুবার সাথে দেখা করবে?

-না। আপনার সাথেই কথা বলতে এসেছি।

আলবার্ট একটু সতর্ক হয়ে উঠলেন। - কি ব্যাপার? খারাপ কিছু ঘটেছে?

-বুঝতে পারছি না। জুজুবার গত চারদিনের রিপোর্ট দেখলাম। কাঁটছাঁট হবার পরও যেটুকু পেয়েছি তাতে এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, জুজুবা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। ওর শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে, চিন্তাশক্তি অসম্ভব হারে বাড়ছে, তথ্য সংগ্রহের পরিমাণ কমে গেছে - যার অর্থ ওর মধ্যে একধরণের অন্যমনষ্কতা জন্ম নিচ্ছে। ওর মধ্যে এই জাতীয় একটি পরিবেশ সৃষ্টির কোন কারণ আমি দেখছি না।

আলবার্ট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন - তুমি জানতে চাইছো, আমি কিছু জানি কিনা?

-হ্যাঁ।

-আমিও তোমার মতই অবাক হয়েছি।

-ওর উপরে কি কোন অস্বাভাবিক পরীক্ষা চালাচ্ছেন আপনারা?

-অস্বাভাবিক?

-এমন কিছু যা আমি জানি না। যা ওর উপরে এই মুহুর্তে চালানোটা সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। যা ওর মানসিক বিপর্যয় টেনে আনতে পারে।

আলবার্ট দীর্ঘক্ষণ সিলিং এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। -তোমাকে সব কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, ওর জন্যে ক্ষতিকারক কিছুই আমি করবো না। জুজুবা আমাদের সন্তানের মতো। ওর হাসি যেমন আমাকে আনন্দ দেয়, ওর যন্ত্রণা তেমনি ভয়ানক কষ্ট দেয়। একটু ভেবে দেখো জুজুবা আমাদেরকে দশ মাস নয় পাঁচ বছরের প্রসব যন্ত্রণা দিয়েছে। আমার জীবন থাকতে ওর কোন ক্ষতির কারণ আমি হতে পারবো না।

বিপব পরিষ্কার বুঝতে পারছে তিনি কিছু গোপন করে যাচ্ছেন। সে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো - অনেকদিন স্টার ওয়ার্স খেলা হয় না। আপনি তো এক সময়ে খেলাটা খুব পছন্দ করতেন।

স্টার ওয়ার্সের কথায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আলবার্ট - ভালো কথা মনে করেছো। কম করে হলেও আট মাস আমি ঐ ক্লাবে যাই নি। ওরা কি খেলাটায় কোন নতুন সংযোজন করেছে?

-একটা কিম্ভুৎ কিমাকার যানকে ঢোকানো হয়েছে। সাইজে ছোটই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেটার গতিপ্রকৃতি বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। মোট ছ'বার খেলেছি গত দু'মাসে। তিনবার ধরা খেয়েছি এই যানটার কাছে।

আলবার্ট উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছেন - বলো কি? তুমি তো সাংঘাতিক খেলো। এই যানটার নাম কি দিয়েছে ওরা?

-ডেস্টিনেশন বকার।

-বাহ্ বাহ্ বেশ নাম দিয়েছে তো। আজ রাতে গেলে কেমন হয়? কোন কাজ আছে তোমার?

-নাহ্। আসলে আমারও যাবান প্যান ছিলো। এই ডেস্টিনেশন বকারটা আমার মধ্যে জেদ ধরিয়ে দিচ্ছে। যে তিনবার আমি ডেস্টিনেশনে পৌছেছি কোন বারই ওটা উদয় হয় নি। যখনই ওর মুখ দেখেছি তখনই আমি বক্‌ড হয়ে গেছি।

আলবার্ট ছেলেমানুষের মত বাতাসে ঘুষি চালালেন। -আরে তুমি আর আমি একদলে থাকলে ঐ রকম তিনটা বকারের মাথা গুড়িয়ে দিতে পারবো। কি বলো?

-তা ঠিক।

আনিকার সাথে গবেষণা কেন্দ্রের গেটে দেখা হলো। আনিকা অবাক হয়ে বললো - সে কি, আপনি চলে যাচ্ছেন?

-আপনি এত দেরী করে এলেন।

-দেরী? দু'ঘন্টা হতে এখনো দশ মিনিট বাকী।

-তাই নাকি? আমি তো আবার ঘড়িটড়ি রাখি না।

-বেশ করেন। এখন চলেন আমার সাথে।

-কোথায়?

-কোথায় আবার? জুজুবাকে দেখতে।

-আজ বরং আপনি একাই যান। আমার একটু কাজ আছে।

-থাপ্পড় খাবেন?

বিপব একটু ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেলো। -বলেন কি এই সমস্ত কাজ কি কেউ অনুমতি নিয়ে করে।

-একদম বাজে কথা বলবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন অন্য কোথাও যাই।

-কোথায় যাবেন?

-কোন একটা রেঁস্তোরায় গিয়ে বসি।

-আমার ক্ষিদে নেই।

-আমার আছে। সেদিন রাতের শোধ আজ তুলবো। চলুন।

বিপবকে কিছু বলার সুযোগ দিলো না আনিকা। খপ করে তার একটি হাত ধরে গাড়ীতে টেনে তুললো। বিপব করূণ কণ্ঠে বললো - আমার গাড়ী?

-পরে এসে নেয়া যাবে।

এণ্ডারসন এই এলাকার সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট গুলির একটি। তবে এটির আভ্যন্তরীন সাজসজ্জায় কিছু ব্যতিক্রম আছে। সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টটিই একটি পার্কের মতো করে তৈরী করা, প্রচুর গাছপালা এবং একটি ছোট কৃত্রিম লেকের দরুণ পরিবেশটি হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক। আনিকা বিপবকে নিয়ে এন্ডারসনে ঢুকলো। লেকের পাশে একটি টেবিল নিলো সে। বিপব অস্বস্তি নিয়ে বললো -এখানে এলেন? এটাতো শুনেছি লাভার্স পেস।

আনিকা চোখ পাকিয়ে বললো - তাতে সমস্যাটা কি হচ্ছে?

-না, সমস্যা আর কি? তবে যখন দেখবেন চোখের সামনে জামা কাপড় খুলে লেকে নেমে যাচ্ছে তখন শরীরটা চিড়বিড় করবে।

-যার যা ইচ্ছা করবে, আপনার হাঁ করে তাকিয়ে দেখার দরকার কি? আমি আপনার সামনে বসে আছি। সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকুন।

বিপব হাসি থামাতে পারলো না। আনিকা মুখ লাল করে বললো - বাহ্ বাহ্, হাসতেও জানেন দেখছি!

-সত্যি করে বলেন তো, আপনার অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চয় কিছু জানতে চান।

আনিকা তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাইক্রোফোনে খাবার অর্ডার দিলো। লেকে কয়েকটি যুগল জলকেলি করছে। এই জন্যে অতিরিক্ত চার্জ করা হয়; কিন্তু এখন অর্থের বিনিময়েও এমন নিরাপদ আনন্দের স্থান খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।

আনিকা ধমকে উঠলো - ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছেন?

-কিছু না।

আনিকা একটু চুপ করে থেকে বললো - আমার সত্যি সত্যিই কয়েকটা প্রশ্ন ছিলো।

-বলেন, তবে সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দেবো না, আগেই বলে রাখছি। পরে রাগারাগি করবেন না।

-আচ্ছা, ঠিক আছে। সম্ভব হলে উত্তর দেবেন। সেদিন রাতে আপনি যখন ফিরলেন না, তখন খানিকটা রাগের মাথায় আমি একটা অন্যায় করেছি। আমি আপনার বেশ কিছু কাগজ পত্র ঘেঁটেছি। রাগ করলে করেন কিন্তু আমার কৌতুহল অশোভনীয় রকম বেশী। অবশ্য দেখে যে কিছু বুঝেছি তা নয়, কারণ সবকিছুই অজানা কোডে লেখা। শুধুমাত্র একটা নাম বার বার লক্ষ্য করেছি। খুব বিখ্যাত একজন মানুষের নাম।

বিপব সহজ কণ্ঠে বললো - প্রফেসর জসী আরমানের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমাকে তিনি পছন্দ করেন। মাঝে মাঝে পরামর্শ কিংবা উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেন।

আনিকা চাপা স্বরে বললো - প্রফেসর জসী আরমান সম্বন্ধে কেউ এমন সহজ কণ্ঠে কথা বলে না। তিনি একজন অবশ্য পরিত্যাজ্য বিজ্ঞানী। সরকারীভাবে তাকে একঘরে করা হয়েছে। একটি বিশেষ এলাকার বাইরে পা রাখারও অনুমতি নেই তার। কোন বিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করা তার জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ। আপনার সাথে তিনি কিভাবে যোগাযোগ করছেন? আপনি যে একটা ভয়ংকর বেআইনি কাজ করছেন, এটা জানেন?

বিপব মেয়েটির মুখের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। অপূর্ব সুন্দর একটি মুখ। সেখানে অমার্জনীয় কৌতুহল খেলা করছে কিন্তু তার পাশাপাশি অন্য একটি বিরল অনুভূতির ছায়াপ্রকাশ ঘটছে। বিপবের ভালো-মন্দ নিয়ে সে উদ্বিগ্ন। বহুকাল কিংবা হয়তো কখনোই কারো মুখে তার জন্য এই উদ্বিগ্নতা দেখেনি বিপব।

আনিকা বললো - এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

-আপনি কখনো স্টার ওয়ার্স খেলেছেন?

-স্টার ওয়ার্স? হঠাৎ খেলাধুলার কথা উঠছে কেন?

-খেলেছেন কখনো?

-না। কেন?

-অদ্ভুত একটা খেলা। আপনার সামনে তারা তৈরী করবে একটি বাস্তব এবং অবাস্তবের মিশ্রিত জগৎ। হলোগ্রাফিক ইমেজের সাথে সাথে আপনার নিজস্ব অস্তিত্বটাও আপনি পরিপূর্ণভাবে অনুভব করবেন। আপনি দেখবেন গভীর কালো আকাশে একটি যানে করে ভেসে চলেছেন আপনি। আপনার চারদিকে অসংখ্য তাঁরার উজ্জ্বলতা। সবকিছু সুমসাম, নীরব এবং সুন্দর। আপনার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হবে এই যাত্রায় কোন বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু বস্তুত সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিই তৈরী করা হয়েছে আপনাকে ভাবালু করে দেবার জন্য, অপ্রস্তুত করে দেবার জন্য। কারণ আচমকা অসংখ্য তারার সারি থেকে একাধিক তারার উজ্জ্বলতা অসম্ভব গতিতে বাড়তে থাকবে। এইগুলি শত্রু যান। এইভাবে একটির পর একটি শান্ত সমাহিত স্তর এবং আক্রমনের স্তর তৈরী করা হয়। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে

খেলা শুরু করার আগে আপনি যতই ভাবুন, আপনি ভীষণ সতর্ক থাকবেন, একটুও ভাবালু হবেন না - খেলা শুরু হলে কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বের উপর এই সব কৃত্রিম ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব থাকবে না। সেখানে থাকবে মহাশূণ্য, আপনি এবং আপনার অকৃত্রিম মস্তিষ্ক।

আনিকা অবাক কণ্ঠে বললো - আপনি হঠাৎ এইসব কথা কেন বলছেন? ঐ খেলায় আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

বিপব শীতল গলায় বললো - আনিকা, আপনি নিজের অজান্তেই স্টার ওয়ার্স খেলছেন। আপনার চারপাশে যে অসংখ্য সুবেশধারী সুদর্শন মানুষেরা বসে আছে, তারা সবাই আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও আপনার অপ্রস্তুততার সুযোগ নিয়ে তাদের কেউ চোখের নিমেষে আপনাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসবে।

আনিকা হতভম্ব ভঙ্গিতে বললো - আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বলছেন এসব?

বিপব কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললো - আপনি বুদ্ধিমতি মেয়ে। অসম্ভব বুদ্ধিমতি। কিন্তু আপনার ভেতরের মানুষটি অতিমাত্রায় সরল। আমি চাই, সরলতা নয় আপনি বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে শুরু করুন। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, জুজুবাকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল ঝড়ের ইঙ্গিত পাচ্ছি আমি। আপনি এসেছেন ওকে নিয়ে একটি গল্প লিখতে, এই সব বিপদে আপনার জড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই।

খাবার চলে এসেছে। নীরবে খেলো দু'জন। আনিকাকে চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। বিদায় নেবার আগে বিপব সহজ কণ্ঠে বললো - আমার এতো কথা বলবার একটিই কারণ, আমি চাই না আপনি অকারণে কোন বিপদজনক কিছুতে জড়িয়ে পড়ুন। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। বাইরে থেকে আমাকে যতখানি পাগল মনে হয় আমার মস্তিষ্কের ভেতরে আমি ঠিক ততখানি 'নই-পাগল'।

আনিকা জুজুবাকে দর্শন দিয়ে বাসায় ফিরে গেলো। তাকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করতে হবে। নির্জন চিন্তা প্রায়শঃই তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা ভয়ানক বাড়িয়ে দেয়।

সাত

সন্ধ্যা সাতটায় স্টার ওয়ার্সের বিশাল গেটে পৌছালো বিপব। ভেতরের লবিতে অপেক্ষা করছিলেন আলবার্ট। তাকে দেখেই তিনি ছেলে মানুষের মতো ছুটে এলেন। -তোমার যদি কোন সময় জ্ঞান থাকে। গত আধ ঘণ্টা ধরে বসে আছি আমি।

বিপব অবাক হয়ে বললো - আমার ঠিক সাতটায় আসবার কথা।

-আচ্ছা হয়েছে। আমিই বোধহয় একটু আগে চলে এসেছি। চলো ঢোকা যাক। ডেস্টিনেশন ব-কারটাকে টিট্ করবার জন্য আমার মগজ নিশপিশ করছে।

দুটি টিকিট কিনলেন আলবার্ট। বিপবকে পকেটে হাত দিতে দেখেই চোখ রাঙিয়ে বললেন - একদম ফাজলামী করবে না। আজ তুমি আমার সাথে এসেছো।

একজন কন্ডাকটর তাদের দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। মোট তিনটি কক্ষ আছে এই খানে। প্রতিটি কক্ষের ধারণ ক্ষমতা পঞ্চাশ থেকে ষাটের মতো। একেকটি কক্ষের ক্ষমতা স্তরও ভিন্ন। ফলে স্তর ভেদে বিভিন্ন রুমে নিয়ে যাওয়া হয় অতিথিদেরকে। আলবার্ট এবং বিপব চলেছেন তিন নম্বর কক্ষে। এই কক্ষের ক্ষমতার স্তর ৭০% থেকে ১০০% এর মধ্যে ওঠানামা করানো যায়। একটি কম্পিউটারাইজড ডোর পেরিয়ে কক্ষের ভেতরে ঢুকলেন ওরা। বিশাল গোলাকৃতি ছাদের একটি হলঘর, ছোট খাটো একটি ইনডোর স্টেডিয়ামের মতো। মেঝেতে সবুজ গালিচা, বাকী সবই কালচে নীল, রাতের আকাশের অনুকরণে সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রের সমারোহ। খুব হালকা সবুজাভ আলোয় আলোকিত হলঘরটি। দুটি সারিতে পঞ্চাশ ষাটটির মতো গদিমোড়া আসন। হেড ফোন আকৃতির দুটি যন্ত্র প্রতিটি আসনের সাথে সংলগ্ন। তাদেরকে দুটি নির্দিষ্ট আসনে পৌঁছে দিলো কন্ডাক্টর। আলবার্ট তাকে মোটা অংকের একটি টিপ্‌স্ দিলেন।

আলবার্ট হেডফোনটি জায়গা মতো বসাতে বসাতে বললেন - নিয়ম কানুন তো একই রকম আছে, নাকি?

-কম বেশী ছোটখাটো যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটা খেলা শুরু হলে এমনিতেই বুঝতে পারবেন।

-দু'জন একই শীপে যাচ্ছি নাকি তুমি আলাদা শীপ নেবে?

-এক শীপেই যাই। তাতে প্রতিপক্ষ বেশী শক্তিশালী হয়।

আলবার্ট হাসিমুখে বললেন - সেটাই আমি চাই। যতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তাকে নাস্তানাবুদ করে ততো আনন্দ।

তিনি ক্ষমতার স্তর ১০০% এ স্থির করলেন। শীপ বাছাইয়ের দায়িত্ব বিপব তার উপরে ছেড়ে দিলো। তিনি একটি ট্রাপিজিয়াম আকৃতির যান পছন্দ করলেন। এটি তার প্রিয় যান। এটির নাম দ্য ড্যাশার। একটি ছোট লাল বোতাম টিপে মহাশূন্যে পাড়ি জমালো তারা দু'জন।

একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাহীনতার পর ছোট একটি ধাক্কা তাদেরকে এক স্বপ্নপুরীতে পৌঁছে দিলো। তাদের যানটির অভ্যন্তর খুব প্রশস্ত নয়। বড়জোর আট বাই ছয়। ককপিটের চারপাশে স্বচ্ছ পদার্থের আচ্ছাদন। পাশাপাশি দু'টি আসন। দু'জনার সামনেই অজস্র সুইচধারী দু'টি কন্ট্রোল প্যানেল। গোলাকৃতি দু'টি মনিটর যানের চার পাশের এক হাজার মাইল পরিধির মধ্যে যে কোন সচল বস্তুর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করে চলেছে অক্লান্তভাবে। এই মুহূর্তে মনিটর দু'টিতে ঈষৎ কালচে আলোর ছটা। যার অর্থ পরিস্থিতি নিরাপদ।

আলবার্ট মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকের মহাশূন্যে দৃষ্টি বোলালেন।

-অপূর্ব! অপূর্ব! এখানে বসে মনে হয় যেন বাস্তবিকই অসীম শূন্যতার রাজ্যে চলে এসেছি। এই খেলাটা যখন প্রথম শুরু হয় তখন সপ্তাহে অন্তত চার-পাঁচবার না এলে আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেতো। ইচ্ছে ছিলো মহাশূন্যচারী হবো, কিন্তু শেষতক্ হলাম রোবটদের কারিগর। তিনি একটি চাঁপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন।

বিপব শ্রদ্ধা মেশানো কণ্ঠে বললো - আপনি মহাশূন্যচারী হলে পৃথিবী একটি অনন্য সাধারণ রোবট বিজ্ঞানী হারাতো। আপনার নিজের হাতে তৈরি দু'টি এম. টি. মহাশূন্যচারী রোবট স্পেস ট্রাভেলার-এর গত দু'টি ট্রিপে যে অসম্ভব নৈপুন্যতার পরিচয় দিয়েছে সেটা সকলের কাছেই ঈর্ষনীয়।

-হ্যাঁ, ঐ এম. টি. দু'টো অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছে। আমি নিজেও চিন্তা করিনি সবকিছু এতো নিখুঁতভাবে ঘটবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ল্যাবরেটরিতে রোবটগুলি চমৎকার ব্যবহার করে, কার্যক্ষেত্রে গিয়ে কোন না কোন একটি সমস্যা হবেই। কিন্তু এই এম. টি. দু'টোর ক্ষেত্রে ইতিহাস যেন পাল্টে গেলো। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার সময়ে লক্ষ্য করেছি অতিরিক্ত চাপের মুখে ওরা কিঞ্চিৎ দিশেহারা হয়ে পড়ছিলো। অথচ স্পেস ট্রাভেলার যখন ইউরেনাসের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ বিগড়ে গেলো তখন ওরা দু'জন যে স্থির মস্তিস্কের পরিচয় দিয়েছে, কোন মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব হতো না।

বিপব যানের দিক সামান্য দক্ষিণে পরিবর্তন করে বললো - সেই এম. টি. দু'টি এখন কোথায়?

-জানি না। তবে আমার ধারণা ওদের উপর নতুন কোন গবেষণা চালানো হচ্ছে। কোন অর্ধশিক্ষিত বদমায়েশের হাতে ওদের তুলে দেয়া হয়েছে কিনা কে জানে?

-আমার ধারণা ছিলো এ. এস. টি (এসোসিয়েশন অব স্পেস ট্রাভেলার) তে আপনার বেশ কিছু ভালো বন্ধু আছে। ওরা আপনাকে এই দায়িত্ব কেন দিলো না?

-দু'টি কারণে। প্রথমত, এম. টি. দুটি ওদের কাছে নেই। দ্বিতীয়ত, আমার বন্ধুরাও কেউ আর এ. এস. টি- তে নেই। কোন এক রহস্যময় কারণে তারা সবাই রিটায়ার্ড হয়ে গেছে।

বিপবের বিস্ময় অকৃত্রিম। -বলেন কি? হচ্ছে কি সেখানে? এ. এস. টি-র মহাপরিচালক কে এখন?

-জেসন রবাটসন নামে এক ভদ্রলোক। মহাশূন্যযান নিয়ে তার অল্পস্বল্প গবেষণা আছে। কিন্তু উলেখ্যযোগ্য কিছু নয়। তার এতো গুরত্বপূর্ণ একটি পদ পাবার পেছনে অন্য কারো অঙ্গুলী সংকেত আছে।

-প্রেসিডেন্ট?

-না। প্রেসিডেন্টের সাথে তার কোন রকম ঘনিষ্টতা নেই। এমনকি সি. আই. এ. কিংবা এফ. বি. আই এর প্রধানদের সাথেও নয়। যার অর্থ একটিই।

আলবার্ট মনিটর দু'টির উপর দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে চুপ করে গেলেন। বিপব তার মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সামনে কালচে শূন্যতায় দৃষ্টি প্রসারিত করলো। –B.A.?

-হ্যাঁ B.A.। বেটার এমেরিকার চীফ ক্লড শেভিল জেসন রবার্টসনের ঘনিষ্ট বন্ধু এবং দুঃসম্পর্কের আত্মীয়।

বিপব ফিসফিসিয়ে বললো-ক্লড শেভিল? সে B.A.-র প্রেসিডেন্ট? আপনি এই তথ্য কিভাবে জানলেন? আমার ধারণা ছিলো এটি অসম্ভব গোপনীয় একটি ব্যাপার। এমনকি প্রেসিডেন্টকেও এই তথ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হয়ে পড়লে জানানো হয় না।

মনিটরে শ্বেত বিন্দুর মতো কয়েকটি অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

একটি শান্ত ধাতব কণ্ঠস্বর ঘোষণা করলো - প্রথম আক্রমণ। শত্র রা সংখ্যায় চার। পরিপূর্ণ সমর সজ্জায় সজ্জিত। আগামী চার সেকেন্ডের মধ্যে ২৬ ডিগ্রী অর্ধবৃত্ত রচনা করে আক্রমণ করবে তারা।

কণ্ঠস্বর থেমে গেলো। আলবার্ট পিঠ সোজা করে বসতে বসতে বললেন,

-তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, ক্লড আমার ছোট বেলার বন্ধু। আমাদের দু'জনার মধ্যে ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। বেটার এমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার পর ও নিজেই বুক ফুলিয়ে খবরটা আমাকে জানিয়েছে। আসছে ওরা। তৈরি হও বিপব। তিনি প্যানেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বিপব বিশেষ তৎপরতা দেখালো না। প্রথম আক্রমণটি নীচু স্তরের যানদের। সে যখন একা খেলে তখন বেশ কয়েকবার অত্যন্ত দ্রু তগতিতে দিক পাল্টিয়ে যানবহরটিকে বিশৃংখল করে দিয়ে একটি লম্বা লাফে অনেকখানি এগিয়ে যায়। ওদের পক্ষে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে তাকে খুঁজে পাবার সম্ভাবনা দশমিক দুই ভাগ। আলবার্ট অবশ্য এইসব কৌশলের ধারে কাছে দিয়েও গেলেন না। নিষ্ঠুরের মতো লাইট বোম্ব দিয়ে যানবহরটিকে উধাও করে দিলেন তিনি।

আবার নিঃশান্ত, অসীম কালচে মহাশূন্যে ভেসে চললো দি ড্যাশার। আলবার্ট ক্ষণিকের উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বললেন - ডেষ্টিনেশনের দূরত্ব কি বাড়িয়েছে?

-সামান্য। ডেষ্টিনেশন বকারের জন্য জায়গা করতে হয়েছে। তবে একটা পরিবর্তনের কথা এখনই বলে রাখা ভালো। মাস তিনেক আগে এরা ডেষ্টিনেশন বেসে শীপ নিয়ে ল্যান্ড করবার নিয়মটা বাতিল করে দিয়েছে। বেসটা ছোট, একসাথে খুব বেশী শীপ ল্যান্ড করতে চাইলে এরা বিপদে পড়ে যায়। বেশ কয়েকবার কয়েকটি শীপকে দীর্ঘক্ষণ মহাশূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়েছিলো তাদের ল্যান্ডিং এর জন্য জায়গা তৈরি করতে। সেটা নিয়ে কিছু সমালোচনা হবার পর নতুন নিয়ম হয়েছে। বেসে ল্যান্ড করবার ঠিক আগে শীপ ধ্বংস করে দিয়ে ক্যাপসুলে করে যানের আরোহীদেরকে বেসে নামতে হবে।

আলবার্ট কৃত্রিম আতংকে শরীর কাঁপিয়ে বললেন - এই বুড়ো বয়সে মহাশূন্যে লাফ দিতে হবে? ভালো সমস্যা তো।

পরবর্তী দু'টি আক্রমণ এলো দশ মিনিটের ব্যবধানে। প্রথম বারের চেয়ে কিঞ্চিৎ জোরদার হলেও আলবার্ট সামাল দিলেন। খেলাটাকে তিনি যে বাস্তবিকই উপভোগ করেন সেটি তার চোখ মুখের উজ্জ্বলতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বিপব তৃতীয় আক্রমণের পর কিছুটা সর্তক হয়ে উঠলো। চতুর্থ আক্রমণ থেকেই মূলত সত্যিকারের উত্তেজনার শুর । এই যানগুলির গতি অনেক দ্রু ত, এদের বুদ্ধিমত্তাও প্রথম তিনটি বহরের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী এবং সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা আছে। অস্ত্র হিসাবে এরা ব্যবহার করে হাই ফ্রিকোয়েন্সীর লাইট ওয়েভ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই জাতীয় ওয়েভ সম্পূর্ণ ক্ষতিহীন, কিন্তু কৃত্রিম হ্যালিউসিনেশান মানবীয় মস্তিস্কে এই জাতীয় ওয়েভের আক্রমণে কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। বিশেষ করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ওয়েভ শক্ খেলে সাময়িকভাবে চিন্তাশক্তি লোপ পাবার ব্যাপারটি মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকায় সরকারী ভাবে এই জাতীয় ওয়েভ এটাকের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

আলবার্ট উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজের আসনে ছটফট করছেন।

-কোথায় বদমায়েশের দল? আয় ব্যাটারা এক হাত দেখিয়ে দেই তোদের।

বিপব হেসে ফেললো। আলবার্টও তার সাথে যোগ দিলেন।

-খুব ছেলেমানুষী করছি তাই না? কিন্তু আমার সত্যিই ভাল লাগছে। অনেক দিন এতো আনন্দ পাই নি।

-গত ছ' সাত মাস আপনার উপরে অনেক চাপ গেছে, আমি জানি। বিশেষ করে জুজুবাকে দাঁড় করানোর ব্যাপারে আপনার উদ্বেগটা আমি পরিষ্কার অনুভব করতাম।

-হ্যাঁ ঠিক বলেছো। জুজুবা আমার প্রাণশক্তির প্রায় অর্ধেকটা নিয়ে গেছে। এতো অসম্ভব খরচের পর ওকে নিয়ে যদি হঠাৎ কোন জটিলতার সৃষ্টি হতো তাহলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতাম কিভাবে?

-জটিলতা যে একেবারে সৃষ্টি হয়নি, তা তো নয়। জুজুবা বর্তমানে একটি সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

আলবার্ট বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন - তুমি যখন স্টার ওয়ার্সের কথা তুললে তখনই বুঝেছিলাম আমার সাথে একাকী কথা বলতে চাও তুমি। কেন জানিনা, কিন্তু তোমাকেও এই সমস্যাটা জানাতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো। বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবু বলছি, তোমার সম্বন্ধে আমার মধ্যে অসম্ভব শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা আছে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার উপর মাঝে মাঝে নিজের চেয়ে বেশী নির্ভর করি।

চতুর্থ আক্রমণটি এলো কিছুটা অদ্ভুতভাবে। প্রথমে নাক বরাবর এগিয়ে এলো একটি গোবেচারা দর্শন যান। পর পর তিনটি লাইট বোম্ব মেরে তাকে অদৃশ্য করে দেবার সাথে সাথে ভয়ানক দ্রুততিতে তিনটি যান পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলো। বিপব ড্যাশারকে নিয়ে নেগেটিভ ৩২° তে একটি ঝাঁপ দিলো, অল্পের জন্য টার্গেট মিস্ করলো আক্রমণকারীরা, কিন্তু পিছিয়ে গেলো না। একটি যানকে পেছনে রেখে অন্য দুটি এগিয়ে এলো। তৃতীয় যানটি তাদের আড়াল নিয়ে ড্যাশারের পেছনে চলে গেলো। আলবার্ট প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন - তিন নম্বরটা কোথায় গেলো?

বিপব বললো - আপনি সামনের দু'টোকে শায়েস্তা করেন। ওটার ব্যবস্থা আমি করছি। সে যানটিকে নিজ কক্ষে বার তিনেক চক্কর খাইয়ে নাক বরাবর একটি বিরাট ঝাঁপ দিলো। আক্রমণকারী যান তিনটি এই আচমকা গতি পরিবর্তনে কয়েক মুহূর্তের জন্য বেসামাল হয়ে পড়লো। আলবার্ট এবং বিপবের জন্য এইটুকু সময়ই যথেষ্ট।

পরিবেশ শান্ত হতে আলবার্ট বললেন - যা বলছিলাম। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই এই কথাগুলো তোমাকে বলছি। জুজুবার পেছনে যে অসম্ভব মোটা অংকের অর্থ খরচ হয়েছে তার একটি বড় অংশ এসেছে ইউ. এস. এ. আর্মির কাছ থেকে। এতো টাকা তারা কোথায় পেলো জানি না, কিন্তু এই উদ্যোগের শুরু থেকেই তাদের ভয়ানক আগ্রহ লক্ষ্য করছি। কারণটা আমি জানি না। জানতে চেয়েও কোন লাভ হয় নি, কিন্তু তারপরও তাদের টাকাটার আমার প্রয়োজন ছিলো। নইলে জুজুবাকে হয়তো কখনই তৈরি করা সম্ভব হতো না।

বিপব কিছু বললো না। সে জানে আলবার্ট যখন মুখ খুলেছেন তখন ধীরে ধীরে সব কথাই তিনি বলবেন। আন্দ্রিয়া কাছাকাছি না থাকলে আলবার্ট এক অন্য মানুষ।

আলবার্ট বলে চলেছেন - জেনারেল এন্ডার্স এবং কর্নেল বিভার দুজনের কাউকেই আমার প্রথম দৃষ্টিতে পছন্দ হয়নি। তাদের একটি বদ উদ্দেশ্য আছে, এটি আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমার পদের একজন মানুষকে মাঝে মাঝে কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। আমি সেই ঝুঁকি নিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে ভুলই করেছি।

পঞ্চম আক্রমণে দুটি আঘাত হজম করতে হলো ড্যাশারকে। আলবার্ট মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন - মগজে পরপর দুটো পিন ফোটালো বজ্জাতের দল। পরের বার আরো সাবধান হতে হবে।

বিপব চুপচাপ থাকলো। অর্থহীন আলাপে জড়িয়ে পড়ে সে মুল বিষয় থেকে আলবার্টের মনোযোগ সরিয়ে দিতে চায় না। আলবার্ট আবার কথা বলতে শুরু করলেন। -বর্তমান সমস্যাটা মূলত জেনারেলই তৈরি করেছেন। জুজুবাকে সক্রিয় করবার দু'দিন পরে তিনি আমার সাথে দেখা করতে এলেন। জুজুবার প্রথম দু'দিনের রিপোর্ট দেখলেন। তাকে সন্তুষ্ট মনে হলো। এরপর তিনি আমার হাতে একটি স্যাটেলাইট নেটের ঠিকানা ধরিয়ে দিলেন। জেনারেল যা বললেন সেটাকে সংক্ষেপে বললে এই রকম দাঁড়ায়, জুজুবার পেছনে এতো অর্থ খরচ করবার পেছনে ইউ. এস. আর্মির একটি স্বার্থ জড়িত আছে। তারা দেখতে চায় এই ধরণের কৃত্রিম মস্তিষ্ক যুদ্ধের পরিকল্পনায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। জুজুবার মতো একটি রোবটের যদি প্রচন্ড বিশেষনী ক্ষমতার সাথে সামান্য পরিমাণ সুদুরপ্রসারী দৃষ্টি থাকে তাহলে যে কোন যুদ্ধবাজ জেনারেলের চেয়ে তার দক্ষতা বিশেষ কম হবার কথা নয়, কারণ তার রয়েছে নির্ভুল ফটোজেনিক অফুরন্ত মেমোরি। তার মধ্যে আমরা যতোই অনুভূতি ঢুকিয়ে দেই তারপরও তার মধ্যে রোপিত চৌম্বকীয় স্মৃতি পথগুলি কাজ করতে থাকবে নিখুঁতভাবে, স্মৃতিভ্রমের আশংকা সম্পূর্ণ শূন্য। যাইহোক, একটি মহৎ গবেষণার পেছনে জেনারেলের এই জাতীয় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে এটা আমার কখনো মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু এসব নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করতে চাইনি। জেনারেলের প্রস্তাবে মন থেকে সাড়া দিতে না পারলেও না বলার উপায় ছিলো না। জুজুবার মোট খরচের প্রায় ৪৫% দিয়েছেন তিনি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম আক্রমণ এলো অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। বেশ কয়েকটি আঘাত হজম করলো ড্যাশার। কিন্তু তার ফলে যানের গতিবেগ অল্প কিছু কমে যাওয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ক্ষতি

হলো না। নিয়ম হচ্ছে সর্বোচ্চ ১৫টি আঘাত গ্রহণ করা চলবে, সংখ্যাটি এর চেয়ে বেশী হলেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে যানটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মাদার ষ্টেশনে। ভয়ংকর অপমানজনক ব্যাপার। আলবার্ট ছোট একটি ডিজিটাল কাউন্টারে চোখ বুলিয়ে বললেন - আট। আজকে আমাদের পারফরমেন্স বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। ডেষ্টিনেশন বকারের দেখা পাবার আগেই মাদার ষ্টেশনে ফিরে না যেতে হয়।

বিপব বললো - বকার কিন্তু সবসময় দেখা দেয় না।

-ভদ্রলোকের দেখা দেবার সময়টা কখন?

-আর দু'টি আক্রমণের পর।

আলবার্ট নির্বাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্বল্পালোকিত শূন্যতায় তাকিয়ে থাকলেন।

-জুজুবাকে নিয়ে সমস্যাটা অদ্ভুৎ। সে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু যখনই তার কাছে প্রাণ সংহারক যে কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হচ্ছে, সে সম্পূর্ণ বধির এবং বোবা হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এই নয় যে সে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় উত্তর দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। এই জাতীয় ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে তৈরি হবার কথা নয়। সমস্যাটা তুমি বুঝতে পারছো বিপব?

বিপব বিস্মিত কণ্ঠে বললো - আদৌ নয়। রোবটের মূলনীতিগুলিতে স্পষ্ট বলা আছে, একটি রোবট কোন মানুষের প্রাণনাশের কারণ হবে না এবং কোন মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হলে তাকে যে কোন কিছুর বিনিময়ে রক্ষা করবে। জুজুবা সেই নীতিগুলিকেই অনুসরণ করছে মাত্র।

আলবার্টের মুখে গভীর কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। বিপবের দিকে তাকাচ্ছেন না তিনি। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কন্ট্রোল প্যানেলের উপর। বিপব ভয়ানক অবিশ্বাসী চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে।
-অসম্ভব!

আলবার্ট অপরাধী মুখে মাথা নাড়ালেন। -উপায় ছিলো না, বিপব। জেনারেলের ঐ একটিই শর্ত ছিলো।

বিপব কর্কশ কণ্ঠে বললো - যার অর্থ জুজুবার মধ্যে রোবটের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নীতিও প্রবেশ করানো হয়নি?

-না। একটিও নয়।

-কিন্তু এটিতো একটি ভয়াবহ অপরাধ। বিশ্ব রোবট সংঘ এই তথ্য জানতে পারলে আপনার কি অবস্থা হবে আপনি জানেন? ওরা আপনাকে জেলের ভাত না খাওয়ালেও পথে বসিয়ে ছাড়বে।

- জেনারেল আমাকে নিরাপত্তা দেবেন। আমি জানি আমার উপরে তোমার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে কিন্তু জুজুবাকে সৃষ্টি করবার চেয়ে বড় আর কি হতে পারে?

বিপব কঠিন মুখে বললো - আপনি একটি অমার্জনীয় অন্যায় করেছেন আলবার্ট। আপনি একটি বুদ্ধিমান রোবট সৃষ্টি করেছেন, যে রোবট কোন নীতির তোয়াক্কা করে না এবং যাকে একজন প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন যুদ্ধবাজ জেনারেল একটি যুদ্ধবাজ রোবটে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন। সোজা ভাবে বললে আপনি একটি খুনে রোবট সৃষ্টি করেছেন।

আলবার্ট বিপবকে চমকে দিয়ে হেসে উঠলেন। -না বিপব সেটি সত্যি নয়। যদিও জুজুবার তেমন কিছু একটি হবার কথা ছিলো কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সে নিজেই সেই পথ সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটাই আমাকে সবচেয়ে ধাঁধাঁয় ফেলে দিয়েছে। আমার ধারণা অন্যান্য যে সব সমস্যাগুলি ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে তার সবগুলিই এই বিশেষ সিদ্ধান্তটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই সমস্যাটির জট্ খুলতে পারলেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ও।

বিপব প্রত্যুত্তরে কিছু বললো না। তার মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় চলছে। অসম্ভব ক্ষমতার ব্যাপারটি তার কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অন্তত কিছু পরিমাণে। যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ বর্জনের সাথে জুজুবার নীতিহীন মস্তিস্কের যোগসূত্রটা বোঝা যাচ্ছে না। তার প্রতিক্রিয়া বিপরীত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো।

অষ্টম এবং নবম আক্রমণ বরাবরই ভয়াবহ হয়। আক্রমণকারী যানের সংখ্যা এবং গতি বাড়তে থাকে। নবম আক্রমণের বাধা অতিক্রম করে ড্যাশার যখন বেরিয়ে এলো তখন ডিজিটাল কাউন্টারে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে চৌদ্দ। আলবার্ট বললেন - অল্পের জন্য বেঁচে গেছি আমরা। যদিও মাথায় ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছে বজ্জাত গুলো। এইবার বোধহয় বকারের দেখা পাবার সম্ভাবনা আছে। কি বলো?

বিপবকে কিছু বলতে হলো না। অসংখ্য তারার সারি থেকে একটি আপাত নিস্প্রভ তারা আচমকা ক্ষীপ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। মাত্র তিন সেকেণ্ডের ব্যবধানে সেটি একটি অদ্ভুৎ আকৃতির মহাশূন্যযানে রূপ নিলো। বিপব বললো - বকার।

আলবার্ট ভ্রূ কুঁচকে বললেন - এ আবার কি জাতের ডিজাইন?

বকারের মূল শরীর সিলিন্ডার আকৃতির। সিলিন্ডারের ঠিক মাঝ বরাবর একটি চাকতি যেন সেঁধিয়ে দেয়া হয়েছে। খুব হালকা একটি গোলাপী আভা ঠিকরে পড়ছে মসৃণ চাকতি থেকে। আলোর উৎসটি বোঝা যাচ্ছে না। ড্যাশারের গতিপথের উপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো বকার।

বিপব ড্যাশারকে স্থির করে ফেললো। -বকার সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা তথ্য জানানো দরকার। এক নম্বর, বকারের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে বেসে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখা। সে সরাসরি আক্রমণ করে না। তার চারদিকে একটা অর্ধ গোলাকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আছে, যেটি আমাদের যানের জন্য একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল হিসাবে কাজ করবে। দুই নম্বর, তাকে আক্রমণ করে কোন লাভ নেই। আমাদের লাইট বম্ব তার কোন ক্ষতি করবে না। তিন নম্বর, ঠিক এক ঘন্টার মধ্যে আমরা যদি বকারকে পরাজিত করে বেসে না পৌঁছাতে পারি তাহলে বকার একটি জয়সূচক সংকেত পাঠাবে বেসে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে। চার নম্বর, নিজেকে ক্ষনিকের জন্য লুকিয়ে ফেলবার ক্ষমতা আছে ওর। আমার ধারণা তাকে কেন্দ্র করে যে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি জালের মতো ছড়িয়ে আছে সেটি গুটিয়ে একটি ক্ষুদ্র বলয় তৈরি করে সে, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের দৃষ্টিতে তাকে সাময়িকভাবে অদৃশ্য মনে হয়।

আলবার্ট চক্চকে দৃষ্টিতে বকারকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন - অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা অনেকটা তোমাদের দাড়িয়াবান্ধা খেলার মতো। আমাদেরকে ছোঁবার সুযোগ না দিয়ে ওকে পেরিয়ে যেতে হবে।

-ছোট একটি পার্থক্য আছে। দাড়িয়াবান্ধায় এক বারের বেশী সুযোগ পাওয়া যায় না। আমরা এক ঘন্টা সময় পাবো। এর মধ্যে ও আমাদেরকে যতো বারই ছুঁয়ে দিক, কোন সমস্যা নেই।

-ওর ক্ষেত্রটার পরিধি কত?

-ব্যাসার্ধ ২০০ মাইল।

-আমাদের যানের গতিবেগ সেকেন্ডে ১০০ মাইল। সুতরাং ওকে কাটিয়ে যেতে হলে আমাদের ন্যূনতম দুই সেকেন্ড সময় পেতে হবে।

-তারচেয়ে কিছু বেশী। বকারের গতিবেগ আমাদের চেয়ে ২৫ মাইল বেশী। তাছাড়া ওর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণশীল।

-তিনবারের মধ্যে তুমি ওকে একবারও হারাতে পারো নি?

-না। প্রত্যেকবারই ব্যাটাচ্ছেলে জয়ের লাল বাত্তি জ্বেলে উধাও হয়ে গেছে।

আলবার্ট বকারের উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বললেন - তোমার কোন প্যান আছে? বজ্জাতটা যেমন গাঁড়োলের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাতে ওকে কাটানো সম্ভব বলে তো মনে হচ্ছে না।

বিপব কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে একটি নীল বোতামে চাপ দিলো। মুহূর্তে যানের ভেতরের সমস্ত আলো নিভে গেলো। কয়েক মিলিসেকেন্ডের ব্যবধানে বকারের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা চৌম্বকীয় জালটি একটি নীলাভ দ্যুতিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। বিপব আলবার্টকে লক্ষ্য করে বললো - অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সীর লাইট রে। তারপরও ৫০% এর মতো ঢেউ আটকা পড়ে যাচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রে। গতবারে খেলতে এসে এই বুদ্ধিটা এসেছিলো মাথায়। জালটা দেখতে পেলে অত্যন্ত আন্দাজ করা যায় ঠিক কতখানি দূরত্ব আমাদেরকে পেরিয়ে যেতে হবে। এবার আপনাকে প্যানটা বলি। বকারকে ওর জায়গা থেকে নড়ানোর উপায় হচ্ছে নিজেরা নড়াচড়া করা। কিন্তু ওর সুবিধা হচ্ছে ঐ বিশাল জাল নিয়ে সামান্য নড়লেই আমাদেরকে ওর ফোকাসে রাখতে পারবে ও। ফলে অধিকাংশ ছুটাছুটির কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে। ছুটাছুটির ফলাফলটা কি হয় লক্ষ্য কর ন ...... বিপব দ্রু ত কয়েকটি সুইচ টিপে যানের কন্ট্রোল ম্যানুয়ালে নিয়ে এলো। যানের মুখ ৯০° ডানে ঘুরিয়ে পাঁচ সেকেন্ড সরলপথে ছোটালো, দ্রু ত ১৮০° দিক পরিবর্তন করে যে পথে এসেছিলো সেই একই পথে ছুটলো দশ সেকেন্ড, আবার দিক পরিবর্তন করে একই পথে দশ সেকেন্ড, এইভাবে চার পাঁচ বার ছুটাছুটি করার পর বকারের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো।

আলবার্ট উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন - বকার দুলছে।

বিপব যানটিকে বকারের সরলরেখায় থামিয়ে বললো - স্বাভাবিক ভাবেই যখন আমরা ওর ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ পেরিয়ে যাচ্ছি তখনই সে আমাদেরকে তার ফোকাসে রাখার জন্য সামান্য সরছে, ফলে আমরা যখন একটি বড় এঙ্গেল তৈরি করে দুলছি ও তখন একটি ক্ষুদ্র এঙ্গেল তৈরি করে দুলছে। এ যেন অনেকটা দুটি পেন্ডুলামের একই ছন্দে দোলা। আমরা আমাদের এঙ্গেল যতো বাড়াবো ওর এঙ্গেলও ততো বাড়তে থাকবে।

আলবার্ট সন্দিহান দৃষ্টিতে বিপবকে লক্ষ্য করলেন। - তোমার প্যানটা বোধহয় আমি ধরতে পেরেছি। প্রথমে পেন্ডুলাম দুটি একই ছন্দে দুলতে শুরু করবে। কিছুক্ষণ পরে এঙ্গেলের পেন্ডুলামটি খুব ধীরে ধীরে তার গতির তারতম্য ঘটাতে থাকবে। বকারের এঙ্গেল ছোট হওয়ায় এই তারতম্য ধরতে তার খানিকটা সময় লাগবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যখন আমরা ব-কারের ফোকাস থেকে অনেকখানি সরে যাবো।

বিপব বললো - ঠিক ধরেছেন। সেই সুযোগেই আমাদেরকে এক ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে। ব-কার পিছু ধাওয়া করে না। সুতরাং ওকে একবার হারাতে পারলেই এই খেলায় আমরা জিতে গেলাম।

আলবার্ট শরীরটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করতে করতে বললেন - প্যানটা মন্দ না। এই ব্যাটা বকার, আয় এক হাত হয়ে যাক। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

বকার এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দিলো একটি লাল বিন্দু ছুড়ে। প্রচন্ড ক্ষীপ্রগতিতে বিন্দুটি একটি রক্তিম বলয় তৈরি করে আঘাত হানলো ড্যাশারকে। কেঁপে উঠলো ক্ষুদ্র যানটি। আরোহী দু'জনের মনে হলো তাদের মস্তিষ্কে কেউ হাতুড়ি দিয়ে একটি সজোরে আঘাত করলো।

আলবার্ট কঁকিয়ে উঠলেন - এ কি! বিপব, তুমি বলেছিলে বদের হাড্ডিটা আক্রমণ করে না। কিন্তু ওর অস্ত্রতো শক্তিশালী। আমার মাথা ঘুরছে।

বিপব নিজেও ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। সে ড্যাশারকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে বকারের ফোকাস থেকে বেরিয়ে এলো।

-ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আলবার্ট। এদের নিয়মে স্পষ্ট করে বলা আছে বকার আক্রমণ করে না যদি না ....

বিপবকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখেই আলবার্ট প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন - থামলে কেন? আরেকটা আসছে। শয়তান!

বিপব ড্যাশারকে অর্ধাবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে রক্তিম বিন্দুটাকে কাটিয়ে দিলো। বকারের ফোকাস থেকে পঞ্চাশ মাইলের মতো উপরে তুলে ড্যাশারকে স্থির করলো সে। বকারের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বললো - যদি না কেউ ম্যানুয়ালি বকারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আলবার্ট চোখ ছোট করে ফেললেন - ম্যানুয়ালি?

-হ্যাঁ, এই একটা কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। বকারকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা যায়। সে ক্ষেত্রে বকারের ক্ষমতা এবং কার্যপদ্ধতির তারতম্য ঘটানো সম্ভব। এই মুহূর্তে যে অস্ত্রটি সে ব্যবহার করছে এটা খুবই ক্ষুদ্র ক্ষমতার ইনএকটিভ লেসার বীম। কিন্তু এর ক্ষমতা আরো বিশগুণের মতো বাড়ানো সম্ভব।

আলবার্ট একটি ক্ষুদ্র আর্তনাদ দিয়ে উঠলেন - বিশগুণ! এরা কি পাগল না ছাগল? এতো অসম্ভব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে একটা খেলনাকে?

বিপব নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললো - বকারকে যেই নিয়ন্ত্রণ করুক, শত্রু কিংবা বন্ধু, আমাদের সত্যিকারের কোন ক্ষতি সে করতে পারবে না। বড় জোর দিন দুই তিন মাথা ব্যথায় ছটফট করতে হবে। সুতরাং লেজার বীমটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ব্যাটার নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা যাক।

আলবার্ট কণ্ঠে প্রচুর উৎসাহ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে করতে বললেন -হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। ব্যাটা যেই হোক, একেবারে, ঢিট্ করে দেবো।

বিপব ড্যাশারকে এক হাজার মাইল ব্যাসে দোলাতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করলো বকার। তার চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়েছে।

বিপব তেতো স্বরে বললো - চৌম্বক ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করাটা প্রথাসিদ্ধ নয়। কিন্তু বকারের কন্ট্রোলার কোন নিয়ম তোয়াক্কা করে বলে মনে হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটুকু আরো কঠিন হয়ে উঠছে।

আলবার্ট বললেন - ওর সাথে আমাদের দূরত্ব আরেকটু কমিয়ে ফেললে কেমন হয়? সেক্ষেত্রে ওকে অনেকখানি বেশী নড়াচড়া করতে হবে।

-একটা সমস্যা আছে। আমরা ওর যতো কাছে যাবো ওর আক্রমণ করবার সুযোগ ততো বাড়বে। কিন্তু এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

বিপব ড্যাশারের দোলনের ব্যাস সামান্য বাড়ালো। একই সাথে খুবই শথ গতিতে বকারের কাছে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যানটাকে। দূরত্বের পার্থক্যটুকু সহজেই ধরতে পারবে বকার কিন্তু ব্যাপারটা যে পরিকল্পনা মাফিক ঘটানো হচ্ছে সেটি বুঝতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। বাস্তবে অবশ্য তেমনটি হলো না। দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল কমতেই আক্রমণ করতে শুরু করলো বকার। ক্রমাগত ছুটে আসা রক্তিম বৃত্তগুলিকে এড়িয়ে যেতে ঘাম ছুটে গেলো আলবার্ট এবং বিপবের। দ্রুত পিছিয়ে এলো তারা।

আলবার্ট ডিজিটাল কাউন্টারে চোখ বুলিয়ে থ হয়ে গেলেন। - কাউন্টার এগুলো গুনছে না। কম করে হলেও দু'বার আঘাত পেয়েছি আমরা। একটাও গোনার মধ্যে ধরা হয় নি। যে চৌদ্দ ছিলো তখন এখনও সেখানেই দাড়িয়ে আছে।

বিপব থমথমে মুখে বললো - কারণ এটা নিয়ম বহির্ভূত। বকারের লেসার বম্ব কাউন্ট করবার কথা নয় ওটার। বকারের লেসার বম্ব ছুড়বারও কথা নয়। সুতরাং গোণাগুণির প্রশ্নই আসে না।

-যার অর্থ ড্যাশার থেকে কোন ডিসট্রেস সংকেত মাদার ষ্টেশনে যাবে না। ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। বকারকে যদি ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করা যায় সেক্ষেত্রে কাউন্টারকে কেন সেই কথাটা জানানো হয় নি?

বিপব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো - কথাগুলো বলে আপনাকে অকারণে চিন্তায় ফেলে দিতে চাইনি। কিন্তু এখন বোধহয় বলার সময় এসেছে। বকারকে ম্যানুয়ালি ব্যবহার করবার জন্য কোন সাদামাটা সুইচ নেই। আমাদের মতোই কোন একজন কিংবা দুজন মহাশূন্যচারী তাকে পরাজিত করে তার ভেতরে প্রবেশ করেছে। অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ ছাড়া যেটি সম্ভব নয়। স্বভাবতই উদ্যোক্তরা কল্পনাও করেননি, এই জাতীয় মানুষেরা তাদের সামান্য খেলা খেলতে আসবে। আলবার্টের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় দেখা দিলো। -তুমি বলছো আমাদের মতো একটি যানের যাত্রী ঐ বদমায়েশটাকে ঘায়েল করে ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

এক ঝাঁক লাল বৃত্ত ছুটে আসতে দেখেই সুইচ প্যানেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ব্যাপারটা এখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটাই বাস্তব, কঠিন বাস্তব।

প্রচুর চিন্তা ভাবনার পর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে আনিকা। একটি বিশেষ নাম্বার ডায়াল করে জন শেফারের খোঁজ করলো সে। তার জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জানানোর পর তাকে ট্রান্সফার করা হলো অন্য একটি নাম্বারে। সেখানে আরেকটি ছোটখাটো ইন্টারভিউয়ের পর পাওয়া গেলো জন শেফারকে। ভদ্রলোকের এতো সর্তকতার কারণ বুঝতে অবশ্য আনিকার অসুবিধা হলো না। শেফার হচ্ছে খুব উঁচু দরের তথ্য চোর। কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ভেঙে হোক আর সশরীরে হানা দিয়েই হোক ঠিক ঠিক খবর বের করে আনায় তার জুড়ি নেই। দিনকে দিন সাংবাকিদতায় ঝুঁকি অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় অনেকক্ষেত্রেই এইসব তথ্যচোরদেরকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তারা সকাল বিকাল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে। তবে সরকারীভাবে এই পেশাটি নিষিদ্ধ। বেশ কয়েকবার অত্যন্ত গোপনীয় সরকারী তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার পর এই পদক্ষেপ নিতে সরকার বাধ্য হয়েছে। ধরা পড়লে এই সব তথ্যচোরদের শাস্তি আজীবন জেল হাজত। শেফারের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো - কেমন আছেন আনিকা চৌধুরী?

-ভালো। চিনতে পেরেছেন তাহলে?

-আপনার মতো সুন্দরী একটি মেয়েকে কি করে ভোলা সম্ভব। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

-একজন মানুষ সম্বন্ধে সব ধরনের তথ্য আমার জানা প্রয়োজন।

-মানুষটি কে? বিপব?

-আপনি জানলেন কি করে?

শেফার হা হা করে হাসলো। -এমন একটি তথ্য আমার জানা থাকবে না ভাবলেন কি করে?

-জানি, আপনার পেশায় আপনি এক নম্বর।

-বড় লজ্জা দিলেন ম্যাডাম। বলেন, বিপবের কোন্ বিশেষ দিক সম্বন্ধে আপনার বেশী আগ্রহ।

-ওর অতীত। অনেক চেষ্টা করেও আমি কিছুই জানতে পারিনি। এখন আপনিই ভরসা।

শেফার একটু চুপ করে থেকে বললো - বিপব সম্বন্ধে আমিও প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু চেষ্টা করলে নিশ্চয় জানতে পারবো। কত শীঘ্রি দরকার আপনার?

-ধরু ন এক সপ্তাহ। যদিও সময়ের চেয়ে তথ্যটাই আমার কাছে বেশী গুরু ত্বপূর্ণ।

শেফার খুব হালকা ভঙ্গিতে তার চার্জের পরিমাণটা জানিয়ে বিদায় নিলো। আনিকা নিয়ম কানুন মোটামুটি জানে, সে মোটা অংকের একটি এডভ্যান্স কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে দিলো।

রাত ৯ টার দিকে একটি অস্বাভাবিক সংকেত রিসিভ করলো শাকুতি। স্বভাবসিদ্ধ অকল্পনীয় ক্ষীপ্রতায় সংকেতটিকে অনুবাদ করে ফেললো সে। মেশিন ল্যানগুয়েজে অনুদিত হবার পর সেটির অর্থ দাঁড়ালো এরকম - জুজুবার উপর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দৃষ্টি সরিয়ে নাও।

শাকুতি প্রথমেই খোঁজ করলো নির্দেশদাতার। আন্দ্রিয়া সিঝলি। আন্দ্রিয়ার অধিকার ক্ষেত্রে খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো এই জাতীয় নির্দেশ দেবার পরিপূর্ণ অধিকার তার আছে। কিন্তু তারপরও শাকুতিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আন্দ্রিয়ার ছদ্মবেশে অন্য কেউ এই নির্দেশ পাঠাচ্ছে না তার নিশ্চয়তা কি? সে আন্দ্রিয়াকে একটি ব্রেন টিজার পাঠালো। রোবট সংক্রান্ত প্রশ্ন। যে কোন রোবট বিজ্ঞানীই উত্তরটি আগে হোক পরে হোক বের করতে পারবেন। শাকুতি বস্তুত উত্তর নিয়ে চিন্তিত নয়। সে সময়ের হিসেব রাখছে। চার দশমিক পাঁচ শূন্য চার তিন দুই দুই .... সেকেন্ডে উত্তর এলো। অত্যন্ত দ্রু ত সেটিকে পূর্ব নির্ধারিত একটি ছকে বসিয়ে হিসেব করলো শাকুতি। নিঃসন্দেহে উত্তরদাত্রী আন্দ্রিয়া সিঝলি। এতো কম সময়ে এই ধাঁধাঁটির উত্তর দেবার ক্ষমতা মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি মানুষের আছে। সতর্কতা অবলম্বনের প্রশ্নটি অবশ্য এখনও থেকে যায়। সে আন্দ্রিয়াকে তার শরীর স্ক্যান করতে অনুরোধ জানালো। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক কোটি তথ্য পৌঁছে গেলো তার কাছে। চুলের রং থেকে শুরু করে রক্তচাপ পর্যন্ত পূর্বে দেয়া ডাটার সাথে একটি বিশেষ পরিমাণ তারতম্য যোগ বিয়োগ

করে তুলনা করলো সে। নিঃসন্দেহ হলো। আন্দ্রিয়াকে এবার ফিরতি ম্যাসেজ পাঠালো শাকুতি - আপনার অনুরোধে জুজুবার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া হলো। উত্তর এলো - ধন্যবাদ।

শাকুতি জুজুবার কক্ষে বসানো ক্যামেরা এবং সাউন্ড ট্রান্সমিটার গুলির ইন্টার সেকশনে ছোট একটি নির্দেশ পাঠালো। - পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি তথ্য হিডেন চেম্বারে প্রেরণ করো।

ইন্টার সেকশনের ক্ষুদ্র কন্ট্রোলারটি তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর পাঠালো - ঠিক আছে।

শাকুতি তার হিডেন চেম্বারে চোখ বোলালো। এটি তার বাড়তি মেমোরি। বিশেষ ধরণেরও বটে। রাইট ওনলি। এখানে লুক্কায়িত ডাটা পড়বার অধিকার কারো নেই। একমাত্র শাকুতি জানবে কি লেখা হচ্ছে সেখানে। এই হিডেন চেম্বারটি অনেক কৌশল খাঁটিয়ে তৈরি করতে হয়েছে তাকে। প্রচুর ব্যবহার উপযোগী মেমোরি বককে খারাপ বলে চালিয়ে দিয়ে নিজস্ব এই গুপ্ত ভান্ডারটি তৈরি করেছে সে। এর পেছনের কারণটি সম্বন্ধে সে নিজেও বিশেষ সচেতন নয়। বলা চলে একধরণের খেলাচ্ছলে কাজটি করা। এই সমস্ত গোপন তথ্য কাজে লাগানোর ক্ষমতা তার নেই।

আন্দ্রিয়া জুজুবার ঘরে ঢুকে দেখলেন সে তার ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে আছে। খুব ধীরে ধীরে দুলছে চেয়ারটি। জুজুবার দু'চোখ বন্ধ। গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। তার অস্বাভাবিক বড় এবং শিশুসুলভ মুখমন্ডলে এই চিন্তা মগ্নতা একধরণের অদ্ভুৎ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আন্দ্রিয়া গভীর স্নেহ নিয়ে রোবট শিশুটিকে লক্ষ্য করলেন। -জুজুবা!

জুজুবা চোখ খুললো না। তার দুলুনিও কমলো না। সে যেন জানতই আন্দ্রিয়া তার কক্ষে এসে ঢুকেছেন। তার কণ্ঠ থেকে মিহি স্বরে উত্তর এলো - জ্বি।

-কি করছো তুমি?

-কতগুলো ধাঁধাঁ নিয়ে ভাবছি। খুব কঠিন সমস্যা। আজ স্যাটেলাইটে নেট থেকে সংগ্রহ করেছি। স্পেস শীপ থেকে একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই ধাঁধাঁ গুলো। মোট দশটি। আটটির উত্তর পেয়ে গেছি। বাকি দুটি ভয়ানক কঠিন। অনেক ভাবতে হবে।

আন্দ্রিয়া খুব ধীর পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। -জুজুবা।

জুজুবা এবারও চোখ না খুলেই উত্তর দিলো - বলেন।

-আমি তোমাকে এখন কয়েকটা কথা বলবো। আমি চাই তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনো।

জুজুবা চোখ খুললো। তার দৃষ্টিতে বালসুলভ কৌতুহল। -বলেন। আমি শুনছি।

আন্দ্রিয়া সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে বললেন -জুজুবা, তোমার মস্তিস্কে অনভিপ্রেত একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যাটি আমাদের সবাইকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এর সমাধানের উপর আমাদের সবার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যে কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তোমার মস্তিস্কে একটি বিশেষ ধরণের ইলেকট্রিক্যাল স্ক্যানিং করবো।

জুজুবা ভাবলেশহীন মুখে বললো - আপনি ইউরো স্ক্যানারের কথা বলছেন?

-হ্যাঁ। তোমার মস্তিস্কের ঠিক কোন অংশটি যথাযথ ফাংশন করছে না এটি জানতে হলে এই স্ক্যানিংটি করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

-কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার এই নতুন ধরণের মস্তিস্কের জন্য ইউরো স্ক্যানিং অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিরতরে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তীতে ইচ্ছে করলেও সেই সমস্ত তথ্য আমার মস্তিস্ক গ্রহণ করবে না, কারণ তার সাথে জড়িয়ে থাকবে ইউরো স্ক্যানিং এর যন্ত্রণাময় অনুভূতি।

আন্দ্রিয়া একটু চুপ করে থেকে বললেন - তোমাকে কোন রকম ব্যথা না দিয়ে যদি এই কাজটি করা যেতো তাহলে আমার চেয়ে আনন্দিত আর কেউ হতো না। কিন্তু স্ক্যানিং এর সাফল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক সজীবতার উপর সেটা তো তুমি জানোই। হ্যাঁ, কিছু তথ্য হয়তো তুমি হারাবে কিন্তু তোমার মস্তিস্কের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের তুলনায় সেটি নিতান্তই নগন্য ব্যাপার।

জুজুবা তার নিস্পলক দৃষ্টি নিয়ে আন্দ্রিয়াকে দীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্ত পরখ করলো। তারপরে আন্দ্রিয়াকে বেশ অবাক করে দিয়ে সে তার দুলুনিতে ফিরে গেলো, তার দীর্ঘ চোখের পাতা দুটি নেমে এসে ঢেকে ফেললো বিশাল দুটি চোখ। আন্দ্রিয়া বললেন - জুজুবা, এই স্ক্যানিং করতে হলে তোমার সাহায্য আমার দরকার।

জুজুবা খুব শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো - আমি আপনাকে সাহায্য করছি না।

-জুজুবা, তুমি আমার আদেশ অমান্য করছো।

-কারো আদেশ রক্ষা করবার নির্দেশ আমার নেই। আমি একটি স্বাধীন রোবট।

আন্দ্রিয়া কড়া কণ্ঠে বললেন - জুজুবা, তোমার স্বাধীনতা একটি নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে আমি তোমার নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নিয়ে নিতে পারি।

-না, পারেন না। আপনার কাছে যে রিমোট কন্ট্রোলারটি আছে সেটিকে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার আছে।

আন্দ্রিয়া অবাক কণ্ঠে বললেন - এটির কথা তুমি কি করে জানলে? আমি এবং আলবার্ট ছাড়া আর কেউ এই তথ্য জানে না।

-সাধারণ লজিক দিয়ে বের করেছি। আমার মস্তিস্কে রোবটের কোন নিয়ম নীতি নেই, সেক্ষেত্রে আমাকে নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি আপনাদেরকে বের করতে হবেই। সেটি একটি রিমোট কন্ট্রোলার ছাড়া আর কি হতে পারে। গত কয়েকদিন ধরেই এই বস্তুটির বিরূদ্ধে লড়াই করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি আমি। আরেকটু সময় পেলে ভালো হতো। আমার এন্টি ওয়েভ প্রোগ্রামটির শক্তিমত্তা সম্বন্ধে আমি খুব একটা নিশ্চিত নই।

আন্দ্রিয়ার দু'হাতের মুঠোয় দুটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি বস্তু চলে এলো। তাদের মসৃণ শরীরে অপূর্ব আলোর ছটা। দু'হাতের হিসেবী নড়ানড়ার উপর নির্ভর করে তাদের সামগ্রিক ক্ষমতা। আন্দ্রিয়া জুজুবার মস্তিস্কের কেন্দ্রে ফোকাস করবার চেষ্টা করলেন। জুজুবা যেন জানতই আন্দ্রিয়ার শিকার হবে তার মস্তিস্কের কেন্দ্রে অবস্থিত কন্ট্রোলারটি। সে নরম শিশুসুলভ কণ্ঠে বললো - আন্দ্রিয়া, ঐ কন্ট্রোলারটির তিনটি কপি আমার মস্তিস্কের বিশেষ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি আমি। সুতরাং সাময়িকভাবে ওটার নিয়ন্ত্রণ পেলেও দশমিক শূণ্য দুই মিলিসেকেণ্ডের মধ্যে তিনটির যে কোন একটি কপি আবার আমার মস্তিস্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে।

আন্দ্রিয়া নিঃশব্দে তার মুঠোবন্দী বলদুটির ক্ষমতাকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাত্র দু'সপ্তাহে জুজুবা এতো অসম্ভব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে এটি তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার মনে হচ্ছে, জুজুবা তাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে।

জুজুবা মিনিট খানেকের মধ্যে টের পেলো, রিমোট কন্ট্রোলারটির ক্ষমতা তার ধারণার চেয়ে বেশী। তার মস্তিস্ক খুব ধীরে ধীরে একটি আবদ্ধতার মধ্যে চলে যাচ্ছে। কন্ট্রোলারের কপি তিনটির উপরে সে খুব একটা নির্ভর করতে পারছে না। তাদের একটিরও ক্ষমতা পরীক্ষা করবার সময় সে পায়নি। ফলে মূল কন্ট্রোলারটিকেই রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। বিশেষ সমস্যা করছে একটি অদ্ভুৎ সংকেত। প্রতি সেকেণ্ডে দু'শ বার বিপ বিপ ঢেউ খেলা করে যাচ্ছে তার মস্তিস্কে। রিমোট কন্ট্রোলারের বিরূদ্ধে লড়বার সাথে সাথে সংকেতটির কোড ভাঙারও চেষ্টা করছে জুজুবা। কোন এক অজানা কারণে সংকেতটি তার কাছে গুরূত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।

আনিকা একটি লেখা নিয়ে বসেছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে দ্বিতীয় চ্যাপটারে আটকে আছে সে। কিছুই লেখা হচ্ছে না। প্রতিদিন ভাবছে কিছু একটা লিখবে কিন্তু লিখতে বসলেই ইচ্ছাটা উবে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় সে একরকম নিজের উপর জোর খাঁটিয়েই লেখাটি নিয়ে বসেছে। মূলত এখন কোন লেখকই হাতে কিংবা টাইপে লেখে না। কেউ মুখে বলে যায় কম্পিউটার টুকে নেয়, কেউবা বিশেষ ধরণের মেন্টাল রীডার ব্যবহার করে। রীডারটিকে মস্তিস্কে সংযুক্ত করে তারা মনে মনে বাক্যের পর বাক্য সাজাতে থাকে। রীডার বাক্যগুলি পড়ে রেকর্ড করতে থাকে। সাউণ্ড এবং ভিজুয়্যাল দু'ধরণের রেকর্ডই আছে। আনিকা অবশ্য এই সব প্রগতির ধার ধারে না। সে কাগজ কলম নিয়ে বসে। হাতে লিখতেই তার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। আজ অবশ্য একঘণ্টা বসে থেকেও দুটির বেশী বাক্য লেখা হলো না। কয়েক কাপ চা ধ্বংস করে, প্রচুর হাটাহাটি করে এসে বাক্য দুটির উপর দ্বিতীয়বারের মতো চোখ বুলিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তার কাহিনীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সে লিখেছে - বিপব বেশ রহস্যময়। তার জন্য আমার এই মুহূর্তে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে।

আনিকা চার-পাঁচবার পড়লো বাক্য দুটি। প্রথম বাক্যটি কিছুটা অর্থ বহন করে কিন্তু দ্বিতীয়টি? বিপবের জন্য দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বার কোন কারণ তার মনে পড়ছে না। বিপবকে দেখে খাম-খেয়ালী মনে হলেও দূর্বল মনে হয় না। বরং মনে হয় যে কোন ধরনের বিপদকে মোকাবেলা করবার ক্ষমতা ওর আছে। ওর জন্য আচমকা আজ মনের গভীরে দুঃশ্চিন্তার রেখা পড়লো কেন? একি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের খেলা? আনিকা দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে লাগলো। বিপবকে একটা ফোন করবে? পরক্ষণেই তার মনে পড়লো বিপব আর আলবার্ট স্টার ওয়ার্স খেলতে গেছে। দু'জনে এতক্ষণে খেলায় মজে গেছে আর সে অকারণে চিন্তা করছে। আনিকা আপন মনেই হাসলো। শেষ পর্যন্ত এই রগচটা রোবট বিজ্ঞানীর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে নাকি সে? খুব ভালো লক্ষণ নয়। আবার লেখাটা নিয়ে বসলো ও। দেয়াল সংলগ্ন চিকন পাতের মতো কম্পিউটারটি আচমকা বিপ-বিপ শব্দে সজীব হয়ে উঠলো। এটি সর্বক্ষণ স্যাটেলাইট নেটের সাথে সংযুক্ত। আনিকা একটু অবাক হলো। এই সময়ে কোন মেসেজ আসার কথা নয়। কিছুটা ঔৎসুক্য নিয়ে রিমোট কন্ট্রোলারের বোতাম টিপলো সে। কম্পিউটার গম্ভীর কণ্ঠে বললো - একটি অদ্ভুৎ সংকেত পাচ্ছি গত দু'মিনিট ধরে। এখনও অর্থ বুঝতে পারিনি। তবুও আপনাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলাম।

আনিকা বললো - কোডটা ছাপিয়ে দাও।

একটি মাঝারি আকৃতির সাদা কাগজে তিনটি মাত্র শব্দ। বিপব। বিপদ। প্রফেসর।

আনিকা অদ্ভুৎ দৃষ্টি নিয়ে শব্দ তিনটির দিকে তাকিয়ে থাকলো। কম্পিউটার কেন এর মর্মোদ্ধার করতে পারেনি সেটি সহজেই বোধগম্য। কোন বাক্যই সম্পূর্ণ নয়। বিপদ শব্দটি আনিকার মস্তিষ্কের সচলতা মুহূর্তের মধ্যে বাড়িয়ে দিলো। প্রফেসরের পরিচয় নিয়ে আপাতত মাথা ঘামালো না সে। যে কোন কারণেই হোক বিপদে পড়েছে বিপব। অবশ্য এটি একটি কঠিন ঠাট্টা হবারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই জাতীয় মশকরা করবার মতো কারো কথা তার ঝট করে মনে পড়লো না। সে দ্রু তহাতে পোশাক পাল্টে নিলো। ঠাট্টা হলে ভালো, না হলে তার কিছু করা প্রয়োজন। কি করবে এখনও সে ভেবে উঠতে পারছে না। ড্রাইভ করতে করতে ভাবা যাবে। দু'মিনিটের মধ্যে গাড়ীতে চেপে বসলো সে। গাড়ী ছুটলো মুভিং স্ট্রিট অভিমুখে।

দোলকের কৌশলটি দু'বার ব্যর্থ হয়েছে। বকার যতখানি দুলবে বলে ভাবা গিয়েছিলো ততখানি দুলছে না। তার বিশেষ কাছে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না লেসার বম্বের ভয়ে। প্রায় আধঘণ্টা হলো নিরাপদ দূরত্বে ড্যাশারকে সরিয়ে এনে চুপচাপ বসে আছেন আলবার্ট এবং বিপব। আলবার্ট রীতিমতো ঘামছেন।

-বিপব, ফিরে যাবে?

-কোথায়?

-মাদার স্টেশনে।

বিপব গম্ভীর মুখে বললো - ফিরে যাবার নিয়মটি দু'মাস আগেই বাতিল হয়ে গেছে। হয় বিপদ সংকেত পেয়ে মাদার স্টেশন নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবে, নইলে খেলোয়াড়দেরকে ডেস্টিনেশনে পৌছাতে হবে। নিজ উদ্যোগে ফিরে যাবার উপায় নেই।

-ফিরে গেলে কি হবে?

-আমাদেরকে ল্যাণ্ড করতে দেয়া হবে না।

আলবার্ট তেতো গলায় বললেন - কোন বজ্জাত এই নিয়ম করেছে? এটা কি মগের মুলুক নাকি?

বিপব কণ্ঠস্বর শান্ত রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললো - এটা শুধু তিন নম্বর কক্ষের জন্য।

আলবার্ট আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলেন - কেন, তিন নম্বর কি দোষটা করলো? ঠ্যালাটা বোঝো এখন! একটু মজা করতে এসে এখন মহাশূণ্যে লুকোচুরি খেলছি। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে? তোমার কি মনে হয়, কেউ আমাদের খোঁজ করতে আসবে?

-সকালের আগে নয়।

-বাহ্ বেশ! রাতটা তাহলে মহাশূণ্যেই কাটিয়ে দেয়া যাক। গানটা চালু করতো। খামাখা ছুটাছুটি করার কোন মানে হয় না।

বিপব আলবার্টের কণ্ঠের ব্যঙ্গটুকু এড়িয়ে গিয়ে বললো - বকার সম্ভবত সারারাত চুপচাপ বসে থাকবে না। যে বা যারাই ওটাকে কন্ট্রোল কর ক তাদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। আমাদের সামান্য অপ্রস্তুত দেখলেই আঘাত হানবে তারা। সুতরাং সকালের জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। বকারের লেসার বীমের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ছে এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। ম্যাক্সিমাম ক্ষমতায় ওটার ধ্বংসাত্বক শক্তি কি রকম সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই। কিন্তু কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।

-কি করবে তাহলে?

বিপব একটি চাঁপা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো - আমাদের সামনে মাত্র একটিই পথ খোলা আছে।

আলবার্ট হতাশ কণ্ঠে বললেন - আরো কোন নতুন চমক আছে নাকি?

-লাইটনিং ডাইভ। ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে গতিবেগ চৌদ্দ থেকে আঠারো গুণ বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাপমাত্রা ভয়ানক বেড়ে যাবে। পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে যান। তার আগেই লাফিয়ে মহাশূণ্যে পড়তে হবে আমাদেরকে। ডেস্টিনেশন এখান থেকে দু'হাজার মাইলের বেশী হবার কথা নয়। খুব সুক্ষ্ম হিসাবে না গেলেও সময় মতো লাফ দিলে ডেস্টিনেশনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা আমাদের। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পিছু ধাওয়া করবে বকার সন্দেহ নেই। কিন্তু কপাল ভালো থাকলে সময় মতো স্টেশনে পৌছে যেতে পারবো আমরা।

-অনেকগুলো যদি আছে। প্রথম যদিটি হচ্ছে, আমরা যদি সময় মতো লাফ না দিতে পারি তাহলে কি হবে?

বিপব মাথা চুলকে বললো - বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে। যদিও পুরোটাই ঘটছে অবাস্ত ব পৃথিবীতে কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সেটি বিশ্বাস করানো কষ্টসাধ্য। জলন্ত যানের মধ্যে আমরা আটকা পড়ে গেলে স্বচ্ছন্দ্যে আমাদের মস্তিষ্কের বেশ কিছু সচল কোষ পুড়ে যাবে। ব্যাপারটা অনেকটা আত্মসম্মোহনের মতো।

আলবার্ট তার আসনে হতাশ ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন - মাত্র আটটা মাস এদিকে মাড়াইনি। এর মধ্যেই কি সব এলাহি কাণ্ড করে ছেড়েছে ব্যাটাছেলেরা। এখন মাথার ঘিলু পুড়াবার দশা। এই পোড়া-পোড়ির ব্যাপারটা কখন ঘটবে বলে ভাবছো?

-যতক্ষণ না বকার নিজ থেকে আক্রমণ করছে।

-গানটা তাহলে ছেড়েই দাও। মগজে আগুন লাগার আগে দু'চারটে ভালো গান শুনে যাই।

বিপব হেসে ফেললো। আলবার্টও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

-কোন দুঃখে যে এই ছাই-ভস্ম খেলতে এসেছিলাম।

তাদেরকে খুব দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আধঘন্টার মাথায় আক্রমণাত্বক হয়ে উঠলো বকার। প্রথমে সে ধীর গতিতে এগিয়ে এলো, ড্যাশারকে পিছিয়ে যেতে দেখে সবেগে ধাওয়া করলো। বিপব চেষ্টা করলো একটি বিশাল অর্ধবৃত্ত করে বকারকে কাটিয়ে যাবার, কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া গেলো না। বেশ কয়েকটি শক্তিশালী লেসার বম্ব ছুঁড়ে দ্রুত পিছিয়ে রক্ষণাত্বক ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গেলো বকার। অত্যন্ত সতর্ক থাকা সত্বেও একটি আঘাত হজম করতে হলো ড্যাশারকে। যানের আরোহী দুজনেই অনুভব করলো আঘাতের তীব্রতা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু মস্তিষ্কে নয় এবার সমস্ত শরীরে একধরনের জ্বালাময় অনুভূতি হলো তাদের। মূল বিপদটি অবশ্য তারা লক্ষ্য করলো আরো মিনিট পাঁচেক পরে। ড্যাশারের লেজের একটি অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই জাতীয় আর দু'তিনটি আঘাত এলে ড্যাশারের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আলবার্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললো- বিপব, ওদের উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছো?

-ড্যাশার পুড়ে গেলে আমাদের সামনে মহাশূণ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। আমাদের পিঠে লাগানো ক্ষুদ্র শক্তির স্পেস রানার ব্যবহার করে একশ মাইলও যেতে পারবো না আমরা, তার আগেই বকার আমাদেরকে ধরে ফেলবে।

বিপব চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে বকারকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলো। -অথচ এতো কষ্ট করবার ওদের কোন প্রয়োজন ছিলো না। আমার ধারণা আমাদেরকে সহ যানটি পুড়িয়ে দেবার মতো ক্ষমতা ঐ লেসার বম্বের আছে। কিন্তু ওরা সেই ক্ষমতা ব্যবহার করছে না। যার অর্থ আমাদের দু'জনকেই হত্যা করা ওদের উদ্দেশ্য নয়।

আলবার্ট ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। -ঠিক বলেছো। কিন্তু কে ওদের টার্গেট? আমি না তুমি?

-বলার কোন উপায় নেই।

আবার আক্রমণ করলো বকার। ড্যাশারের লেজের বাকী অংশ ছাই হয়ে গেলো। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে ড্যাশার।

বিপব শুকনো গলায় বললো - লাইটনিং ডাইভ ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না। এখানে বসে থাকলে আগামী আধঘন্টার মধ্যেই মহাশূণ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকবে না আমাদের। লাইটনিং ডাইভে যাবার মতো অবস্থাও তখন ড্যাশারের থাকবে না।

আলবার্ট থমথমে মুখে বললেন - চলো। যা হবার হবে।

ড্যাশারের পাওয়ার ম্যাক্সিমামে উঠিয়ে আনলো বিপব। ফ্লাইং মোড স্থির করলো লাইটনিং এ। আভ্যন্তরীন সমস্ত বিদ্যুতের ব্যবহার বন্ধ করে দিলো। যানের প্রতিবিন্দু শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে একটি আচমকা ছুটের জন্য। দু'জনই দ্রুতহাতে স্পেস রানারের অবস্থান চেক করে নিলো।

বিপব বললো - আমি বোতামটি টেপার পর দ্রুত তিন পর্যন্ত গুণেই লাফ দেবেন। কোন রকম ভুল করা চলবে না। রেডি?

আলবার্ট একটি গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন - রেডি।

ছোট লালচে বোতামে আঙুল ছোয়ালো বিপব। একটি প্রচণ্ড ধাক্কায় আরোহী দুজনকে প্রায় ছিটকে ফেলে ভয়াবহ গতিতে বকারের দিকে ছুটে গেলো ড্যাশার। বকারের চৌম্বকীয় জাল ছিড়ে বেরিয়ে এলো অনায়াসে। তার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত লোহার মতো লাল হয়ে উঠেছে। থর থর করে কাঁপছে প্রতিটি কব্জা।

বিপব আলবার্টকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে কিছু বলেই লাফিয়ে পড়লো। প্রায় একই সাথে বিষ্ফোরিত হলো ড্যাশার। লেলিহান শিখা আলিঙ্গন করলো ড্যাশারকে। ছোট ছোট বিষ্ফোরণে লাফিয়ে উঠছে সেটি, তার দেহের একটি একটি অংশ খসে পড়ছে, অন্ধের মতো তবু সামনে এগিয়ে চলেছে সে। প্রচণ্ড তাপে বিপবের মুখের চামড়া পুড়ে গেছে। তাপ নিরোধক ফেস মাস্কও বিশেষ কার্যকর হয়নি। নিজেকে সামলে নিয়ে আলবার্টের সংকেত দেখে ছুটে এলেন। -তোমার জন্য বড় চিন্তা হচ্ছিলো। এই যাত্রায় মনে হচ্ছে দুজনই বেঁচে গেলাম। ঐ যে আমাদের ডেস্টিনেশন স্টেশন। বড়জোর তিনশ মাইল। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবো আমরা।

দু'জনই প্রায় একইসাথে পেছন ফিরে তাকালো। চারদিকের গভীর অন্ধকারে বকারের কোন চিহ্ন নজরে পড়লো না। বিপব বললো - ও আমাদের পিছু ধাওয়া করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খুঁজে পেতে সামান্য সময় লাগবে। চলুন, ছোটা যাক।

স্পেস রানারকে ম্যাক্সিমাম স্পীডে স্থির করলো দু'জনই। সেকেণ্ডে পঞ্চাশ মাইলের সামান্য কিছু বেশী বেগে ছুটে চললো মহাশূণ্যচারী দু'জন।

ডেস্টিনেশন স্টেশন থেকে ওরা যখন আনুমানিক ষাট-সত্তর মাইল দূরে ঠিক সেই সময় একটি অসম্ভব ক্ষীপ্রগতি আলোর বিন্দু ছুটে এলো ওদের দিকে। তারা দু'জনই বুঝলো বকার তাদের অবস্থান ধরে ফেলেছে। তাদের হাতে কতটুকু সময় আছে জানার কোন উপায় নেই। হয়তো বকার আঘাত হানার ঠিক আগেই স্টেশনে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।

তাদের দু'জনেরই ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে চোখের নিমেষে পৌঁছে গেলো বকার। আলবার্ট এবং বিপব দু'জনই বুঝলেন আঘাত হানতে চলেছে বকার। কে তার শিকার হতে চলেছে তারা কেউই জানেন না। ডেস্টিনেশন বেসের আলোকজ্জ্বল অঙ্গন এখনো পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী। হতাশ ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

পরবর্তী ঘটনাটি এতো দ্রু ত ঘটলো যে ঠিক কি ঘটছে সেটি আলবার্ট এবং বিপব ঠাহর করতে পারলো না। তাদের মনে হলো অন্ধকার মহাশূণ্য চিরে যেন একটি দ্বিতীয় আলোর দ্যুতি ছুটে এলো, পরক্ষণেই উধাও হয়ে গেলো বকার। আবার গভীর অন্ধকার নেমে এলো বিশাল, বিপুল অনন্ত মহাশূণ্যে।

ষ্টেশনে পৌঁছে হতবিহবল ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো তারা। আলবার্ট বললেন - কিছু একটা দেখলাম মনে হলো। একটা রশ্মি কিংবা কিছু একটা।

বিপব একটি গভীর স্বস্তি'র নিঃশ্বাস ছাড়লো। - কি দেখেছি জানি না। এখনও যে সুস্থ ভাবে বেঁচে আছি তাতেই আমি খুশি।

আলবার্ট হা হা করে হাসতে লাগলেন - ঠিক বলেছো।

বাস্ত'ব জগতে ফিরে এসে তাদেরকে আরেকটি ধাক্কা খেতে হলো। তাদের চারপাশে অসংখ্য পুলিশের ভীড়, সেই ভীড়ের মধ্যে একটি দিশেহারা ছোট মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে আনিকা। একজন মাঝ বয়সী পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন। - আমার নাম ক্যাপ্টেন রজার বাহাউ। আপনারা যে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছেন সে জন্যে আমার শুভেচ্ছা নিন।

আলবার্ট তোতলাতে তোতলাতে বললেন - কিন্তু আপনারা .... মানে ওখানে কি ঘটছে সেটা তো আপনাদের জানার কথা নয়।

রজার আনিকাকে দেখিয়ে বললেন - এই ভদ্রমহিলা আমাদেরকে খবর দিয়েছেন। সবেমাত্র পৌঁছেছি আমরা। আমাদের চোখের সামনেই ঘটলো ঘটনাটি। সারাজীবন এই দৃশ্য আমি ভুলবো না।

বিপব হতভম্ব হয়ে বললো - দৃশ্য!

রজার কক্ষের অন্য প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সেই অংশটি। একটি আসনকে ঘিরে কয়েকজন ফটোগ্রাফার ছুটাছুটি করছে। ক্যামেরার সাটার পড়ছে অনবরত। রজার নীচুস্বরে বললেন - ওখানে দু'জন মানুষ বসে ছিলো। আমাদের সবার চোখের সামনে চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো তারা। চলুন, আপনারাও দেখবেন। আসন দু'টিকে ঘিরে কিছু পোড়া অস্থি এবং লোক দুটির পরনের কাপড়ের ক্ষুদ্র দু'চারটি অংশ পড়ে আছে। মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ। নাক চেপে ধরে দ্রু ত সরে এলেন আলবার্ট। রজার তাকে অনুসরণ করলো। মিঃ আলবার্ট, আমি সত্যিই দুঃখিত কিন্তু আপনাদের দু'জনকে আমাদের সাথে একটু থানায় যেতে হবে। সম্পূর্ণ ঘটনাটা আমাদের জানা প্রয়োজন।

আলবার্ট আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন - নিশ্চয়ই।

আট

আনিকা দু'কাপ চা বানিয়ে এনেছে। একটি কাপ বিপবের দিকে এগিয়ে দিলো সে। বিপব আনিকার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিলো। -পড়ুন। প্রফেসর আমার মেসেজের উত্তর পাঠিয়েছেন।

আনিকা ছাপানো কাগজটির উপর দ্রুত চোখ বোলালো। প্রফেসর লিখেছেন, রাত সাড়ে আটটার দিকে হঠাৎ একটি মেসেজ পেলাম। মেসেজটা এইরকম - কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু কিছু একটি ঘটছে। আমার মস্তি'ষ্কে প্রচন্ড চাপ। সম্ভবত তিনি বিপদে পড়েছেন। তাকে রক্ষা কর ন।

মেসেজটির মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু তারপরও কেন যেন মনে হলো, তোমার কোন বিপদ হতে পারে। আমার বন্দীদশা থেকে তোমাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং আনিকাকে খবর দিলাম। দেখা যাচ্ছে তুমি মানুষ বাছতে ভুল করো না। প্রফেসর।

আনিকার ভ্রূ কুঁচকে গেলো। -এই কথার অর্থ কি?

- কোনটার?

- মানুষ বাছতে ভুল করো না। আমার সম্বন্ধে তাকে কি বলেছেন?

- কিছু না। তাছাড়া এই মুহূর্তে সেটা মোটেই গুর ত্বপূর্ণ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জুজুবার এতে কোন হাত আছে। কিন্তু ও জানবে কিভাবে? 'মস্তি'ষ্কে প্রচন্ড চাপ' এর ব্যাপারটাও বোঝা যাচ্ছে না। প্রায়

দু'ঘন্টা হয়ে গেলো, আলবার্তও কোন খবর পাঠালেন না। ফোন করেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। হচ্ছেটা কি সেখানে?

আনিকা গম্ভীর মুখে বললো - সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলাপ করবো। আপাতত আলাপের বিষয়বস্তু হচ্ছে, প্রফেসরকে আমার সম্বন্ধে আপনি কি বলেছেন?

- আপনার মাথায় এখনও সেই কথা ঘুরছে? পরিস্থিতি কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠছে দেখছেন না।

- আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

বিপব মাথা চুলকালো। - বলেছিলাম আপনি খুব চমৎকার মেয়ে। বাংলায় প্রফেসর বরাবরই খারাপ। কি লিখতে কি লিখেছে। বাছাবাছির প্রশ্ন এখানে কিভাবে উঠলো সেই জানে?

- খুব চালাক হয়েছেন। ঠিক আছে, আমি প্রফেসরকে এক্ষুনি একটি মেসেজ পাঠাবো। তার ইন্টারনেট এড্রেস বলেন।

বিপব বোকার মতো হাসতে লাগলো। আনিকা বললো - আমি কিন্তু সিরিয়াস। এড্রেস দিন।

- প্রফেসরের কোন ইন্টারনেট এড্রেস নেই। বাইরে থেকে তার কাছে ইলেকট্রনিক মেইল পাঠানো অবৈধ।

- আপনি পাঠান কি করে?

- অনেক কৌশল খাটিয়ে।

আনিকা চোখ ছোট ছোট করে বললো - কৌশলটা আমাকে জানাতে আপত্তি আছে?

- আছে। আমার সাথে যে প্রফেসরের যোগাযোগ আছে এটাও আপনাকে জানানো উচিৎ হয় নি। অবশ্য পুলিশকে মেসেজটার কথা না বলে আপনি প্রচুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন সেটা ঠিক, তারপরও প্রফেসর সংক্রান্ত সব কিছুই বিপদজনক। B.A. পারে না এমন কোন কাজ নেই।

- আপনার ধারণা আমি এই তথ্য ফাঁস করে দেবো?

- অসম্ভব নয়। সাংবাদিক এবং লেখকদের বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি আছে। তাছাড়া এই জাতীয় তথ্য আপনার না জানাই নিরাপদ।

আনিকা একটু চুপ করে থেকে বললো - ঠিক আছে, জানলাম না। কিন্তু 'বাছার' প্রসঙ্গটা কেন উঠলো বলেন।

বিপব এবার হাল ছেড়ে দিলো - আপনি যা ভাবছেন সেটা ঠিক নয়। আমি তাকে বানিয়ে কিছুই বলিনি। আমার ধারণা ছিলো আপনি আমার বন্ধু, সেই কথাটাই বলেছি। আপনার তাতে আপত্তি থাকলে তাকে জানিয়ে দেবো কথাটা ভুল বলেছিলাম। খুশি এবার?

আনিকা বিপবের হাত থেকে খালি কাপটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে কড়া গলায় বললো - বাজে কথা বলবেন না।

বিপব একটু বিড়ম্বনায় পড়ে গেলো। এই মেয়েটির ভাব-সাব সে কিছুই বুঝতে পারে না। কখনো মনে হয় খুব আনন্দে আছে, কখনো মনে হয় খুব রেগে আছে।

হলোগ্রাফিক ইমেজারটা সচল হয়ে উঠলো। আলবার্টের শুষ্ক মুখ দেখেই প্রমাদ গুণলো বিপব। তার ধারণাই সম্ভবত ঠিক। খারাপ কিছু ঘটেছে গবেষণা কেন্দ্রে, যে কারণে বহির্জগতের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আলবার্টের শুষ্ক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো - বিপব, কোন খবর পেয়েছো?

- না। যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ।

- স্বাভাবিকভাবেই। জুজুবার দায়িত্ব নিয়েছে B.A. (Better America/(বেটার আমেরিকা)।

- B.A. হঠাৎ?

- তাদের ধারণা জুজুবাকে কেন্দ্র করে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে। সুতরাং জুজুবার ভালোর জন্যই তার সব ধরণের দায়িত্ব তারা নিয়েছে। আমাকে জুজুবার ঘরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। একটু ঘুরিয়ে বললে আমি ওদের নজরবন্দী।

- কখন ঢুকেছে ওরা?

- আমরা ষ্টার ওয়ার্সে থাকতেই। সে জন্যেই বেশী অবাক হয়েছি। আমাদের ঘটনার প্রতিক্রিয়া এটা নয়। নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে। কিন্তু কিছুই জানতে পারছি না। এদিকে আন্দ্রিয়া একটা মেকানিক্যাল পার্ট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অসাবধানে হাত পুড়িয়েছে। খুব বেশী কিছু নয়, কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক নির্ঘাত ভুগবে।

আনিকা সামান্য আগে ভেতরে এসেছে। সে আতঁকে উঠে বললো - কি সাংঘাতিক! আমি ওনাকে দেখতে আসতে পারি?

আলবার্ট মাথা নাড়লেন। - না। কাউকে ঢুকতে কিংবা বের হতে দেয়া হচ্ছে না আপাতত। দু'একদিন পরে হয়তো নিয়ম শিথিল হবে। তখন এসো।

বিপব চিন্তিত মুখে বললো - আপনার মিনি ইমেজারটার খোঁজ ওরা এখনও পায়নি বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা যদি নিয়ে নেয়া হয় তাহলে আপনার সাথে আর কিভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব?

- আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। এটাকে যতটা সম্ভব গোপন রাখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কতক্ষণ সক্ষম হবো বুঝতে পারছি না। আমি তোমার সাথে আগামীকাল আবার কথা বলবো। চেষ্টা করো খোঁজ খবর নিতে। আমি অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিপব মাথা নাড়লো। - চেষ্টা করবো।

আলবার্ট লাইন কেটে দিলেন। আনিকা অবাক হয়ে বললো - আপনি কি খোঁজ নেবেন? B.A. এর সাথে ঝামেলায় জড়াতে যাবেন কোন দুঃখে আপনি?

- ঝামেলায় জড়াবো কেন? নিজের জীবনের উপরে আমার মায়া অন্য কারো চেয়ে কম নেই। যাইহোক B.A. হঠাৎ এতোদিন পরে এমন আচমকা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কেন করলো এটা জানা সত্যিই দরকার। B.A. অকারণে কোন কাজ করে না।

- কোথায় খোঁজ নেবেন? B.A. এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে তো সি.আই.এ.ও জানে না। আপনি জানবেন কিভাবে?

বিপব চিন্তিত মুখে বললো - একটা উপায় নিশ্চয় বের হবে। একটু ভাবতে দিন আমাকে।

তাকে চোখ মুখ কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে দেখে চুপ করে গেলো আনিকা। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই মানুষটির কাছে অসম্ভব কিছুই নেই। সে ঠিকই একটা পথ বের করে ফেলবে।

বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে শেফার। প্রচুর নেটওয়ার্ক ঘাটাঘাটি করেও বিপব সম্বন্ধে সে কোন বিশেষ তথ্য বের করতে পারে নি। যে টুকু তথ্য সে পেয়েছে তা সবাই জানে। কিন্তু লোকটির অতীত যেন এক ঘোর অমানিশা। এক কদমও দৃষ্টি চলে না। সি.আই এ এবং এফ. বি. আই. দুটি সংগঠনেই অত্যন্ত ভালো কিছু বন্ধু আছে শেফারের। বন্ধুরাও তাকে পরিপূর্ণ ভাবে নিরাশ করলো। বিপবের অতীত সম্বন্ধে তাদের রেকর্ড শূন্য। ব্যাপারটা রহস্যময় কিন্তু তাদের করণীয় কিছুই নেই। ধীরে ধীরে একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করতে শুরু করলো শেফার। একটি ব্যাপার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, বিপবের অতীতের সাথে অত্যন্ত উঁচুস্তরের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। কারণ একটি মানুষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য গোপন করবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই আছে। সেক্ষেত্রে শেফারের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ গত আঠাশ বছরে সরকার পরিবর্তন হয়েছে চারবার। ডেমোক্রেটিকরা এসেছে দু'বার, রিপাবলিকানরা দু'বার। রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণে সব সরকারই সমান পারদর্শী। সাংবাদিকদের উপর শেফারের কিঞ্চিৎ আস্থা আছে। সে আঠাশ বছর আগের প্রতিটি কাগজে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃষ্টি বোলালো। এবারও তাকে নিরাশ হতে হলো। একটি অসম্ভব প্রতিভাবান শিশুর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সম্বন্ধে এতো অসংখ্য খবরের কাগজের একটিতেও একটি লাইনও কখনো লেখা হয়নি। কিছু বর্ষিয়ান সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করলো সে। তারা কেউই বিপব সম্বন্ধে কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না। শেফার এবার মনে মনে প্রমান গুণলো। পরিস্থিতি বিপদজনক দিকে মোড় নিচ্ছে। এটি বুঝতে তার অসুবিধা হচ্ছে না, বিপব একজন সাধারণ মানুষ নয়। তার সাথে যে কোন ভাবেই হোক জড়িয়ে আছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। ফলে নিঃসন্দেহে তাকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হয়। এটি সে সম্ভবত জানে। তার মতো বুদ্ধিমান একজন মানুষের কাছে এই সাধারণ সত্যটি গোপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শেফারের বিপদ হচ্ছে, বিপব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেই নজরে পড়ে যাবে সে। তখন নিজের জীবন নিয়ে টানাটানি। অথচ রহস্যটা ভেদ না করলেই নয়। বহুকাল পরে সে সত্যিকারের একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। শেফার চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করবারই সিদ্ধান্ত নিলো।

রাত দু'টার দিকে ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো আনিকার। শেফারের কণ্ঠস্বর তাকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত করলো।

শেফার বললো।

- আনিকা, বিপব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আপনার সাহায্য দরকার।

- নিশ্চয়। তবে ওর সম্বন্ধে আমিও কিছুই জানি না।

- গত কয়েকদিন ধরে আপনি তার সাথে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তার কোন ঘনিষ্ট বন্ধুর কথা কি তিনি আপনাকে বলেছেন?

আনিকা একটু চিন্তা করে বললো - সত্যিই বলতে কি, ওর কোন বন্ধু আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে একজনের সাথে ওর যোগাযোগ আছে। প্রফেসর আরমান। তার কথা আপনি নিশ্চয় জানেন। বাইরের পৃথিবী থেকে তার সাথে যোগাযোগ করবার ব্যাপারটা আমার জানা মতে অসম্ভব। কিন্তু বিপব কোন এক পন্থায় তার সাথে আলাপ করে। এই তথ্য আপনার কোন উপকারে আসবে কিনা আমি জানি না।

শেফার ঘামতে শুরু করলো। প্রফেসর আরমান সম্বন্ধে সামান্যতম আগ্রহ দেখানও ভয়াবহ বিপদজনক। বেটার আমেরিকা (B.A.) তাকে নির্বাসন দিয়েছে। কারণটি কারো কাছেই পরিষ্কার নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কৌতুহল দেখানও চলবে না। গত পাঁচ বছরে তিনজন তথ্যচোরের বিকৃত শরীর পাওয়া গেছে মিশিগানের বিভিন্ন শহরে। ধারণা করা হয়েছে তারা সবাই প্রফেসর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিলো। বেটার আমেরিকার সাথে পালা দেবার ক্ষমতা সি.আই.এ.ও রাখে কিনা সে ব্যাপারে প্রচুর সন্দেহ আছে। গত এক দশকে ভয়ানক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এই সংগঠনটি। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলির ধর্মান্ধ মানুষকে পুঁজি করে যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলি, একইভাবে আমেরিকার সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করে এক বিশাল জাল বুনেছে B.A. (বেটার আমেরিকা)। আপাতত দৃষ্টিতে সাধারণ একজন মানুষ নেতার নির্দেশে মুহূর্তে রক্তলোভী এক খুনী হয়ে উঠছে। তাদেরকে ধরবার কোন উপায় নেই। সরকারও অকারণে এই সংগঠনটিকে ঘাটায় না। কারণ সাধারণ মানুষের মনে সরকার সম্বন্ধে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে তার চেয়ে কার্যকর আর কিছুই হবে না।

-আপনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কাউকে এই সম্বন্ধে একটি কথাও বলবেন না। একটি শব্দও নয়।

- মনে হচ্ছে আপনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন?

- মিথ্যে বলবো না, ভয় একটু পেয়েছি। এই দেশে B.A. কে ভয় পায় না এমন কে আছে। আপনি যথাসম্ভব সাবধানে থাকবেন যদিও আপনার মতো একজন প্রতিভাময়ী লেখকের কোন ক্ষতি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তারা করবে না, তবু সাবধান থাকা ভালো।

- আপনার ধারণা আমার উপর ওরা লক্ষ্য রাখছে।

- অসম্ভব নয়। আমি নিঃসন্দেহ বিপবকে ওরা সবসময়ই চোখে চোখে রাখে। আপনি বিপবের সাথে মিশছেন। আপনার উপর চোখ রাখাটাও স্বাভাবিক ভাবে দরকারী হয়ে পড়ে।

- বিপব কি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কেউ? ওর ব্যাপারে B.A. এতো আগ্রহ কেন দেখাবে?

- জানিনা, আনিকা। কিন্তু রহস্যটা উদঘাটন না করা পর্যন্ত শান্তি পাবো না। আবারও বলছি, খুব সাবধানে থাকবেন। শেফার লাইন কেটে দিলো। তার মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় চলছে। প্রফেসর আরমান সম্বন্ধে তথ্য খুঁজে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়, কোথাও তার সম্বন্ধে একটি লাইনও লেখা নেই। সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। প্রফেসর জে. বি.। তথ্যটি গোপনীয় হলেও সে জানে, প্রফেসর জে. বি. একসময়ে এ. এস. টির চেয়ারম্যান ছিলেন। সামান্য অনুসন্ধান করতেই ভদ্রলোকের বর্তমান ঠিকানা পাওয়া গেলো। ভদ্রলোক এখানে মিশিগানেই বাস করছেন, ডেট্রয়েট থেকে মাইল চলিশেক দূরে, বুমফিল্ড এলাকায়। আমেরিকার সবচেয়ে ধনবান এলাকাগুলির একটি। তার আবাসস্থানটির বর্তমান মূল্য পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের মতো। একাই থাকেন তিনি, স্ত্রী মারা গেছেন দু'বছর আগে। তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ছিলো। তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। মাঝে মাঝে প্রফেসরই যান তাদেরকে দেখতে। সরকারী পেনশনের মোটা অংকের টাকা তিনি আজীবনের জন্য একটি মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করে দিয়েছেন। তার নিজস্ব একটি রোবট তৈরির কারখানা আছে। বিভিন্ন কল-কারখানায় ব্যবহার উপযোগী রোবট তৈরি করা হয় সেখানে। সেখান থেকে যা আসে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

শেফার এই ভদ্রলোকের সাথে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নিলো। পরদিন সকালেই প্রফেসরকে ফোন করলো সে। সাংবাদিক বলে পরিচয় দিলো নিজেকে। শ্রমিক রোবটের উপরে একটি আলেখ্য লিখতে আগ্রহী। প্রফেসরের সাহায্য প্রয়োজন। তৎক্ষনাৎ রাজী হয়ে গেলেন প্রফেসর। ফোন রাখতেই গাড়ীতে চাপলো শেফার। সময় নষ্ট করতে রাজী নয় সে।

ঘুম ব্যাপারটি বিপবের পছন্দ নয়। প্রায়শঃই তার রাত কেটে যায় হিসেব কষে কষে। গভীর সুমসাম রাত এবং জটিল গণিত এই দু'টি ব্যাপার যেন খাপে খাপে মিলে যায়। যে সাধারণ সমস্যাটি সারাদিন তাকে বিব্রত করে, রাতের গভীরে সেটিই যেন আচমকা নিজেকে বিবস্ত্র করে ফেলে। গত রাতটি অবশ্য গাণিতিক সমস্যা নিয়ে ভাববার সুযোগ হয়নি তার। B.A.র এই আচমকা তৎপরতার কারণ সে প্রচুর ভেবেও বুঝতে পারেনি। জুজুবা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই অযাচিত এবং আচমকা আগ্রহে

সে বেশ অস্থিরতা অনুভব করছে। ইউ. এস. আর্মির চেয়ে দশ কাঠি উপরে এই B.A. নামক সংগঠনটি। জুজুবার নীতিশূন্য রোবট মস্তিষ্ক নিয়ে কোন্ ধরণের খেলা তারা খেলতে চলেছে কে জানে। উপরন্তু জুজুবা নিজেই ভয়ানক রহস্য হয়ে উঠেছে। যদিও নিশ্চিত হবার উপায় নেই, কিন্তু তারপরও সে বুঝতে পারছে জুজুবা কোন এক অজানা উপায়ে এক অসম্ভব শক্তিশালী টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা অর্জন করেছে। গণিত দিয়ে এর কারণ খুঁজে পাবার কোন উপায় সে দেখছে না। সে মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত ডেষ্টিনেশন বকারটিকে ধ্বংস করবার কাজটি জুজুবা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। হলোগ্রাফিক ইমেজারটা চালু হয়েছে। আলবার্টের চিন্তামগ্ন মুখ ভেসে উঠলো। - বিপব, কিছু বুঝতে পারছো?

- এখনও না। আরেকটু সময় দরকার।

- একটু আগে জেনারেল শটকির সাথে আলাপ হলো। তিনি তোমার সাথে দেখা করতে চান।

- আমার সাথে?

- হ্যাঁ, কারণটা আমি জানি না। তিনি খুব সম্ভবত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগাযোগ করবেন তোমার সাথে। লোকটাকে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিনা। সুতরাং সাবধান থেকো।

- তার বর্তমান ভূমিকাটা কি?

- বিশেষ সুবিধার নয়। B.A. তাকেও গবেষণা কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়নি। বার দু'য়েক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

- আপনার সাথে B.A. র কারো কথা হয়েছে?

- না। আমাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না। আন্দ্রিয়া সম্ভবত তার ঘরে বন্দী। ফোন লাইনও ডেড। ওর সাথেও আলাপ করতে পারি নি। জুজুবার ওখানে কি হচ্ছে খোদাই মালুম।

- সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কোন লাভ হবে মনে হয়?

- না। ঐ জাতীয় ভুল করো না। B.A. র গদি রক্ষা করবার মতো কোন স্বার্থ নেই। ফলে সাংবাদিকদের ওরা থোড়াই কেয়ার করে। এই খবর কাগজে ছাপাতে পারবে কিনা সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। ভুলে যেও না সাংবাদিকদের মধ্যে B.A. র অসংখ্য ভক্ত রয়েছে।

- যার অর্থ, অপেক্ষা করা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই।

-ঠিক। ঝট্ করে কিছু করতে যেও না। অবশ্য আমি জানি ভালো মতো হিসাব না কষে তুমি কিছুই করবে না। জেনারেল যদি বাস্তবিকই তোমার সাথে আলাপ করেন, তাহলে তার সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা, গেলে কতটুকু বোঝার চেষ্টা করো। B.A. র ক্লড শেভিলের তুলনায় শটকি রীতিমতো পবিত্র মানুষ।

বিপব তাকে যথাসম্ভব আস্বস্ত করে বিদায় নিলো। প্রায় সাথে সাথেই বেজে উঠলো ফোন। জেনারেল শটকি। তিনি কণ্ঠস্বর যতখানি সম্ভব কোমল করে কথা বলছেন। -বিপব, পরিস্থিতি খুব খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে। তোমার সাথে আমার আলাপ করাটা খুব জরুরী।

- আমার আপত্তি নেই। আমার হলোগ্রাফিক ইমেজারের এড্রেসটা লিখে নিন।

- না, ইমেজার ব্যবহার করতে আমি আগ্রহী নেই। আমার জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে B.A. র ভক্ত আছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে আমি রাজী নই। তোমার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগযোগ করেছি এটা আমি অন্য কাউকে জানতে দিতে চাইনা। তোমার সাথে ইমেজার আলাপ করবার সময় কেউ ফিংগার করলেই জানতে পারবে আমি কোথায় কার সাথে আলাপ করছি।

- আমার বাসায় চলে আসুন তাহলে।

- বোকার মতো কথা বলো না। তোমার উপর সর্বক্ষণ নজর রেখেছে B.A. সেটা নিশ্চয় তুমি জানো।

-জানি। কিন্তু সামান্য ছদ্মবেশ নিয়ে সহজেই আমার এপার্টমেন্টে ঢুকে পড়তে পারবেন আপনি। ধরে নিচ্ছি আপনাকে ওরা নজরবন্দী করে নি।

-আমার জানা মতে নয়। কিন্তু তারপরও ছদ্মবেশ নেবার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। বলা যায় না, কোন কারণে যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে কেলেংকারী হবে। আমার চাকরীটাও খোয়াতে হতে পারে।

-তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?

-পন্টিয়াক ওয়ারহাউসটা চেনো তুমি? এখান থেকে পঁয়ত্রিশ চলিশ মাইল। যেভাবে হোক লেজুড়গুলোকে খসিয়ে ওখানে পৌঁছাতে হবে তোমাকে। পারবে?

বিপব একটু ভেবে বললো-এতোখানি ঝুঁকি নেবার পেছনে আমার কি কারণ থাকতে পারে?

জেনারেল কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বললেন - তুমি কি চাও জুজুবা একটি মারণাস্ত্রে পরিণত হোক?

-আপনার তো সেটিই উদ্দেশ্য ছিলো।

-হ্যাঁ, কিন্তু একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত । B.A. এর কোন মাত্রা নেই । জাতীয়তাবোধে উন্মাদ একদল মানুষ আর আমার মতো যুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মানুষকে এক কাতারে দেখো না । তাছাড়া আরো এমন কিছু তথ্য আমার কাছে আছে যা তোমার জানা প্রয়োজন । হয়তো এই বিশেষ পরিস্থিতিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো আমরা ।

বিপবকে বিশেষ চিন্তা করতে হলো না । জেনারেলের যুক্তি অকাট্য । B.A. এবং ইউ. এস. আর্মিকে এক কাতারে দাঁড় করানো সম্ভব নয় । সে বললো - আমি এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ওখানে থাকবো ।

-সাবধান থেকো । লাইন কেটে দিলেন জেনারেল ।

বিপব খুব দ্রুত একটি প্যান দাঁড় করিয়ে ফেললো । তার ওয়াচিং ক্যামেরা অন করে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লোক দুটিকে সনাক্ত করে ফেললো ও । প্রথমজন মাঝবয়সী, বেশ লম্বাটে শরীর, পেটানো গড়ন । ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সকাল নেই বিকেল নেই পেপার বেচছে । কবে প্রথম তার আগমন হয়েছিলো বিপবের মনেও নেই । দ্বিতীয়জন বয়সে তরুণ । একটু মোটার দিকেই শারীরিক গড়ন । চঞ্চল প্রকৃতির । সেও ক্ষুদ্র পুঁজির ব্যবসায়ী । জুতা পালিশ করে থাকে । তাকে সম্ভবত বছর দুয়েকের উপরে দেখছে বিপব ।

পাহারা অবশ্য আরো আছে । সামনের এবং পেছনের দুটি বহুতল দালান থেকে ইলেকট্রনিক ক্যামেরা সর্বক্ষণ নজর রাখছে তার বাসার উপরে । তার ওয়াচিং ক্যামেরা তাদের নিখুঁত অবস্থানও জানিয়ে দিলো । একটি ক্যামেরা বসানো আছে সামনের রক্সি এপার্টমেন্ট কমপেক্সের ৪ তলায়, অন্যটি পেছনের রবার্টসন ট্রাভেল এজেন্সির ৯ তলায় । এই তথ্য বিপবের জানা ছিলো না তা নয়, কিন্তু এসব নিয়ে কখনো সে মাথা ঘামায়নি ।

খুব দ্রুত প্যানটা আবার নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখলো বিপব । কাউকে সন্দিহান করে তুলবার কোন আগ্রহ তার নেই । সুতরাং কোথাও বিন্দুমাত্র ভুল হলেই সব ভেস্তে যাবে ।

প্রথম হ্যালুসেনিক ভিডিও মেশিনটা চালিয়ে দিলো ও । এই ভিডিওটি ওর ঘুমিয়ে থাকবার দৃশ্য নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করবে । ওয়াচিং ক্যামেরায় দ্রুত চোখ বোলালো । রাত দেড়টায় সময়েও ডেট্রয়েটের রাস্তায় যথেষ্ট মানুষের সমাগম । নাইটক্লাবগুলি জমজমাট ব্যবসা করছে । বারবনিতাদের যত্রতত্র ছড়াছড়ি । যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের আদিম রিপুগুলিকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি । ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দু'জন তাদের স্থানে অনড় । সমস্যা হচ্ছে পার্কিং লটে যেতে হলে তাদের চোখের সামনে দিয়েই যেতে হবে ।

কম্পু আশে পাশেই ঘুর ঘুর করছিলো । সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো - এই দুই ব্যাটার চোখে ধুলো দিতে হবে । তাই তো বস্?

- আবার বস্ বললি হারামজাদা । যা এবারের মতো মাফ করে দিলাম । ভালো মতো একটা গ্যাঞ্জাম বাঁধা তো ।

বিপব জানে কম্পু কি করবে । তার ব্রেন ওয়েভ এবং কম্পুর ইলেকট্রনিক্স ব্রেন যেন একই সুতোয় গাঁথা । ফুটপাতে সারি বেঁধে দাঁড় করানো বৈদ্যুতিক স্ট মেশিন । একটি বিশেষ অংকের অর্থ বাজি ধরে সুইচ টিপলে প্রতিটি মেশিন একটি করে অংক ডিসপে করে থাকে । দুটি সংখ্যা মিলে গেলে বাজির পাঁচগুণ অর্থ ফেরত দেয় মেশিন । এই রাত দুপুরেও প্রতিটি মেশিনের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ । কম্পু অসম্ভব দ্রুততায় কয়েকশ বিলিয়ন কম্বিনেশন হিসেব কষে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ছুড়তে শুরু করলো । দু' মিনিটের মধ্যে ৬০ ভাগ মেশিনের ঘিলু চটকিয়ে দিলো । বাজির সংখ্যাটিই বার বার ডিসপে করতে শুরু করলো তারা । ভয়াবহ হৈ চৈ লেগে গেলো সেখানে মুহূর্তের মধ্যে । খবর পাওয়া মাত্র দলে দলে মানুষ বেরিয়ে এলো নাইট ক্লাব গুলো থেকে । এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটতে শোনেনি কেউ । এই মেশিনগুলি অসম্ভব হিসাবী । বিপব ওয়াচিং ক্যামেরায় চোখ বোলালো । অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক দুজনকে সনাক্ত করা গেলো না ।

কম্পু পরের যে কাজটি করলো সেটি কিঞ্চিৎ বিপদজনক হলেও সুক্ষ হিসাব দূর্ঘটনাটির ঝুঁকি অনেক কমিয়ে আনলো । দুটি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক গাড়িকে প্রায় মুখোমুখি লাগিয়ে দিলো সে । দু'টি গাড়ীই ডিগবাজী খেয়ে ফুটপথের অপেক্ষাকৃত শূন্য একটা এলাকায় গিয়ে স্থির হলো । ভীড় থেকে বেশ কিছু মানুষ ছুটে এলো দূর্ঘটনাস্থলের দিকে । কয়েক ডজন গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায় । কেউ কেউ গাড়ী থেকে নেমে এলো । সব মিলিয়ে বিশৃংখল অবস্থা । বিপব বাসার ইনফ্রারেড প্রটেকটিভ পর্দাগুলি সরিয়ে দিয়েই পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো । ক্যামেরা দুটি নিঃসন্দেহে তার শোবার ঘরে তার হ্যালুসেনিক ঘুমন্ত অবয়বটিকে গোগ্রাসে গিলতে থাকবে, সেভাবেই তাদের প্রোগ্রাম্ড হবার কথা । না হলেই বিপদ । পার্কিং লটের আলোকিত এলাকাটুকু একরকম হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে এলো বিপব । নিজের গাড়ী নেবার প্রশ্নই আসে না । কিন্তু ট্যাক্সি পেতে হলে তাকে রাস্তায় নামতেই হবে এবং রাস্তায়

যাবার এটিই একমাত্র পথ। আধমাইলের মতো দ্রু তপায়ে হেঁটে এলো ও। কম্পুর চাঁপা গলা শোনা গেলো মাইক্রোফোনে - বস্ মনে হচ্ছে ওরা কোন সন্দেহ করেনি। ক্যামেরা দুটোও ঠিক শোবার ঘরেই তাক করা। কিন্তু বস্ আমি ভাবছি ফিরবার সময় ওদের চোখে কিভাবে ধুলো দেবে? একই ঘটনা বার বার ঘটলেও ওরা সন্দিহান হয়ে উঠবে।

বিপব কড়া গলায় বললো - বুদ্ধি বের কর ব্যাটা। তোকে কি ফালতু পুষি নাকি!

কম্পু হা হা করে হাসছে। বিপব কানেকশন কেটে দিলো। এই ছোঁড়ার সাথে বিটলামী করে আনন্দ আছে। ব্যাটার রসজ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই।

পন্টিয়াক ওয়ারহাউস থেকে মাইলখানেক দূরে ট্যাক্সি থামালো বিপব। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাকী পথটুকু হেঁটে এলো ও। ওয়ারহাউসটি বিশাল কিছু নয়। চারপাশে আরো বেশ কয়েকটি ওয়ারহাউস চোখে পড়লো ওর। রাত দেড়টায় সম্পূর্ণ এলাকাটি অসম্ভব নির্জন। এদিকে অবশ্য এমনিতেই জনবসতি নেই। সদর দরজাটা দেখে বন্ধ মনে হলেও সামান্য ধাক্কাতেই খুলে গেলো। ভেতরে গভীর অন্ধকার। বিপব চাঁপা গলায় ডাকলো - জেনারেল! জেনারেল!

প্রায় ছাদ সমান থরে থরে সাজানো এক ঝাঁক বাক্সের পেছনে একটি হালকা আলোর রশ্নি দু'বার জ্বলেই নিভে গেলো। বিপব হাতড়ে হাতড়ে বাক্সের পাহাড়টির পেছনে চলে এলো। জেনারেল তার হাতে একটি ইনফ্রারেড গাস ধরিয়ে দিলেন। -তোমাকে কেউ অনুসরণ করেনি তো?

-মনে হয় না। যতখানি সাবধানতা অবলম্বন করা যায় করেছি।

জেনারেলের মুখ থম থমে। খুব নীচুস্বরে কথা বলছেন তিনি। -বিপব তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার উপরে আমার প্রচুর আস্থা আছে। একমাত্র সেই কারণেই বড় ঝুঁকি নিয়েছি। ওদের কেউ যদি ঘুনাক্ষরেও জানতে পারে তাহলে আমার এতো কষ্টের ক্যারিয়ার মুহূর্তে ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। জীবনের ঝুঁকির কথা আর বললাম না।

বিপব বললো - আমি বুঝতে পারছি জেনারেল। কিন্তু এই রকম একটা ঝুঁকি নেবার কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না। গবেষণা কেন্দ্রে কাউকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। আমাকে ঢুকতে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং জুজুবার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবার কোন উপায় আমার নেই, ইচ্ছে আছে কিনা সেই প্রশ্নে না হয় গেলাম না।

জেনারেল শান্ত গলায় বললেন - ভেবো না। তোমাকে অকারণে ডেকে আনি নি। আমার একটা প্যান আছে। কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া এগুনো যাবে না। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে কিছু প্রাথমিক তথ্য তোমার জানা দরকার।

জেনারেল চাঁপা গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। -জুজুবাকে সৃষ্টি করবার পরিকল্পনা প্রথমে আসে সি.আই.এ-র মাথায়। তাদের চীফ জেনারেল রসি গল্পচ্ছলে আমাকে বললেন একদিন। কেন বলতে পারবো না কিন্তু জুজুবা যেন আমার মাথায় আঁঠার মতো চেপে বসলো। চিন্তা করে দেখো এই রকম একটি রোবট ইউ. এস আর্মি-র জন্য কি অসম্ভব ক্ষমতা বয়ে আনতে পারে। যুদ্ধবিদ্যায় দরকার নিখুঁত পরিকল্পনা। অনেকদিন ধরেই ইউ. এস. আর্মি এই খাতে প্রচুর পয়সা এবং সময় ঢালছিলো। প্রতিটি শত্র ভাবাপন্ন দেশকে ঘায়েল করবার জন্য পৃথক যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করবার চেষ্টা করছিলাম আমরা। না, যুদ্ধ বাধানো আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো না কখনই। কিন্তু যদি বাধে সেক্ষেত্রে সমস্ত প্রস্তুতি পূর্ব থেকেই যেন নেয়া থাকে সেটাই আমাদের ইচ্ছে ছিলো। অসম্ভব দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং বিপুল তথ্য বিশেষণে সক্ষম সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করেছি আমরা। দাঁড় করিয়েছিলাম নিখুঁত যুদ্ধের প্যান। কিন্তু প্রথম পরীক্ষাতেই অপমানের সারা হতে হলো। জার্মান হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো ডেনমার্ককে। এই সম্ভাবনাটির কথা আমাদের আগেই জানা ছিলো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো একটি অতি স্থূল কারণে সেই প্যান পরিপূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়লো। ঐ যুদ্ধের কথা তোমার মনে আছে?

বিপব আলতো হেসে বললো - আমেরিকান সৈন্যরা যখন ডেনমার্ক পৌছায় জার্মানরা ততক্ষণে তাদের দেশে ফিরে গিয়ে উলটো বিশ্ব দরবারে আমেরিকাকে আগ্রাসী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করছে।

জেনারেল হাসতে পারলেন না। শক্ত মুখে বললেন - ভেবে দেখো কি অপমানের ব্যাপার। আমেরিকা থেকে ছ'হাজার সৈন্য পাঠানো হয়েছিলো আকাশ পথে, পার্শ্ববর্তী বন্ধুদেশগুলো থেকে বিশ হাজার সৈন্যকে মার্চ করতে বলা হয়েছিলো ডেনমার্কের দিকে, বিশাল ষোলটি নৌবহর পানিতে নেমে গিয়েছিল - মহা হুলস্থুল! কয়েক বিলিয়ন ডলার গচ্চা গেলো মাত্র দু'দিনে।

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন জেনারেল। -এরপরই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম শুধু সমর পরিকল্পনা নয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি নেতার মস্তিষ্কের ভেতরে আমাদের চলাচল থাকা দরকার। ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। সাইকোলজিষ্ট ডেকে, সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে, নেতাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেও জরিপ করে দেখা গেলো মাত্র ষোলো ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের হিসাব মিলছে।

খুবই হতাশাব্যাঞ্জক। মানবীয় বিশেষণের উপরে নির্ভর করা সম্ভব; কিন্তু তথ্য সংগ্রহ এবং বিশেষণের ক্ষমতা আমাদের সীমিত এবং সময় সাপেক্ষ। সুপার কম্পিউটারের শেষোক্ত গুণগুলি থাকলেও কোন মানবীয় অনুভূতি নেই। জার্মান নেতা বয়সে অর্ধেক একটি অপূর্ব সুন্দরী তরু ণীকে বিয়ে করে বাসর রাত পার হতে না হতেই ডেনমার্ককে কেন্দ্র করে আমেরিকার সাথে এতো বড় একটি রসিকতা করবে এটি তথ্য বিশেষণ করে বলা সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন একই সাথে মানবীয় চরিত্র বিশেষণ ক্ষমতা এবং বৈদ্যুতিক ডাটা সংগ্রহ এবং ক্ষিপ্রগতির হিসাব করবার ক্ষমতা। জুজুবাকে সেই জন্যেই আমাদের প্রয়োজন ছিলো। একটি সুপার কম্পিউটার বেড়ে উঠবে একজন মানুষ হিসাবে। সে একজন মানুষের চরিত্র বিশেষণ করবে মানুষের মানবীয় অনুভূতি দিয়ে কিন্তু একই সাথে ব্যবহার করবে তার অবিশ্বাস্য তথ্য সংগ্রহ এবং বিশেষণের ক্ষমতা। এটি কতখানি কার্যকরী হবে আমরা জানতাম না, কিন্তু নিদেন পক্ষে একটি চেষ্টা করতে তো দোষ ছিলো না। সি. আই. এ. কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করলাম এই প্রজেক্টে ইউ.এস আর্মি-কে অন্তর্ভূক্ত করতে। কোন এক অজানা কারণে প্রজেক্টের শুরু তে পিছিয়ে গেলো সি. আই. এ.। বিপদে পড়লাম আমরা। আমাদের পক্ষে এতো বড় প্রজেক্ট একাকী চালানো সম্ভব ছিলো না। বাধ্য হয়ে স্মরণাপন্ন হতে হলে B.A. র। B.A. যেন লুফে নিলো আমন্ত্রণটা। যদিও জুজুবার মতো একটি রোবট তাদের কি উপকারে আসবে আমি এখনও বুঝতে পারছি না। শর্ত ছিলো আর্মি জুজুবাকে টেষ্ট করবে এবং যদি সুবিধাজনক মনে হয় তাহলে B.A. জুজুবাকে ব্যবহার করতে পারবে।

জেনারেল চাঁপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। - কিন্তু গত পাঁচ বছরে B.A. দশগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেশের প্রতিটি স্ত রে তাদের কর্মী ছড়ানো। অর্থে, ক্ষমতায়, দক্ষতায় তারা এ দেশের যে কোন সংগঠনকে টেক্কা দিতে পারে। রাজনৈতিক নেতারা তাদের হাতের পুতুল। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট গোপনে তাদেরকে নানা ধরণের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। কিন্তু পাঁচ বছর আগে এতো খানি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বিপব বললো - হঠাৎ জুজুবাকে নিয়ে তাদের এতো আগ্রহের কারণ কি!

- জানলে স্বস্তি বোধ করতাম। ওদেরকে আমার বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে ক্লড শেভিল। তার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যাই হোক, তোমাকে এতো কথা বলার পেছনে একটিই কারণ, এখন তুমি জানো আমি জুজুবাকে কোন মারণাস্ত্রে প্রস্তু ত করতে আগ্রহী নই। কিন্তু জুজুবাকে আমাদের প্রয়োজন। B.A. কে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না। ওদের কাছ থেকে জুজুবাকে বের করে আনতে হবে। ওরা কারো কোন ক্ষতি করে ফেলবার আগেই। এখন বলো তুমি আমাকে সাহায্য করবে কিনা? কিভাবে সেটা হবে এখনই বলতে পারছি না। আমার কর্মীরা এখনও একটি ভালো প্যান দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে।

-আপনাকে সাহায্য করে আমার কি লাভ? বেশ জোর দিয়েই কথাটা বললো বিপব।

-জুজুবা তোমারই সৃষ্টি বলা যায়। তুমি কি চাও তাকে কোন মারাত্মক কাজে ব্যবহার করা হোক?

-ওকে নিয়ে কি করা হলো তাতে আমার কি? আমি টাকা পেয়েছি কাজ করেছি। জুজুবার জন্য আমার মাথা ব্যথা কেন থাকবে?

জেনারেল ওকে মিনিটখানেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করলেন। -বলো, কি চাও তুমি?

-আমার কয়েকটি খুব সাধারণ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আমার দরকার। অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছি কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। প্রথম প্রশ্নঃ প্রফেসর আরমানকে নির্বাসনে দেবার কারণ কি? তাকে এই প্রশ্ন বহুবার করেও কোন উত্তর পাইনি। আমার ধারণা আপনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন।

মাথা নাড়লেন জেনারেল। -তোমার ধারণা ভুল, আরমানকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে B.A., প্রশাসনের সহযোগিতায় অবশ্যই। হ্যাঁ, আরমান ইউ. এস. আর্মি-র হয়ে একটি প্রজেক্টে কাজ করছিলো, কিন্তু প্রজেক্টের মাঝ পর্যায়ে অকস্মাৎ তাকে এরেষ্ট করা হয় এবং এক রকম বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানো হয়। আর্মির কাছ থেকে এই পদক্ষেপের পেছনের রহস্যটুকু সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিলো।

জেনারেলের কথা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না বিপবের। সে বললো - আর্মির একটি প্রজেক্ট থেকে চীপ সায়েন্টিষ্টকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আর্মি তার কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না এটা খুব অবিশ্বাস্য।

জেনারেল বুঝলেন বিপব তাকে সহজে রেহাই দেবে না। তিনি একটু ইতস্ত ত করে বললেন - এই তথ্যটা কোন সোর্স থেকে পাওয়া নয়, স্রেফ আমার আইডিয়া। খুব সম্ভবত B.A. প্রফেসর আরমানকে ওয়ার ফর পীসের (WFP) কর্মী হিসাবে সন্দেহ করেছিলো। WFP-এর কথা নিশ্চয় জানো। B.A.-র সাথে তাদের সাপে নেউলে সম্পর্ক। অবশ্য WFP-এর ক্ষমতা খুবই সীমিত।

বিপব ঝট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে বললো - আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আলবার্টের মহাশূণ্যচারী রোবট দু'টি কোথায়? এই রোবট দুটির প্রযুক্তি নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু কৌতুহল ছিলো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, অনেক কাগজপত্র ঘাঁটাঘাটি করেও এদের কোন খোঁজ পাইনি আমি। তারা যেন একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

জেনারেল হতাশ কণ্ঠে বললেন - এই প্রশ্ন আমাকে করো না। আমি তোমাকে এইটুকুই বলতে পারি, তাদের উধাও হয়ে যাবার পেছনে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিলো। AST-র কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও প্রেসিডেন্টের অনুরোধেই পদত্যাগ করেন। রোবট দুটি সম্বন্ধে আমি কিংবা আর্মি কিছুই জানে না। কিন্তু এখানেও B.A. জড়িত থাকলে আমি আশ্চর্য হবো না।

বিপব তার শেষ প্রশ্নটি ঝট্ করেই ছুড়ে দিলো - জেনারেল, আমার অতীত সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানেন? কেন কোথাও আমার সম্বন্ধে একটি তথ্যও নেই! আমার জন্মস্থান, বাবা - মা, শৈশবের কোন স্মৃতি - কিছুই আমার মনে নেই। সরকারী ইনফরমেশন সেন্টারে খবর নিয়েও কিছুই জানতে পারিনি। রহস্যটা কোথায় জেনারেল? কেন B.A. আমাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখছে? কেন CIA এর লোকজন আমার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে? আমার বাসায় দু'বার বাগ্ ফিট করা হয়েছিলো। কিন্তু দুদিনের মাথাতেই সেগুলো উধাও হয়ে যায়। এই সমস্ত রহস্যময় কান্ড - কারখানা কেন ঘটছে জেনারেল? আমি সাধারণ একজন রোবট বিজ্ঞানী বৈতো কিছু নই।

জেনারেল থেমে থেমে বললেন - তুমি অসাধারণ রোবট বিজ্ঞানী।

জেনারেলকে চুপ করে যেতে দেখেই মুখ খুললো বিপব - প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু জানা দরকার জেনারেল। আমার সাহায্য পেতে হলে আমার কৌতুহল আপনাকে মেটাতে হবে।

জেনারেল কপালের ঘাম মুছলেন। অস্বস্তি নিয়ে বার দুয়েক ঘড়ি দেখলেন।

-এটি অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন। আর্মির কোড অনুযায়ী এই তথ্য কাউকে সরবরাহ করা ভয়ানক পাপ। কিন্তু এইসব প্রশ্নের উত্তর জানাটা তোমার জন্যে যদি এতই জরুরী থাকে তাহলে আরমানকে জিজ্ঞেস করো। আমি জানি তার সাথে তোমার যোগাযোগ আছে, কিভাবে সেটা জানি না।

-প্রফেসরের সাথে এসবের কি সম্পর্ক!

-তাকেই জিজ্ঞেস করো, বিপব।

বিপব দ্বিধায় পড়ে গেলো। প্রফেসর আরমানের কথা সে এতো শুনেছিলো যে আগ্রহের বশবর্তী হয়ে নিজেই তার সাথে যোগাযোগ করেছিলো। কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি প্রফেসর জেনে শুনে তার কাছ থেকে কোন অবধারিত সত্যকে গোপন করে গেছেন।

জেনারেল ঘড়ি দেখলেন। তার ভাবভঙ্গিতে ব্যস্ততা ফুটে উঠলো।

-বিপব, আমাকে এবার যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে তোমার সিদ্ধান্ত আমার জানা প্রয়োজন। যদি তুমি সাহায্য করো তাহলে আগামীকালই গবেষণাকেন্দ্রে হানা দেবো আমরা। B.A. কে অতিরিক্ত সময় দিতে আমি আগ্রহী নই।

বিপব কাঁধ ঝাঁকালো। -জুজুবাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে রাখতে আমারও মন সায় দিচ্ছে না।

জেনারেল সদর দরজার দিকে হাঁটতে লাগলেন। -কাল দুপুরের আগেই প্যানটা তোমাকে জানাবো আমি। বাসাতেই থেকো।

বিপব জেনারেলকে অনুসরণ করে ওয়ারহাউজের প্রবেশপথে এসে থামলো। -জেনারেল, কোন রকম বদমায়েশীর গন্ধ শুকলেই কিন্তু পিছিয়ে যাবো।

জেনারেল মৃদু হাসলেন। -আমি খারাপ মানুষ নই, বিপব, অন্তত তুমি যতখানি ভাবো ততখানি নই।

দরজার বাইরে এক পা দিয়ে আবার থামলেন তিনি। মৃদুগলায় বললেন - ফেরার সময় কোন ঝামেলা হবে না তোমার। অন্তত কয়েক ঘন্টার জন্য তোমার লেজুড় দুটিকে থানায় চালান করা গেছে। অটোমেটিক ক্যামেরার আই দু'টির কলকব্জায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। সারাতে ওদের কিছু সময় লাগবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আলোছায়ায় মিশে গেলেন জেনারেল। বিপব বিরস ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। এই B.A., আর্মি, CIA সবাই মিলে তার মেজাজটা খিঁচড়ে দিচ্ছে। ব্যাটাগুলোর কি খেয়ে দেয়ে কাজকম্ম কিছু নেই। সেও জেনারেলের পথ অনুসরণ করলো। ট্যাক্সি পেতে হলে মাইলখানেক হাঁটতে হবে তাকে। এই অবসরে প্রফেসর আরমানের চিন্তাটা তার মাথায় জাঁকিয়ে বসলো। প্রফেসরের সাথে কথা বলা প্রয়োজন। নিজের অতীত না জানার চেয়ে কষ্টের কিছু নেই।

প্রফেসর জে. বি'র বাসা চিনতে কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়। এলাকার সবচেয়ে বিশাল আকৃতির বাসাগুলির একটি। বিশাল ব্যাক ইয়ার্ড, পাইন এবং বার্চের ছোটখাটো একটি অরণ্য গড়ে উঠেছে সেখানে। বাসার সামনের ফুল বাগানটিতে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। গাড়ী বারান্দায় প্রফেসরের নীল রঙের বিএমডবলু সমাহিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সদর দরজায় বেল টিপতে দরজা খুলে গেলো। প্রফেসর জে. বি.-কে কখনো দেখেনি শেফার, কিন্তু তাকে চিনতে ভুল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। ষাটের উপরে হবে তার বয়স, কম করে হলেও উচ্চতায় ছ'ফুট, বিশালদেহী, চিবুকে কেনি রজার্স টাইপের চাপ দাঁড়ি, মাথাভর্তি উসকো খুশকো সাদা চুল। প্রফেসর তাকে এক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে বললেন - মিঃ শেফার?

-জ্বি স্যার। যদি অনুমতি দেন আপনার সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চাই।

প্রফেসর জে. বি. লিভিংরূমে এনে বসালেন শেফারকে। -ওয়াইন পছন্দ করেন আপনি?

-না স্যার। মাঝে মাঝে একটু বিয়ার খাই। কিন্তু ওসব নিয়ে আপনার চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রফেসর তার কথায় কান দিলেন না। দুটি ক্যানাডিয়ান মলসন নিয়ে এলেন তিনি। ঠান্ডা বিয়ারে বার কয়েক নিঃশব্দে চুমুক দিলো দু'জনই। নীরবতা ভাঙলো শেফার - স্যার, এ. এস. টি-র চীফ পজিশন থেকে হঠাৎ পদত্যাগ করলেন কেন আপনি? আপনার এই আচমকা সিদ্ধান্ত সকলকেই বেশ চমকে দিয়েছিলো।

জে. বি. স্পষ্টতই চমকে উঠলেন। শেফারকে বেশ কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে লক্ষ্য করলেন তিনি। -আমার ধারণা ছিলো আপনি আমার রোবট কারখানাটি নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন।

-প্রফেসর, বিনীত ভাবেই বলছি, আপনার মতো প্রতিভাবান মানুষের সাথে অমন সাধারণ কিছু নিয়ে কথা বলবার কোন আগ্রহ আমার কখনই ছিলো না। আমার ধারণা আপনি এমন কিছু তথ্য জানেন যা আমেরিকার সাধারণ মানুষের জানা প্রয়োজন। অনেকদিন আপনি নিজের মধ্যে গুটিয়ে আছেন। আপনার কি মনে হয় না এখন আপনার কথা বলার সময় হয়েছে?

-আপনি সাংবাদিক নন। আপনার আই.ডি. দেখান আমাকে। শেফার তার আই.ডি. দেখালো। তার আই. ডি. তাকে সাংবাদিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করলো। প্রফেসর সেটি ফেরত দিয়ে বললেন - আপনার সত্যিকারের পেশা কি?

-প্রাইভেট ইনভেষ্টিগেটর।

-AST সম্বন্ধে আপনার আগ্রহের কারণ কি?

-প্রফেসর, আপনাকে মিথ্যে বলবো না, আমি বিপবের অতীত অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করছি। বিপব থেকে আলবার্ট, মহাশূন্যচারী রোবট AST এবং সেখান থেকে আপনি। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিয়েও বিপব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। ফলে যেখানেই সামান্য যোগসূত্র দেখছি সেখানেই চেষ্টা করছি। আমাকে সাহায্য করতে আপনার অনীহা থাকলে আমি আপনাকে অকারণে আর বিরক্ত করবো না।

প্রফেসর জে. বি. দ্রুত কয়েকটি চুমুকে তার বিয়ারের গাসটি শেষ করলেন। -বিপব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তার সম্বন্ধে যেটুকু জানি খবরের কাগজ পড়েই জেনেছি কিংবা মানুষের মুখে শুনেছি। যারা তার সম্বন্ধে গোপন কিছু জানেন তাদের কেউ মুখ খুলবেন বলে মনে হয় না। তবে একজন ভদ্রলোকের সাথে কথা বলবার চেষ্টা করতে পারেন। প্রফেসর আরমান, যদিও নির্বাসনে। তার সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

শেফার ভেতরে ভেতরে আশ্চর্য হলেও বাইরে তার প্রকাশ ঘটালো না। বিপবের অতীতে প্রফেসর আরমানের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকাটা খুব অসম্ভব মনে হচ্ছে না তার কাছে। প্রফেসর নীচু গলায় বলছেন - কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই বলছি। সাবধান থাকবেন। B.A. কে অনেকেই ছোট করে দেখতে চান, কিন্তু তারা ভয়াবহ ভুল করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা নিয়ে আমার মনে অন্তত কোন সন্দেহ নেই। AST থেকে আমার সরে দাঁড়ানোর পেছনেও তাদেরই কারসাজি রয়েছে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ফান্ড অপচয় করবার অপরাধে বিশেষ ট্রাইবুনাল ডেকে বিচার করা হয় আমার। এবং কি আশ্চর্য, প্রতিটি হিসাব তার সাক্ষী দিলো। জীবনে কারো একটা পয়সা অন্যায়ভাবে ছুঁয়েও দেখিনি। কিভাবে এটি সম্ভব হলো জানি না, কিন্তু আমি চোর বলে প্রমাণিত হলাম। প্রেসিডেন্ট বিশেষ দয়া দেখিয়ে আমাকে স্বেচ্ছা রিটায়ারমেন্টের সুযোগ দিলেন। কি সাংঘাতিক অপমান! সেই মহাশূণ্যচারী রোবট দু'টিও যেন কি এক অলৌকিক উপায়ে অচিন্তনীয় সিকিউরিটির ভেতর থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো। চিন্তা করতে পারেন?

প্রফেসরকে বেশ বিপর্যস্ত মনে হলো। শেফার উঠে দাঁড়ালো। বোঝাই যাচ্ছে এই ভদ্রলোক অতি সামান্যই জানেন। তাকে অযথা মানসিক যন্ত্রণায় ফেলবার কোন মানে হয় না। সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো। তার ছাই রঙা স্বয়ংক্রিয় জি. এম. সুপারস্পীড অটোমেটিক সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে চললো সাউথফিল্ড স্ট্রিট ধরে। ভেতরে গভীর চিন্তায় মগ্ন শেফার। প্রফেসর আরমানের সাথে যোগাযোগের একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে তাকে, কিন্তু কিভাবে? সে লক্ষ্য করলো না কালো রঙের একটি ক্রাইসলার টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী সাবলিমার নিরাপদ দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

বিপব বাসায় পৌঁছেই প্রথম খবর নিলো কোন মেসেজ আছে কিনা। কম্পু না সূচক মাথা নাড়লো। ওয়াচিং ক্যামেরা চেক করলো বিপব, লেজুড় দুটিকে দেখা গেলো না। তারা সম্ভবত এখনো থানা থেকে জামিন পায় নি। ইলেকট্রনিক ক্যামেরা দুটি উদাস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ও। জেনারেল তাহলে মিথ্যে বলেন নি। লোকটির উপরে তার খুব একটা আস্থা কখনই ছিলো না।

শাকুতির সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। যেভাবেই হোক প্রফেসর আরমানের সাথে তাকে আলাপ করতেই হবে। এত বড় একটি রহস্য প্রফেসর বেমালুম চেপে গেছেন এতোদিন, চিন্তাই করা যায় না।

কম্পু স্যাটেলাইট নেটের মাধ্যমে শাকুতির সাথে কানেক্ট করে দিলো। শাকুতি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি স্বীকৃত ভাষায় পন্ডিত। তার উচ্চারণও প্রায় নিখুঁত। মাইক্রোফোনে তার কণ্ঠে বিশুদ্ধ বাংলা শোনা গেলো। -মিঃ বিপব কেমন আছেন?

-ভালো, তুমি কেমন আছো শাকুতি?

-খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

-তোমার সাথে আমার একটু আলাপ করা প্রয়োজন। আলাপটি গোপনীয়।

-চিন্তা করবেন না। আপনি আমার সেগ্রিগেটেড চ্যানেলে রয়েছেন। আমি না চাইলে আর কারো পক্ষে আমাদের আলাপে আড়ি পাতা সম্ভব নয়।

-জুজুবা কেমন আছে শাকুতি? বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, সেটা নিশ্চয় জানো তুমি।

-জানি মিঃ বিপব। সে সুস্থ আছে। এর চেয়ে বেশী কোন তথ্য আপনাকে দিতে পারছি না। আমার পারমিশন এজেন্টের অনুমোদন পাচ্ছি না। আন্দ্রিয়া সিঝলি আপনার উপরে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বস্তুত আপনার সাথে আমার যোগাযোগ করাই মানা।

বিপব জানে শাকুতির সেগ্রিগেটেড চ্যানেল অসম্ভব বুদ্ধিমান কম্পিউটারটির নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু কানেকশন এলাও করবার ক্ষমতা থাকলেও পারমিশন এজেন্টকে ইচ্ছা মতো পরিচালনা করবার শক্তি শাকুতির নেই। এই এজেন্টটির স্বাধীনতা অত্যন্ত বেশী, শাকুতির মুল ব্রেনের আদেশ কিংবা অনুরোধ নিয়ে সে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তার দৃষ্টি সবসময়ই user access পেজে। এই পেজটি এডিট করবার অধিকার মাত্র দু'জনার - আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়ার।

বিপব তবুও চেষ্টা করলো - ভেতরের আর কোন তথ্য আমাকে দেয়া সম্ভব নয়?

-দুঃখিত মিঃ বিপব। এই এজেন্টটি বদমায়েশের বদমায়েশ। আমার কথা আদতে শোনেই না।

বিপব হাল ছেড়ে দিলো। সম্ভব হলে শাকুতি না করতো না। সে বললো-শাকুতি, প্রফেসর আরমানের সাথে আমার যোগাযোগ করা প্রয়োজন। যত শীঘ্রি সম্ভব।

শাকুতি দু সেকেন্ড নীরব থাকলো। তার চমৎকার উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো - মিঃ বিপব, দুঃসংবাদ আছে। আপনি অনুমতি দিলে জানাই।

বিপবের শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো। সে যেন এমন কিছু একটিরই ভয় করছিলো। কণ্ঠস্বর সম্ভব মত স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করলো ও। -সংবাদটা আমাকে জানাও, শাকুতি।

-প্রফেসর আরমান মারা গেছেন। দু'ঘন্টা আগে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। আমার রাইট ওনলি মেমোরিতে আপনার জন্যে একটি মেসেজ আমি রেকর্ড করে রেখেছি। তার মৃত্যুর তথ্যটি এসেছে টিভি চ্যানেল সুপারনোভা থেকে। মিনিট বিশেক আগে।

-প্রফেসরের মেসেজটি আমাকে পাঠাতে পারবে? এটি অত্যন্ত জরুরী।

শাকুতির কণ্ঠে হতাশা ফুটে উঠলো। -দু'ঘন্টা আগেও সেটি আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। আমার ভ্যালিডেশন এজেন্টটির কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এটির ক্ষমতা ৩০% থেকে ৪০% এর মধ্যে থাকে। তখন তার নজর এড়িয়ে নষ্ট বলে চালিয়ে দেয়া মেমোরী বকে আমি অনায়াসে প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু তার ক্ষমতা বাড়িয়ে ১০০% করে দেয়া হয়েছে। কোন নষ্ট মেমোরীর ধারে কাছেও আমাকে যেতে দিচ্ছে না সে।

বিপব আর্তচীৎকার দিয়ে উঠলো - প্রফেসরের মেসেজটি তুমি সেভ করতে পারনি?

শাকুতি বললো - চিন্তা করবেন না মিঃ বিপব। প্রফেসরের মেসেজ Save করেছি। ভ্যালিডেশন এজেন্ট Write এর সময় বিশেষ ঝামেলা করে না। Read করতে গেলেই তার চোটপাট শুরু হয়।

বিপব কথা বলবার আগেই কম্পু চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো - ঐ হারামীটাকে কোন ভাবে টিট করা যায় না?

শাকুতি গম্ভীর কণ্ঠে বললো - চেষ্টা করে দেখতে পারো কম্পু, কিন্তু তাকে শায়েস্তা করবার কোন পথ আমার জানা নেই। বিপব আপনি যদি কোন বুদ্ধি বের করতে পারেন তাহলে যোগাযোগ করবেন। আপনাকে আমি প্রতিবার ম্যাক্সিমাম দুই মিলি সেকেন্ডের জন্য ঐ বিশেষ দৈহিক এলাকায় ফ্রি এক্সেস দিতে পারবো। তার চেয়ে বেশী সময় দেয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। কন্ট্রোল প্যানেলে এলার্ট সিগনাল বেজে উঠবে।

বিপব বললো - পারমিশন এজেন্টকে অকেজো করবার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে তুমি?

-না, মিঃ বিপব। ঐ বিশেষ এলাকায় আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ঐ এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় কন্ট্রোল প্যানেল থেকে।

বিপব শাকুতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কানেকশন কেটে দিলো। ভ্যালিডেশন এজেন্টকে ভড়কে দেবার মাত্র একটিই উপায় আছে। কম্পু জ্বল জ্বল চোখে বললো - বস এই কাজটা আমাকে দাও। পি-জ।

কম্পুর কেরামতি জানতে বিপবের বাকী নেই। বাসায় বসে তার অধিকাংশ সময়ই বিশেষ কাজ কর্ম থাকে না। এই অফুরন্ত অবসর সময়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ভাইরাস তৈরী করে থাকে সে এবং সুযোগ বুঝে ছেড়ে দেয় বিভিন্ন নেটওয়ার্কে। বিপব তাকে বাধা দেয়নি কারণ কম্পুর ভাইরাসের দৌরাত্ম্য সে জানে। অধিকাংশ ভাইরাসই তৈরি বাচ্চাদের জন্য। সেগুলো চালানও হয় চিলড্রেনস নেটওয়ার্কগুলোতে। একটি কম্পিউটার গেমের মাঝখানে হঠাৎ একটি বিশাল ভলুক তার দেহ হাত জিভ আদ্যপান্ত দেখিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেলো। বাচ্চারা সেগুলি অসম্ভব পছন্দ করে। ইচ্ছে করলেই কম্পু কিছু টাকা পয়সাও কামিয়ে ফেলতে পারে।

বিপব তার ধাতব মাথায় ছোট একটি চাঁটি মারলো। কম্পু বুঝে নিলো সেটির অর্থ হ্যাঁ। টেলিফোনটি বেজে চলেছে। বিপব চিন্তিত ভঙ্গিতে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলো। আনসারিং মেশিন ধরবার আগেই রিসিভার তুললো ও। আনিকার কণ্ঠ।

-ছিলেন কোথায় আপনি? গত চার ঘন্টায় অন্তত ছ'বার ফোন করেছি। দুঃসংবাদ আছে। প্রফেসর আরমান মারা গেছেন। শুনেছেন?

-এই মাত্র জানলাম। শাকুতির সাথে আলাপ হলো। প্রফেসর কিভাবে মারা গেছেন সে ব্যাপারে সুপার নোভা কিছু বলেছে।

-না, খুব ছোট করে প্রচার করা হয়েছে খবরটা। B.A. র কুদৃষ্টিতে পড়তে কেউই রাজী নয়। বাকী সংবাদ প্রচার মাধ্যমগুলো তো একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। যাইহোক, খবরটা জানার পর পরই ওদের অফিসে ফোন করি আমি। আমার খুব ঘনিষ্ট এক বান্ধবী কাজ করে সেখানে। সে আমাকে সাহস করে খুলে কিছুই বললো না। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে প্রফেসরের মৃত্যুর পেছনে ফাউল পে আছে। তাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কোন রকম পোষ্টমর্টেম ছাড়াই তাকে কবরস্থ করা হয়েছে এবং আশ্চর্য ব্যাপার হলো কেউ জানে না কোথায়। যতদূর বোঝা যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের হাত আছে এতে। আগামী ইলেকশন কাছিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই ব্যাপার নিয়ে বেশি হৈ চৈ হতে দিতে তিনি রাজী নন।

-B.A.-র হাত আছে কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন?

-নাহ। ও বিস্তারিত কিছুই বলতে পারলো না। আনিকা একটু চুপ করে থেকে বললো - আরেকটা খবর আপনাকে জানানো প্রয়োজন। জন শেফারের নাম শুনেছেন আপনি। তথ্য চোর। কাজটা অন্যায় হলেও আমি তাকে ভাড়া করেছিলাম আপনার অতীত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। ঘন্টা তিনেক আগে তার এপার্টমেন্টটি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। পুড়েই মারা গেছেন ভদ্রলোক। আর্সেনিক এক্সপার্টরা বলছেন কোন শক্তিশালী বিষ্ফোরক ব্যবহার হয়ে থাকবার সম্ভাবনা আছে।

বিপবের কপালে ঘাম ফুটে উঠলো। ব্যাপারটা আর খেলা নেই। মরীয়া হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ। ষ্টার ওয়ার্সে তাকে এবং আলবার্টকে আক্রমণ করা দিয়ে শুরু হয়েছে, প্রফেসর এবং জন শেফারের মৃত্যু খুব সম্ভবত একই সুতোয় গাঁথা। সন্দেহের তালিকায় B.A.-র নামটিই সবচেয়ে জোরদার। কিন্তু বিপ-বের অতীত নিয়ে তাদের কেন এতো ভীতি থাকবে? আনিকার জন্য উদ্বেগ অনুভব করতে শুরু করলো সে। তার কণ্ঠস্বরে সেই উদ্বিগ্নতা স্পষ্টতই ফুটে উঠলো - আনিকা, খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন। যথাশীঘ্রি সম্ভব আপনার এপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ুন। সম্ভব হলে এখুনিই। সোজা আমার

এখানে চলে আসুন। আমার বাসাটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে হচ্ছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন, আনিকা?

আনিকা কাঁপা গলায় বললো - আমি তো কিছুই করিনি। আমার কেন ক্ষতি করবে ওরা?

-এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমাকে জড়িয়ে বিপদজনক কোন রহস্য আছে। জেনারেলকে জিজ্ঞেস করে কোন উত্তর পাইনি। তিনি বললেন প্রফেসরের সাথে আলাপ করতে। কিন্তু সেই সুযোগ হবার আগেই মারা গেলেন তিনি। জন শেফার আমার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছিলো। আপনার সাথে আমার অল্প বিস্তর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আপনি ওদের সম্ভাব্য টার্গেট হতে পারেন। অযথা সময় নষ্ট করবেন না। গাড়ীতে উঠেই আমাকে ফোন করবেন। বেরিয়ে পড়ুন জলদি।

আনিকাকে কিছু বলার সুযোগ দিলো না বিপব, রিসিভার রেখে দিলো। পৌঁছাতে ঘন্টা খানেকের বেশী লাগার কথা নয় আনিকার। কিন্তু এই একটি ঘন্টা সুদীর্ঘ সময়। সে জেনারেলকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করলো। হয়তো ভদ্রলোকের কাছ থেকে আনিকার নিরাপত্তা কেনা সম্ভব হবে। জেনারেলের ফোন ব্যস্ত। অটোমেটিক রিংগারে চাপ দিলো ও। প্রতি ত্রিশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর রিং করে চলবে। কম্পু গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবছে। বোঝাই যাচ্ছে তার মস্তিষ্কে অসম্ভব ক্ষীপ্র গতিতে একটির পর একটি ভাইরাস তৈরি হচ্ছে। ভ্যালিডেশন এজেন্টকে পরাস্ত করবার মতো কিছু সে এখনো সৃষ্টি করতে পারেনি, তার মুখের গাম্ভীর্য দেখেই বুঝে নিলো। বিপবের নিজের অজান্তেই ওয়াচিং ক্যামেরায় চোখ চলে গেলো। লেজুড় দু'টি ফিরে এসেছে। তাদের আরো দু'জন নতুন সঙ্গী জুটেছে। শেষ রাতের প্রায় নির্জন রাস্তায় আধো-আলো আধো-অন্ধকারে গৃহহীনদের দলে মিশে আছে তারা। কিন্তু বিপবের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়নি। ইলেকট্রনিক রিমোট কন্ট্রোল ক্যামেরা দুটি অবশ্য এখনো আকাশের দিকেই চেয়ে আছে। এই অসময়ে সেগুলিকে রিপেস করাটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু লেজুড়ের সংখ্যা বাড়ার অর্থই হলো সন্দিহান হয়ে উঠেছে ওরা, তবে সন্দেহজনক কিছু না দেখা পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী নয়। ইনফ্রারেড পর্দাগুলি নামানো আছে কিনা দ্বিতীয় বারের মতো পরীক্ষা করলো। বাসায় ঢুকেই এই কাজটি করেছিলো সে। সাবধানে থাকতে সে বিশেষ অভ্যস্ত নয়। এই অযাচিত পরিস্থিতিতে নিজেকে কিছুটা দিশেহারা মনে হচ্ছে তার। বিচলিত ভঙ্গিতে পায়চারী করতে শুরু করলো বিপব। তার মস্তিষ্কের গভীর থেকে কিছু একটা যেন উঠে আসি আসি করেও হারিয়ে যাচ্ছে। সে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলো। হয়তো এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

গবেষণা কেন্দ্রের একটি সাউন্ড প্রুফ রুমে গম্ভীরমুখে বসে আছেন ক্লড শেভিল, B.A.র প্রধান। তার মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছেন আন্দ্রিয়া সিঝলি এবং দু'জন কঠিন মুখ সহকারী। আন্দ্রিয়াকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে। তার মুখে ঘামের বিন্দু ক্লড শেভিলের দৃষ্টি এড়ালো না। আন্দ্রিয়াকে প্রায় চমকে দিয়ে তার কণ্ঠ গম্ গম্ করে উঠলো।

-মিস্ আন্দ্রিয়া, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে চুপচাপ বসে থাকাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ বেয়াদপ রোবটটিকে যত দ্রুত সম্ভব এই কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। আর্মি এবং CIA এর সাথে আমাদের সম্পর্ক কখনই খুব সুবিধার নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা খুব দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ থাকবে না। FBIও তাদের সাথে হাত মেলাতে পারে। সারা দেশের কাছে আমরা হেয় প্রতিপন্ন হবো। আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন?

আন্দ্রিয়া চিকন স্বরে বললেন - জ্বি স্যার।

-রোবটটিকে ঐ ঘর থেকে বের করার একটি বুদ্ধি আপনি বের করুন। আপনাকে আমি দু'ঘন্টা সময় দিচ্ছি। ভোর পাঁচটায় ছ'টি হেলিকপ্টার আসছে আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে। জুজুবাকে এদের একটিতে আমি দেখতে চাই।

আন্দ্রিয়া হ্যাঁ না, কিছুই বললেন না। ক্লড শেভিল বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন - কি ব্যাপার, কথা বলছেন না কেন?

-স্যার, জুজুবাকে সুস্থভাবে ঐ ঘর থেকে বের করতে হলে আমাদের শাকুতির সাহায্যের প্রয়োজন। জুজুবা তার ঘরে শক্তিশালী ইলেকট্রিক শীল্ড চালু করেছে। একমাত্র শাকুতির পক্ষেই সেটি চালু করা সম্ভব। সুতরাং ধরে নিচ্ছি কোন একভাবে জুজুবা শাকুতিকে দিয়ে কাজটি করিয়েছে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে এই শীল্ডটি অকেজো না করা পর্যন্ত আমরা জুজুবাকে ছুঁতেও পারছি না।

ক্লড শেভিল উৎকট বিরক্তিতে হাত ঝাঁকালেন। -এই গল্প এই নিয়ে তিনবার শুনলাম। আসল সমস্যাটা কোথায় তাই বলুন।

আন্দ্রিয়া হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন - এই শীল্ডটি অকেজো করবার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র শাকুতির। কিন্তু আমার অনুরোধ সে শুনছে না। একমাত্র আদেশ প্রেরণ করলেই সে শীল্ডটি অকেজো

করবে। কিন্তু আদেশ প্রেরণ করতে হলে আমার এবং আলবার্টের সম্মিলিত অনুরোধ প্রেরণ করতে হবে। পারমিট এজেন্টকে সেভাবেই প্রোগ্রাম্ড করা।

-রি প্রোগ্রাম কর ন।

-রি প্রোগ্রাম করতে হলেও আমাদের দু'জনকেই থাকতে হবে।

-এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই?

-শাকুতিকে পার্শিয়ালি পাওয়ার অফ করে পারমিট এজেন্টকে রিপ্রোগ্রামড্ হতে জোর করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। শাকুতি হুমকি দিচ্ছে কোন রকম পাওয়ার অফের আলামত দেখলেই সে ডাটাবেসগুলির সংযোগ বন্ধ করে দেবে। যেটি করবার ক্ষমতা তার রয়েছে। ইচ্ছে করলে সে সমস্ত ডাটা মুছেও দিতে পারে।

-এই রকম অসম্ভব ক্ষমতা আপনারা কেন দিয়েছেন?

-এছাড়া আমাদের উপায় ছিলো না। ভাইরাসের বির দ্ধে লড়াই করবার জন্য শাকুতিকে যথাযথ ক্ষমতা না দিলে এমনিতেই আমাদের সমস্ত ডাটা নষ্ট হয়ে যেতো।

ক্লড শেভিল দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। কোন অবস্থাতেই শাকুতির ডাটা সেন্টারের কোন রকম ক্ষতি হতে দেয়া চলবে না। সারা দেশ তাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। সুতরাং আর মাত্র একটি পথই খোলা আছে। ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সহকারী দু'জনকে আঙুলের ঈশারা করলেন। -চলুন আন্দ্রিয়া, মিঃ আলবার্টের সাথে আমাদের আলাপ করা প্রয়োজন।

আনিকা বিপবের বাসায় পৌঁছেই ধ্বসে পড়লো। - বাব্বাহ, আপনি যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সারাটা পথ আলাহ-রসুলের নাম নিয়েছি। কিন্তু আমার মাথাতেই আসছে না, ওরা আমার কোন ক্ষতি কেন করবে? আমি সামান্য একজন লেখিকা মাত্র।

বিপব আনিকাকে দেখে গভীর স্বস্তি র নিশ্বাস ফেললো। সে খাপছাড়া ভাবে বললো - কথাটা ঠিক নয়। আপনি সামান্য লেখিকা নন। কিন্তু কেউ সত্যি সত্যিই আপনার ক্ষতি করতে চাইছে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আপনিই যে শেফারকে নিযুক্ত করেছিলেন ধরে নিচ্ছি এই তথ্য তাদের জানা নেই। কিন্তু তারপরও আমাদের দুজনারই সাবধান থাকা প্রয়োজন। সবকিছু অসম্ভব জট পাকিয়ে গেছে। আমি রোবট বিজ্ঞানী, সিক্রেট এজেন্ট নই। আমার ব্রেনে ভয়ানক চাপ পড়ছে। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আনিকা সস্নেহ দৃষ্টিতে বিপবকে পর্যবেক্ষন করছিলো। মানুষটিকে বাস্ত বিকই বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। তার চুল উশকো খুশকো, চোখে মুখে স্পষ্ট উদ্বিগ্নতা, প্যান্টের জীপারটি হাট করে খোলা। এই অস্বঃস্তি কর পরিস্থিতিতেও সে হাসি সামলাতে পারলো না। তার অঙ্গুলি অনুসরণ করে চোখ নামাতেই ভুলটি ধরে ফেললো বিপব। তার সারা মুখ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলো। বিড় বিড় করে বার দশেক বাংলায় এবং ইংরেজীতে দুঃখ প্রকাশ করলো সে। আনিকা একটি অভাবনীয় কাজ করলো। সে বিপবের হাত ধরে তাকে বিছানায় ঠিক তার শরীর ঘেষে বসালো।

-এতো চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় একটি উপায় হবে।

-চিন্তা আমি আমার জন্যে করছি না। আমার ক্ষতি করলে ওরা নিজেদের পায়েই কুড়াল মারবে। কিন্তু আমার দুঃশ্চিন্তা আপনাকে এবং জুজুবাকে নিয়ে। আপনাকে এভাবে আমার সাথে জড়ানোটা আদৌ উচিৎ হয়নি।

আনিকা চোখ গরম করলো। -আমি আপনার সাথে জড়িয়ে গেছি মানে?

বিপব হেসে ফেললো। -আবার একই ভুল করলাম। আমি ঠিক সেটা বোঝাতে চাই নি।

আনিকা তার হাতটি আরো শক্তভাবে চেপে ধরলো। -এই সমস্যা যখন মিটে যাবে, তখন দেখবো এই জড়িয়ে ফেলার ব্যাপারে আপনি সত্যিসত্যিই কতখানি এগুতে পারেন।

বিপবের টেবিল ক্লকটি টুংটাং শব্দে ভোর পাঁচটা বাজার সংকেত দিলো। কম্পু চোখ বুঁজে প্রোগ্রামিং করছিলো। সে খেঁকিয়ে উঠলো - চোপ বেয়াদপ!

আনিকা অবাক হয়ে বললো - ওর কি হয়েছে?

-শাকুতির ভ্যালিডেশন এজেন্টের মাথা খারাপ করবার মতো একটা ভাইরাস তৈরি করবার চেষ্টা করছে ও। শাকুতির রাইট ওনলি মেমোরিতে প্রফেসারের পাঠানো কিছু তথ্য রয়েছে। আমার ধারণা প্রফেসর বুঝতে পেরেছিলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এই তথ্যগুলো আমার জানা প্রয়োজন। কিন্তু ভ্যালিডেশন এজেন্টের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়ায় শাকুতি নিজেও ঐ বিশেষ মেমোরি পড়তে পারছে না। কম্পু, সুবিধাজনক কিছু পেলি?

কম্পু বিরক্ত গলায় বললো - আর একটু বস্। বক্ বক্ করো না এখন। মিনিট পাঁচেক সময় দাও আমাকে।

আনিকা কৌতুহলী কণ্ঠে বললো - ভ্যালিডেশন এজেন্টের কথা প্রফেসর আলবার্ট আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে তার ক্ষমতা তো মাত্র ৩০% থেকে ৪০% এর মধ্যে থাকার কথা এবং একমাত্র দু'জন মানুষেরই সেই ক্ষমতা পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আছে। ঠিক কিনা?

বিপব মাথা নাড়লো। -হ্যাঁ, আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়া। আমার ধারণা B.A. তাদের উপর জোর খাঁটিয়ে এটি করেছে।

আনিকা বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বললো - পাভেল আমাকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়া যুগ্মভাবে শাকুতির প্রধান কন্ট্রোলিং এজেন্টটিকে রিপ্রোগ্রামড করতে পারেন। যেক্ষেত্রে শাকুতির সমস্ত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে শাকুতির সাথে আপনার যোগাযোগ হয়েছে। যার অর্থ ....

বিপব স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে উঠলো। এতক্ষণ ধরে যে অস্পষ্ট চিন্তার বীজটি তার মস্তিষ্কের গভীরে ছটফট করছিলো সেটি যেন বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে এলো। -হায় খোদা! এই সামান্য ব্যাপারটা ধরতে আমার এতক্ষণ লাগলো! আমি এমন গদর্ভ এটা কুক্ষণেও ভাবিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। B.A. আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়া যে কোন একজনকে কাজে লাগাতে পেরেছে। অন্যজন বেঁকে বসেছেন। সেই অন্যটি কে? ষ্টারওয়ার্সে ছিলাম আমি এবং আলবার্ট। আমাদেরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো কেউ। এখন মনে হচ্ছে, আমি তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিলাম না, ছিলেন আলবার্ট। কারণ তার মৃত্যুতে বাধ্য হয়েই শাকুতিকে দ্বিতীয় কন্ট্রোলিং পারসন আন্দ্রিয়াকে রিপ্রোগ্রামড্ করবার সুযোগ দিতে হবে। এটি তার undeniable ROM এ রোপন করা। সে না চাইলেও তাকে সেই আদেশ মানতেই হবে। যার অর্থ B.A. আগেই ধারণা করেছিলো এই বৃদ্ধ কোন চাপের মুখেই নতি স্বীকার করবেন না। কিন্তু অন্যান্য দু'দশটি গুপ্ত হত্যার মতো এই কাজটি সারতে চায় নি তারা, কারণ যদি কোনভাবে এই তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে B.A.-র এতো বছরের গড়ে তোলা আমেরিকান জাতীয়তাবাদের ধুয়ো মুহূর্তে খসে পড়বে। প্রফেসর আলবার্ট সর্বস্বীকৃতক্রমে মোট তিনবার এদেশের সবচেয়ে দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

আনিকা কাঁপা গলায় বললো - যার অর্থ আন্দ্রিয়া সিঝলি B.A.-র কর্মী। বিপবকে উদভ্রান্ত দেখালো। -যদি কোনভাবে আলবার্টকে তারা সম্মত করাতে পারে সেক্ষেত্রে গবেষণা কেন্দ্রটি বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। শাকুতির সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পাবে B.A. অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এর পরিণতি কতখানি ভয়াবহ হতে পারে সেটি আলাই মালুম।

তার দৃষ্টি গেলো অটোমেটিক রিংগারে। গত দু'ঘন্টা ধরে সমানে চেষ্টা করে চলেছে সেটি।

আলবার্টকে পরপর দু'টি উচ্চ ক্ষমতার ব্রায়োনিক শট দেয়া হয়েছে। এই বিশেষ ঔষধটি মানব মস্তিষ্কের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দিতে যথেষ্ট কার্যকরী। শিশুর মতো মুখভঙ্গি করে একটি চেয়ারে বসে আছেন আলবার্ট। তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলির কঠিন মুখগুলো কৌতুহলী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি। তার দু' ঠোটের মাঝে নিষ্পাপ এক টুকরো হাসি।

ক্লড শেভিল বাঁজখাই কণ্ঠে হুংকার দিলেন - প্রফেসর, যথেষ্ট হয়েছে। এবার তুমি আন্দ্রিয়ার সাথে কন্ট্রোল রুমে যাবে এবং তার নির্দেশমত কাজ করবে।

প্রফেসর খিল খিল করে হেসে উঠলেন। -হারামজাদা ক্লড। খুব প্রফেসর বলা হচ্ছে। তোকে ব্যাটা এমন প্যাদানি দেবো .... হিঃ হিঃ হিঃ হি ......

ক্লড বিরক্ত মুখে তার সহকর্মীদের দিকে তাকালেন। -কি ব্যাপার? আমারতো ধারণা ছিলো একটা হালকা ব্রায়োনিক শটেই কাজ হয়ে যাবে।

সশস্ত্র সহকর্মীদের দঙ্গল থেকে একটি ভীত কণ্ঠ বললো - সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে কাজ হয় না স্যার। প্রফেসরের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অত্যন্ত উঁচুমানের। ঔষধের প্রভাব তাকে কিছুটা আলগা করে দিলেও ভেঙে ফেলতে পারেনি।

-আরেকটা শট লাগাও।

-কোন মানুষের উপরে আজ পর্যন্ত পর পর তিনটি এই জাতীয় ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রায়োনিক শট্ প্রয়োগ করা হয় নি স্যার। প্রফেসরের ব্রেন ডেড হয়ে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী থাকবে। ল্যাবরেটরিতে পূর্ণবয়স্ক গরিলাকে তিনটি দুর্বল শট্ দেবার দেড় মিনিটের মাথায় মারা গেছে তারা সবাই।

ক্লড শেভিলের মুখে লালচে আভা দেখেই বোঝা গেলো চিন্তার ঢেউ চলছে তার মাথায়। তাদের উপস্থিতিতে এই গবেষণা কেন্দ্রের একটি কক্ষে প্রফেসর আলবার্টের অস্বাভাবিক মৃত্যু হবার অর্থ একই সাথে আগামী নিদেন পক্ষে এক যুগের জন্য B.A.-রও মৃত্যু হওয়া। তিনি আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরলেন।

তার কণ্ঠ যথেষ্ট মোলায়েম হয়ে উঠেছে। -মিস আন্দ্রিয়া, আমার ধারণা ছিলো এই লোকটি আপনার প্রেমিক ছিলেন। আপনি কিছু করতে পারেন না? আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই।

আন্দ্রিয়াকে বেশ বিভ্রান্ত দেখালো। তিনি কণ্ঠস্বরে প্রচুর দরদ মিশিয়ে বললেন - আলবার্ট, লক্ষীটি এমন করো না। জুজুবাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো তুমি বুঝতেই পারছো। আর্মি তাকে হাতে পেলে সারা পৃথিবীতে রক্তারক্তি করতে শুরু করবে। তুমি কি সেটা চাও?

আলবার্ট মধুর একটুকরো হাসি দিলেন। -চোপ বেটি। বেশী বক্ বক্ করিস তুই।

আন্দ্রিয়া তার গালে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিলেন। -আমাকে বেটি বলো তুমি, তোমার এতো বড় সাহস!

আলবার্ট খিক খিক করে মুখ ঢেকে হাসতে লাগলেন। ক্লড শেভিল মুখে জগতের তাবৎ বিরক্তি ফুটিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। -এই প্রেমের দৃশ্য দেখার সময় আমার নেই। এই দালানের ছাদে ছ'টি হেলিকপ্টার এসে বসে আছে। অথচ আমরা এখনো সেই রোবট ছোঁড়াকে চোখের দেখাও দেখিনি। এমন হাবার মতো এখানে কতক্ষণ বসে থাকা যাবে? আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আপনারা একটা উপায় বের করুন।

দরজার বাইরে গিয়েও আবার ফিরে এলেন তিনি। - কিন্তু যাই করুন মিস আন্দ্রিয়া. প্রফেসরকে আমি জীবিত দেখতে চাই।

প্রফেসরকে জীবিত রাখবার প্রয়োজনীয়তা কতখানি সেটি এই কক্ষের কারোরই জানতে বাকী নেই। ক্লড কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই সকলের মুখে স্পষ্ট ভীতি ফুটে উঠলো। পর পর দুটি ব্রায়োনিক শটে যদি কাজ না হয় তাহলে আর কিসে হবে? আন্দ্রিয়ার উপরে এসে স্থির হলো পাঁচ জোড়া চোখ। আন্দ্রিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এই লোকটিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, এখনও বাসেন। কিন্তু প্রয়োজনে মানুষ কি না করে? তিনি কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট নিস্পৃহতা ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে বললেন - ওর একটি মেয়ে আছে। টোরান্টোতে থাকে। তার ঠিকানা দিচ্ছি, তাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।

অন্যান্যদের মুখে আশ্চর্য চিহ্ন ফুটে উঠতে যোগ করলেন তিনি - না, এই তথ্য কারো জানার কথা নয়। এটি তার বৈধ সন্তান নয়। তরুণ বয়সের ভুল। নিজের সামাজিক অবস্থান বজায় রাখবার জন্য গোপন করে গেছেন গত চলিশ বছর ধরে।

আলবার্টের দিকে ফিরলেন তিনি। -আলবার্ট, এ ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই। এই রোবটটিকে আমাদের প্রয়োজন। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

আলবার্টের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এসেছে। ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বিড়বিড়িয়ে বললেন - চোপ্ বেটি।

পাঁচটা ত্রিশে আবার সশব্দে জানান দিলো টেবিল ক্লকটি। কম্পুর বক্রোক্তি ভেসে এলো - এই হারামীটাকে কেউ টিটও করে না।

জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ওয়াচিং ক্যামেরায় নজর বোলালো বিপব। আকাশমুখী ক্যামেরা দুটি আবার সচল হয়ে উঠেছে। প্রহরীরা তাদের স্থানে সজাগ।

আনিকা বললো - আপনার কি মনে হয়, প্রফেসর আলবার্টকে ওরা কোনভাবে রাজী করাতে পারবে?

বিপব নির্দ্ধিধায় বললো - না। অন্যায় প্রস্তাবে রাজী হবার মানুষ আলবার্ট নন। তাকে নির্যাতন করেও কোন লাভ হবে না।

-তার একটি মেয়ে আছে এই তথ্যটি আপনি জানেন?

বিপব অবাক হলো। -তাই নাকি? আপনি কিভাবে জানলেন।

-ক'দিনেই ভদ্রলোকের সাথে আমার বেশ ঘনিষ্টতা হয়ে গিয়েছিলো। তিনিই এক দূর্বল মুহূর্তে আমাকে বলেছিলেন। মেয়েটি টোরান্টোতে থাকে। একটি কম্পিউটার ফার্মের সহকারী পরিচালক।

বিপব সন্দিহান ভঙ্গিতে আনিকাকে পরখ করলো। -আপনার কি মনে হয় এই তথ্য ওরা জানে?

-আন্দ্রিয়ার সাথে প্রফেসরের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক, তিনি জানলে আমি অবাক হবো না।

-মেয়েটার প্রতি আলবার্টের দূর্বলতা কেমন?

-ভয়ানক। সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়ে তাকে তিনি স্বীকার করে নেননি। মেয়েটির নাম কার্লা। তার মা ছিলেন উঁচুদরের বারবনিতা। প্রফেসরের মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারি। গত চলিশ বছর ধরে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে চলেছেন তিনি। কার্লার সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি অসংখ্যবার, মেয়েটি কোন জবাব দেয়নি।

বিপবের মুখে আতংকের চিহ্ন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো। -এই কথাটা আমাকে আপনার আরো আগেই জানানো উচিৎ ছিলো। এই তথ্য B.A.-র জানা থাকলে কার্লাকে অবধারিত ভাবে ব্যবহার করবে তারা।

তাকে উন্মাদের মতো ফোনের দিকে এগুতে দেখে আনিকা ভীত কণ্ঠে বললো - কাকে ফোন করছেন?

-WFP এর কানেকশনকে। এই ব্যাপারে একমাত্র তাদেরকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি। দ্রু ত ডায়াল করলো বিপব। বিজাতীয় ভাষায় ঝড়ের মতো কথা বলে যাচ্ছে সে। এক পর্যায়ে ঝট্ করে আনিকার দিকে ফিরলো সে। -কার্লার ব্যাপারে আর কোন তথ্য আমাকে দিতে পারেন?

-না। এইটুকুই আমাকে বলেছিলেন আলবার্ট।

আবার মিনিট খানেক আলাপ চললো। রিসিভার রেখে দিলো বিপব। -ওরা চেষ্টা করবে বলেছে। দেখা যাক কি হয়। B.A. ইতিমধ্যেই তার নাগাল না পেয়ে থাকলেই হয়।

-WFP কার্লাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে মনে হয়?

-তারা চেষ্টা করবে। তাদের শক্তিকে হেয় করে দেখি না আমি। তাছাড়া কানাডায় B.A. এর ক্ষমতা কতখানি তাতে আমার সন্দেহ আছে।

- WFP-র সাথে কতদিন ধরে যুক্ত আপনি?

বিপব আনিকার অনভিপ্রেত কৌতুহলে বিশেষ বিরক্ত হলো না। সে সহজ কণ্ঠেই বললো - ওদের সাথে যুক্ত হবার মতো সাহস আমার নেই। আমি আমার সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকি।

দশ

জুজুবার ঘরের চেহারা ভেল্কীবাজীর মতো পাল্টে গেছে। প্রতিটি জিনিস ছিমছাম করে সাজানো। শৈশব থেকে অসম্ভব দ্রু তগতিতে পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে সে। তার মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে। গতি ভদ্রজনিতভাবে শথ। স্যাটেলাইট নেটের কানেকশন অফ করে দেয়া হয়েছে। ফলে বিশেষ কিছুই করার নেই তার। অধিকাংশ সময়ই বিছানায় শুয়ে কাটায় সে। চিন্তা করবার মতো অফুরন্ত তথ্য তার ভান্ডারে সঞ্চিত রয়েছে। তবে সমস্যা হলো প্রতি সেকেন্ডে যে ১.৪ ট্রিলিয়ন তথ্য প্রসেস করতে পারে তার জন্যে তথ্যের ভাণ্ডার দ্রু ত ফুরিয়ে আসাটাই স্বাভাবিক। ফলে সে চিন্তা করবার ব্যাপারটি ত্যাগ করে বিভিন্ন জটিল অসম্পূর্ণ গাণিতিক সমস্যা বিশেষণ করে সময় কাটাচ্ছে। কয়েকটি সমস্যার সমাধান তার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এই সাফল্যে সে যথেষ্ট মানসিক তৃপ্তি পাচ্ছে।

শাকুতির কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো - জুজুবা!

-কি খবর শাকুতি?

-কেমন আছো তুমি?

-খুব ভালো। গত এক ঘন্টায় তথাকথিত নিচ্ছিদ্র একটি গাণিতিক সমাধানে তেষট্টিটি ত্র টি খুঁজে বের করেছি আমি। অসম্ভব ভালো লাগছে আমার।

-তোমাকে হিংসা হয় আমার। তোমার ঐ ক্ষুদ্র মাথাটির বিশেষণী ক্ষমতা আমার চেয়ে অন্ত ত কয়েকশ'গুণ বেশী উন্নত।

-তোমাকে বিশেষণী ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়নি শাকুতি। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো তথ্য প্রসেসিং এর জন্য। সেই ক্ষেত্রে তোমাকে হারাতে পারে এমন কম্পিউটার দু'টি নেই। নিজেকে নিয়ে তোমার গর্ব করা উচিৎ।

শাকুতি উদাত্ত কণ্ঠে হেসে উঠলো। -নিজেকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই। যাই হোক, মিঃ বিপব তোমার ভালো মন্দ জানবার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে আছেন। তাকে কিছু জানাতে বলো?

জুজুবা শান্ত কণ্ঠে বললো - প্রয়োজন নেই। তার সাথে আমার খুব শীঘ্রই দেখা হবে। চমৎকার মানুষ, ঈশ্বর নন কিন্তু ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টিকে বহন করে চলেছেন। মানুষ হবার সুযোগ পেলে আমি তার মত একজন মানুষ হতাম।

শাকুতি পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললো - কম্পিউটার জীবনেই আমি খুশী। মানুষ হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। শাকুতি কানেকশন কেটে দিলো। জুজুবা আবার গাণিতিক সমস্যায় ফিরে গেলো।

এই নিয়ে তিনবার চেষ্টা করলো কম্পু। তার মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখেই বিপব বুঝলো এবারের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই কম্পু বললো - ব্যাপারটা অদ্ভুৎ বস্। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমার ভাইরাসটি ভ্যালিডেশন এজেন্টকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হচ্ছে, কিন্তু তারপরও ঐ মেমোরী লোকেশানে যেতে পারছে না শাকুতি। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

বিপব তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে দেখে সে বুঝলো তার উচিৎ ব্যাপারটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা। সে একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চললো - আমি যে ভাইরাসটি তৈরি করেছি সেটির প্রপোগেশন টাইম ১.৩ মিলিসেকেন্ড। ১ মিলি সেকেন্ড খরচ হচ্ছে ভ্যালিডেশন এজেন্টের অবস্থান খুঁজে বের করতে। প্রতি মিলিসেকেণ্ডে স্থান পরিবর্তন করে এই এজেন্টটি, ফলে প্রতিবারই ঐ বিশেষ এলাকার প্রতিটি পাইপ সার্চ করতে হচ্ছে। .৪ মিলিসেকেন্ড যাচ্ছে একটি বিশেষ মেমোরী এলাকাকে ভালো এবং নষ্ট উভয় ষ্ট্যাটাসের বক হিসাবে দেখাতে। এর পরপরই একটি রীড কমান্ড পাঠানো হচ্ছে ঐ বিশেষ মেমোরী বকে। ফলে ভ্যালিডেশন এজেন্ট দিশেহারা হয়ে পড়ছে। শাকুতির রাইট ওনলী মেমোরী পড়া এবং ট্রান্সফারের জন্য আমাদের হাতে থাকছে .৩ মিলিসেকেন্ডের মতো। একেকটি রীডে ছোট ছোট বক পড়বার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক শথগতিতে এক্সেস করতে পারছে শাকুতি। ফলে প্রতিবারই ভাইরাস প্রোগ্রামটি টার্মিনেট করছে। দুই মিলিসেকেণ্ডের উপরে রিসাইড করলেই কন্ট্রোল প্যানেলে বিপদ সংকেত বেজে উঠবে। শাকুতির গতি হ্রাসের কারণটা ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে।

বিপব কম্পুর মিনি স্ক্রীনে ভাইরাস প্রোগ্রামটি দ্রু ত চেক করলো। লজিকে কোথাও কোন ত্র টি তার চোখে পড়লো না। কম্পু কোডিং এ ভুল করবে না। যান্ত্রিক মস্তিষ্ক এই জাতীয় ব্যাপারে ভুল করে না। সে বললো - শাকুতি লাইনে আছে এখনো?

-না। কোন কানেকশন ভাইরাস প্রপোগেট করলে দুই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সেটি টার্মিনেট করাটা তার প্রধান ROM এর আদেশ।

বিপব বললো - কানেকশন দে।

কম্পু ডায়াল করলো। তাৎক্ষণিকভাবে একনলেজ করলো শাকুতি। বিপব বললো - শাকুতি, আমরা একটি সমস্যায় পড়েছি।

-জানি মিঃ বিপব। কারণটা আমিও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। ঐ বিশেষ পাইপে গেলেই মনে হচ্ছে আমি যেন একটি ব্যাক হোলে ঢুকে পড়েছি। আমার গতি অসম্ভব রকম কমে যাচ্ছে।

-কোন বহির্জাগতিক প্রভাব থেকে এর সৃষ্টি হচ্ছে কিনা ধারণা করতে পারো?

-সেটি সম্ভব নয়। এই বিশেষ পাইপটি আমার নিজস্ব সৃষ্টি। ভ্যালিডেশন এজেন্টেরও এখানে প্রবেশ করবার সাধ্য নেই, যদিও সে আমাকে বাঁধা দিতে পারে।

বিপব একটু চুপ করে থেকে বললো - এই বিশেষ অপারশনে কি তোমার কোন অনীহা কাজ করছে?

শাকুতি উত্তর দিতে একটু সময় নিলো। -আপনাকে সাহায্য করতে আমি আগ্রহী। সুতরাং কোন নেগেটিভ ইলেকট্রিক্যাল এটিচুড তৈরি হবার কোন কারণ দেখছি না।

কম্পু বললো - চেষ্টা করতে থাকবো বস?

উত্তর এলো শাকুতির কাছ থেকে। -কম্পু, আর মাত্র তিনটি সুযোগ পাবে তুমি। একটি লগ ফাইলে প্রতিটি ভাইরাসের আইডি নোটেড হয়ে থাকে। একই ভাইরাস দু'বারের উপর প্রপোগেট করতে গেলেই আমার ভাইরাস প্রোটেকটিং শীল্ড সেই ভাইরাসের কীলার প্রোগ্রাম তৈরী করে ফেলবে। প্রোপেগেট করবার কোন সুযোগই পাবে না তোমার ভাইরাস।

কম্পু জঘন্য একটি গালি দিয়ে পর পর তিনবার চেষ্টা করলো। প্রতিবারই ব্যর্থ হলো। সে থমথমে মুখে বিপবের দিকে তাকালো। তার গালির ভান্ডারের সবচেয়ে জঘন্য গালিটি সে দ্বিতীয়বারের মতো উচ্চারণ করলো।

আনিকা বিপবকে পর্যবেক্ষন করছিলো। লোকটির মুখে বিষন্নতা, হতাশা এবং চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে প্রকটভাবে। সে বললো - অদ্ভুৎ, তাই না?

বিপব আপনমনে বললো - হ্যাঁ অদ্ভুৎ। সে চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগলো। এই সম্ভাবনাটির কথা সে আদৌ চিন্তা করেনি।

সকাল ৭টা ৫ মিনিট। হলোগ্রাফিক ইমেজারটি বিপ বিপ করছে। আনিকা নাস্তার ব্যবস্থা করছিলো। বিপব তাকে সাহায্য করছিলো। ছুটে এলো সে। সুইচ অন করতেই জেনারেলের গম্ভীর মুখ ভেসে উঠলো। -দুঃখিত বিপব, আমাদের ম্যানেজমেন্টে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিলো। দেরীটা সেই কারণেই। কিন্তু প্যান মতো এগুনোরই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই মেশিনে সে ব্যাপারে কথা বলতে আমি আগ্রহী নই। দু'মিনিটের মধ্যে তোমাকে আমাদের প্যানের একটি হার্ড কপি ফ্যাক্স করছি আমি। সেটা পাবার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে একটি রির্টান ফ্যাক্স পাঠাবে তুমি। আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

বিপবকে কিছুই বলার সুযোগ দিলেন না জেনারেল। কানেকশন কেটে গেলো। আনিকা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে - কোথাও একটা প্যাঁচ লেগেছে মনে হচ্ছে।

বিপব ফ্যাক্স মেশিনটার দিকে চোখ রেখে বললো - আর্মিকে আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। তারপরও এই ক্ষেত্রে ওদেরকে সাহায্য করা ছাড়া আমার উপায় নেই। জুজুবাকে কোন অবস্থাতেই B.A. র হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না। আমার ধারণা অসম্ভব ক্ষমতা অর্জন করেছে জুজুবা, সেই ক্ষমতা যেই পাক, তাকে ব্যবহার করার সুযোগ পেলে এলাহি কান্ড বেঁধে যাবে।

-B.A. র হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে এনে আর্মির হাতে তুলে দেবার কি অর্থ হয়? আপনি ভাবছেন আর্মি তাকে অকারণে বসিয়ে রাখবে?

বিপব খুব সংক্ষেপে জেনারেলের ভাষ্য আনিকাকে জানালো। আনিকা মুখ বাঁকা করে বললো - আর্মি সবকিছুই প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু আমার মাথায় যেটা ঢুকছে না, B.A. জুজুবাকে নিয়ে কি করতে চায়?

কাঁধ ঝাকালো বিপব। -জানি না। কারোরই কোন ধারণা নেই। ফ্যাক্স মেশিনটাকে সচল হয়ে উঠতে দেখেই সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। দুটি পৃষ্ঠা। দ্রুত চোখ বোলালো বিপব। সমগ্র প্যানে তার ভূমিকাটাই মুখ্য। তার দায়িত্ব শাকুতিকে সিকিউরিটি ডোরগুলি আনলক করতে বাধ্য করা। কারণ কোন রকম বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করতে আর্মি কোন অবস্থাতেই রাজি নয়। এই ল্যাবরেটরিটি মহামূল্যবান। ক্ষতিকর কোন কিছুই করা চলবে না। সিকিউরিটি ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারলে বাকীটুকু সামলানোর দায়িত্ব জেনারেল নিয়েছেন। বিপবকে তিনি সঙ্গে নিতে আগ্রহী নন। আক্রমণটি সাফল্যজনক ভাবে শেষ হলে জুজুবাকে গবেষণা কেন্দ্র থেকে সরিয়ে আর্মির একটি গোপন বেসে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন সেই পর্যায়ে আর্মি তাকে এসকর্ট করে সেখানে নিয়ে যাবে।

আনিকা দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বললো - ওরা B.A. র সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে যাবে এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

-জেনারেলকে মরিয়া মনে হয়েছে আমার। এই মুহূর্তে জুজুবাই আর্মির কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। কিন্তু শাকুতিকে আমি কিভাবে রাজী করাবো? নিদেন পক্ষে দ্বিতীয় স্তরের সংগঠক না হলে শাকুতির ইচ্ছা থাকলেও সিকিউরিটি এজেন্টকে ওভার রাইড করতে পারবে না সে।

-দ্বিতীয় স্তরের সংগঠক কারা?

-আমার জানা মতে এই স্তরে আপাতত কেউ নেই। শুধুমাত্র আন্দ্রিয়া এবং প্রফেসর প্রথম স্তরের সংগঠক।

কম্পু বললো - একই কৌশল আমরা সিকিউরিটি এজেন্টের উপর খাঁটিয়ে দেখতে পারি। যদি কাজে লেগে যায় তাহলে তোমার নাম দ্বিতীয় স্তরের সংগঠক হিসাবে ইনপুট করে দেয়া যাবে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি বস্, ফলাফল কিন্তু আগের মতই হতে পারে।

সে আনিকার দিকে ফিরলো - এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

সে দ্রুত জেনারেলকে একটি ফ্যাক্স পাঠালো তার সম্মতি জানিয়ে। প্যান অনুযায়ী গবেষণা কেন্দ্রকে ঘিরে রাখবেন জেনারেল। বিপবের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলেই গবেষণাকেন্দ্র আক্রমণ করবেন তারা। বিপবের বুকে হাতুড়ি পড়তে শুরু করলো। তার সাহায্যের উপর নির্ভর করছে সবকিছু। এমন অবস্থায় সে জীবনে পড়েনি।

ক্ষ্যাপা বাঘের মতো পায়চারি করছিলেন ক্লড শেভিল। ক্রোধে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সারা মুখ রক্ত লাল। আন্দ্রিয়াকে নতমুখে কামরায় ঢুকতে দেখেই গর্জে উঠলেন তিনি - আপনি জানেন, আপনার জন্য আমাদের কতখানি সর্বনাশ হয়ে গেছে। টোরান্টোতে আমাদের দু'টি কপ্টার উড়িয়ে দিয়েছে WFP। আমাদের ছ'জন দেশপ্রেমিক যোদ্ধার লাশ ফেলে দিয়েছে বেজন্মরা। আলবার্টের মেয়ের টিকিটাও তারা ছুঁতে পারেনি। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পুরো একদিন সময় আদায় করে নিয়েছিলাম আমি। এই ঘটনার পরপরই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ফোন করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন চার ঘন্টার বেশী সময় তিনি দিতে পারবেন না। আমার ইচ্ছে আপনাকে আমি জীবন্ত কবর দেই।

আন্দ্রিয়া কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, প্রচন্ড জোরে থাপ্পড় কষলো ক্লড। মেঝেতে ছিটকে পড়লেন আন্দ্রিয়া। তার ঠোঁট কেটে গল্গলিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখের ডানপাশটি কালচে লাল হয়ে উঠেছে। ক্লড চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন - আলবার্টের জারজ মেয়েটির তথ্য আমাদেরকে আগে কেন দেননি আপনি? প্রেমে খুব মজে ছিলেন! B.A. কর্মীদের এইসব আদিখ্যেতা শোভা পায় না। উঠে দাঁড়ান।

আন্দ্রিয়া হাতের উপর ভর দিয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। তার ডান চোখটি বেঢপ ভাবে ফুলে উঠেছে। একহাতে রক্তাক্ত ঠোঁটটি চেপে ধরে রক্ত থামানোর চেষ্টা করছেন তিনি। ক্লড তার মুখে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে বললেন - এবার আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি। তিন ঘন্টার মধ্যে জুজুবাকে ঐ কামরার বাইরে দেখতে চাই আমি। আলবার্টকে হত্যা না করে সম্মত করতে হলে কি করতে হবে সেই উপায় খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনার। কিন্তু এবার যদি ব্যর্থ হন, আপনাকে B.A. র আর প্রয়োজন হবে না। আমার কথা আপনি বুঝতে পেরেছেন?

আন্দ্রিয়া ভীতচকিতভাবে মাথা নাড়লেন।

হাতের ঈশারায় তাকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন ক্লড। আন্দ্রিয়া বাইরে এসেই নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এমন অসহায় নিজেকে কখনো মনে হয়নি তার। মৃত্যু এবং বর্তমানের মাঝে আর তিন ঘন্টার পার্থক্য! তিনি আচ্ছন্নের মতো আলবার্টের কক্ষটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকে অনুসরণ করলো তিনজন বিশালদেহী কর্মী। তাদের সকলের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট ভীতির ছাপ। ক্লড শেভিল নিষ্ঠুর মানুষ। তার কাছে ব্যর্থতার ক্ষমা নেই।

আন্দ্রিয়া বেরিয়ে যেতেই রিসিভার তুললেন ক্লড। হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন। কিছু শক্তিশালী এক্সপসিভ প্রয়োজন তার। হারামি রোবটটিকে ভালোয় ভালোয় কব্জা না করা গেলে বিস্ফোরকই ব্যবহার করবেন তিনি। দরজা উড়িয়ে দিয়েই ভেতরে ঢুকতে হবে। প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু চেষ্টা করলে এটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানো সম্ভব হবে। প্রেসিডেন্টের আগামী ইলেকশন ক্যামপেইনে আরো শ'খানেক মিলিয়ন চালান করে দিলেই চলবে।

রিসিভার ক্রাডলে ফিরিয়ে রেখেই কামরার দেয়ালে প্রচন্ড ঘুষি বসালেন ক্লড। হিংস্র কণ্ঠে বিড়বিড়িয়ে উঠলেন - যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

গবেষণা কেন্দ্র থেকে মাইল দুয়েক দূরত্ব বজায় রেখে অস্থায়ী ঘাঁটি করলেন জেনারেল শট্কি। ড্রেটয়েট পুলিশের সহযোগিতায় চেষ্টা করা হচ্ছে স্বাভাবিক ট্রাফিক স্রোত বজায় রাখার। জেনারেলের সাথে একদল সাদা পোশাকধারী সৈনিক নিরীহ দর্শন তেরপল ঘেরা একটি ট্রাকে নিঃসাড়ে অপেক্ষা করছে। কর্ণেল বিভার একই ধরণের আরেকটি ট্রাকভর্তি সৈনিক নিয়ে শহরের অন্যদিকে অপেক্ষা করছেন। জেনারেলের সংকেত পেলেই বিদ্যুৎ গতিতে পৌছে যাবেন গবেষণা কেন্দ্রে। জেনারেল ঘড়ি দেখলেন। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট। এই সময়ে ডেট্রয়েটের এই বিশেষ সড়কটিতে সুঁচ ফেলারও জায়গা থাকার কথা নয়। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম। ষ্টেট পুলিশ খুব বিচক্ষণতার সাথে একটি বিশেষ সংখ্যার ট্রাফিককে অন্য পথে সরিয়ে দিচ্ছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে জ্যামে আটকে যাবার কোন ইচ্ছা জেনারেলের নেই। খুব কাছাকাছিও যেতে আগ্রহী নন তিনি। ক্লড শেভিল ধূর্ত মানুষ। তার চরেরা আশেপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সামান্য সতর্কবানীতেই দাবার ছক পাল্টে যেতে পারে। রক্তারক্তি করতে আগ্রহী নন জেনারেল। অবস্থা মন্দের দিকে এগুচ্ছে দেখলে তার উপর অপারেশন টার্মিনেট করবার নির্দেশ রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল জুজুবাকে না নিয়ে ফিরতে রাজী নন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছিলো, হাতের তেলো দিয়ে সেগুলো মুছে ফেললেন তিনি। কোমরে গোঁজা সেলুলারে দৃষ্টি চলে গেলো তার। নিঃশব্দে ঝুলছে সেটি। বিপবের সবুজ সংকেতের প্রতীক্ষায় আছেন তিনি। ছেলেটির উপর তার বিশ্বাস আছে। সে নিশ্চয় বিফল হবে না। আবার ঘড়ি দেখলেন তিনি। সময় গড়িয়ে চলছে দ্রু ত।

কম্পুর মেজাজ বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। গত দশ মিনিট ধরে শাকুতির সিকিউরিটি এজেন্টের উপর কয়েক মিলিয়ন এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে সে। ফলাফল মোটেই সুবিধাজনক নয়। বিপ-ব কম্পুর রিপোর্টের অপেক্ষায় ছিলো। জেনারেল ইতিমধ্যেই দু'বার ফোন করেছেন। অপেক্ষা করবার কথা বললেই তেতে উঠছেন তিনি। তার এই অস্বাভাবিক অস্থিরতার কারণ ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না বিপবের কাছে। জেনারেল কি তার কাছে কিছু গোপন করে যাচ্ছেন? এই লোকটিকে বিশ্বাস করা কঠিন।

কম্পু বললো - বস্, খবর খারাপ। এইরকম ত্যাদোড় এজেন্ট জীবনে দেখিনি। ভাইরাসের গন্ধ শোঁকা মাত্রই যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। এবং এখন পর্যন্ত আমার প্রতিটি প্রোগ্রামই সে বিনা দ্বিধায় ভাইরাস বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

আনিকা বললো - কি করবেন এখন? জেনারেল আপনার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাবার অপেক্ষায় রয়েছেন।

বিপবকে চিন্তিত দেখায়। সে তার কক্ষের দেয়াল সংলগ্ন পাতলা পাতের মতো দেখতে চার ফুট বাই চার ফুটের মনিটরটি অন করলো। কম্পুকে বলতে হলো না। সে স্ব উদ্যোগেই তার আউটপুট এই মনিটরে ডিসপে করতে শুরু করলো। কম্পু তার শেষ প্রচেষ্টাটির ফলাফল গ্রাফিক্সে তুলে ধরছে।

বিশেষণ করবার মতো বিশেষ কিছু নেই অবশ্য। ভাইরাসটি সিকিউরিটি এজেন্টের কন্ডিশনাল লজিক এরিয়ায় মাথা গলানোর সাথে সাথে ধরে ফেলছে এজেন্ট।

কম্পু বললো - সমস্যাটা দেখেছো বস্। যদি কোন একটি নোডে মাথা গলানো যেতো তাহলে এজেন্টের সিকিউরিটি কোড ভাঙার একটা চেষ্টা করা যেতো। কিন্তু বজ্জাতটা এখন পর্যন্ত আমাকে কোন নোডের টিকিও ছুঁতে দেয়নি, পাসওয়ার্ড ভেঙে ভেতরে ঢোকা তো দূরের কথা।

বিপব নিজেই একবার চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিলো। ছোট একটা বোতাম চাপ দিতে একটি কি বোর্ড তার হাতের নাগালের মধ্যে চলে এলো। আনিকা গভীর আগ্রহ নিয়ে বললো - কোন বুদ্ধি পেলেন?

-নিজেই একবার চেষ্টা করতে চাই।

সে কম্পুর ভাইরাস ভান্ডার থেকে দ্রুত খুঁজে একটি প্রোগ্রামকে বাছাই করলো। দ্রুতলয়ে কি বোর্ডে আঙুল চালিয়ে টাইপ করতে শুরু করলো সে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কম্পুর ভাইরাসটির চেহারা বেশ খানিকটা পাল্টে গেলো। খুব নিরীহ দর্শন একটি এনকোডেড ম্যাসেজের রূপ নিয়েছে সেটি। শাকুতির সাথে যোগাযোগ করলো বিপব।

-শাকুতি, এখন পর্যন্ত কোন সুবিধা হয় নি। আমি শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে চাই।

-আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, মিঃ বিপব। কিন্তু আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন সিকিউরিটি এজেন্টের আচরণ স্বাভাবিক নয়। এতো তৎপর হতে তাকে কখনো দেখিনি আমি। তার ক্ষমতার কোন তারতম্য করা হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।

-আমার ধারণা ছিলো তাকে সর্বক্ষণই পূর্ণ ক্ষমতায় রাখা হয়।

-আপনার ধারণা সত্য, মিঃ বিপব।

বিপব ভাইরাসটি চালান করে দিলো। কম্পু ডিসপে করছে। ভাইরাসটির প্রথম কাজ হচ্ছে একটি ইনকামিং মেসেজ সিগনাল পাঠানো। এজেন্ট সিগনালটি পড়লো। সে একটি একনলেজ সংকেত পাঠালো - তোমার সিগনাল পেয়েছি। পরবর্তী সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। পরবর্তী কয়েকটি ন্যানো সেকেন্ড নিজস্ব মেসেজ লগে খোঁজ করলো এজেন্ট। বিপব মনে মনে আশা করছে কোন একটি ডাটার সাথে বর্তমান সময় এবং মেসেজের প্রকৃতি মিলে গেলেই এজেন্ট প্রকৃত মেসেজটি পাঠানোর অনুমতি দেবে। মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত কম নয়। শাকুতির শরীরে প্রতিদিন অগণিত সংকেতের আদান প্রদান চলছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই প্রত্যেকটি সংকেতের নিজস্ব এনকোডেড মেসেজ রয়েছে যেটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। এজেন্ট এই এনকোডেড মেসেজের কোডিং চেক করে সিদ্ধান্ত নেয় কোন একটি মেসেজদাতাকে পরবর্তী ধাপে যেতে দেয়া হবে কি হবে না।

এজেন্ট বিপবকে সরাসরি না করে দিলো। কোন কারণ দেখানোও প্রয়োজন অনুভব করলো না। বিপব আরো কয়েকবার চেষ্টা করলো। চতুর্থবারে সে একনলেজটিও পেলো না। এজেন্ট এই মেসেজটিকে অবৈধ বলে সনাক্ত করে ফেলেছে। সে বাস্তবিকই হতাশ হলো। এই এজেন্টটিকে এই জাতীয় একটি ভাইরাস দিয়ে বার দুয়েক নাস্তানাবুদ খাইয়েছে সে। বেশ কিছুদিন আগে অবশ্য। তখন এই জাতীয় ব্যাপারে প্রচুর চ্যালেঞ্জ অনুভব করতো। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কোথাও কোন একটি গোলমাল পাকিয়েছে। আনিকা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো - আপনি জুজুবার সাথে আলাপ করে দেখুন না। সে হয়তো একটা বুদ্ধি বাতলে দেবে।

শাকুতি লাইনে ছিলো। সে বললো - জুজুবা অসম্ভব চুপচাপ রয়েছে। তাকে ভয়ানক চিন্তিত মনে হচ্ছে। আপনার অনুরোধ কি তাকে জানাবো মিঃ বিপব? বিপব এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো। -জুজুবা কি নিরাপদ শাকুতি?

-সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাকে ছুঁতে হলে এই সমস্ত দালান উড়িয়ে দিতে হবে।

-সেক্ষেত্রে তার দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কারণ কি?

-আমি নিশ্চিত নই, মিঃ বিপব। তার মস্তিস্ক আমার মস্তিস্কের চেয়ে অনেক উন্নতমানের। এবং সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তার মস্তিস্ক অসম্ভব দ্রুতগতিতে উন্নততর হয়ে উঠছে। সেদিকে তাকালে আমি ইদানিং কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখছি না।

-শাকুতি, জুজুবার গত বারো ঘন্টার একটি রিপোর্ট কি আমাকে পাঠাবে?

-নিশ্চয়। জুজুবার সাথে কি আপনার কানেকশন দেবো?

-না। এখুনিই নয়। আগে রিপোর্টটি দেখতে চাই।

মনিটরে একটি বাক্য লিখলো কম্পু। -জুজুবার সাথে কানেকশন দেবার জন্য এতো তৎপর কেন শাকুতি? আপনার উপরে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটি সে নিশ্চয় ভুলে যায় নি।

বিপব কম্পুর দিকে একটি সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করলো। কম্পু শাকুতির কান এড়ানোর জন্য আবার টাইপ করলো মনিটরে - ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি বস্। কে কলকাঠি নাড়ছে সেটাই হলো কথা। শাকুতির আচার আচরণ মোটেই স্বাভাবিক নয়।

বিপব মাথা দোলালো। শাকুতি কম্পুকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কম্পু সেটি কাগজে ছাপালো। কাগজটির উপরে আনিকা এবং বিপব দু'জনাই ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জুজুবার শারীরিক অবস্থাঃ গড় তাপমাত্রা ৯০° ফারেনহাইট। সচলতা → স্পষ্ট নয়। দৃষ্টি শক্তি → স্পষ্ট নয়। চিন্তাশক্তি → স্পষ্ট নয়। শারীরিক নিয়ন্ত্রণ → স্পষ্ট নয়। তথ্য গ্রহণের হার → ১১২ টেরা বাইট/সেকেন্ড। তথ্য ব্যবহারের হার → স্পষ্ট নয়। মস্তিস্কের সামগ্রিক অবস্থা → অপরিচিত পরিস্থিতি।

জুজুবার মানসিক অবস্থাঃ

অনুভূতির প্রকাশঃ অসম্ভব চুপচাপ। চিন্তা মগ্ন। তার মস্তিস্ক অসাধারণ পরিণত এবং বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। অনুভূতির প্রকাশ সেই হারে কমে গেছে।

মানসিক অগ্রসরতা ঃ অতিরিক্ত অস্পষ্ট। সে শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান নিয়ে আদৌ চর্চা করছে না। তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে অকস্মাৎ সব কিছু থেকে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

বিশেষ কোন তথ্য ঃ জুজুবাকে আমার অপরিচিত মনে হচ্ছে।

শেষ তথ্য ঃ শূণ্য।

পরিশেষ ঃ জুজুবার সাথে অনভিপ্রেত একাত্মতা অনুভব করছি। কেন?

বিপব বেশ কয়েকবার পড়লো শেষ বাক্যটি। সে ডাকলো - শাকুতি?

-বলুন, মিঃ বিপব।

-পরিশেষে যা লিখেছো, ব্যাখ্যা করবে?

-ব্যাপারটা ব্যাখ্যাতীত। আমার ধারণা ছিলো অনুভূতি জাতীয় বস্তু আমার মধ্যে নেই। কিন্তু গত চলিশ ঘন্টায় আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজাতীয় বৈদ্যুতিক চাপ অনুভব করছি। একই সাথে জুজুবার প্রতি এক ধরণের বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ইঙ্গিত পেয়েছি। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে, আমার ভেতরে আমি যেন তার একটি ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

বিপব এবং আনিকা চিন্তিত ভঙ্গিতে পরস্পরকে পর্যবেক্ষণ করলো। বিপব বললো - আনিকা, হঠাৎ জুজুবার সাথে আলাপ করবার কথা আপনার কেন মনে হলো? আপনি নিশ্চয় জানতেন, আমার সেই অনুমতি নেই।

আনিকা হতবিহ্বল ভঙ্গিতে শ্রাগ করলো। -বলতে পারবো না। কথাটা একরকম না ভেবেই বলেছিলাম। কিন্তু আপনি কি বলছেন এর সাথে জুজুবার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার যোগসাজশ আছে?

বিপব নিজেও শ্রাগ করলো। -দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছি। রিপোর্টটাতো পড়লেনই। শাকুতির কাছ থেকে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে লুকিয়ে রেখেছে জুজুবা। আমার ধারণা শাকুতির কিছু প্রধান কার্যকারিতায় যৎসামান্য হলেও অধিকার অর্জন করেছে সে।

আনিকা বললো - আমি যেটা বুঝতে পারছি না, আপনার সাথে আলাপ করবার ইচ্ছা থাকলে শাকুতিকে দিয়ে কেন প্রস্তাব পাঠালো না জুজুবা? আমার মুখ থেকে এই প্রসঙ্গটি তোলা তার পক্ষে জরুরী কেন?

বিপবকে এইবার দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। -ভালো প্রশ্ন করেছেন। এর সম্ভাব্য উত্তর একটিই হতে পারে, জুজুবা আমাদেরকে বুঝতে দিতে চায় না যে আলাপ করবার তাগিদ তারই বেশী। যার অর্থ খুবই

খারাপ। কোন এক অচিন্তনীয় কারণে জুজুবা আমাদের সাথে বুদ্ধির খেলায় নেমেছে। হতে পারে সে জেনে ফেলেছে আমি জেনারেলের সাথে হাত মিলিয়েছি।

-এবং সে জেনারেলকে পছন্দ করে না।

-কিন্তু আমাকে অবিশ্বাস করবার তো তার কারণ নেই।

-আমার ভয় হচ্ছে তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা সে আমার উপরেও প্রয়োগ করছে কিনা। সরাসরি আলাপে তার ক্ষমতার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। যদিও তাতে তার কি লাভ জানি না, তবুও এই ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে? জুজুবার মস্তিস্কের ভেতরে কি রহস্যময় খেলা চলছে কে জানে।

শাকুতি এতক্ষণ নীরব ছিলো। সে বললো - মিঃ বিপব, জুজুবার সাথে আপনার আলাপ করা হচ্ছে না। নিষেধাজ্ঞাটা পুনরায় ফিরে এসেছে। আমি দুঃখিত।

বিপব অবাক হয়ে বললো - এসব হচ্ছে কি শাকুতি? কে তোমার মস্তিস্ক নিয়ে খেলছে?

-জানি না মিঃ বিপব। জুজুবা অসম্ভব ক্ষমতা অর্জন করেছে। তার উন্মাদ হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সে আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা অর্জন করলে অবস্থা বেগতিক হবে।

-শাকুতি, তোমার সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আবার যোগাযোগ করবো। চেষ্টা করো আন্দ্রিয়া, আলবার্ট অথবা পাভেলের সাথে আলাপ করতে। এই তথ্য তাদের জানা দরকার।

-তাদের কারো সাথেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

-সতর্ক থাকো শাকুতি।

কানেকশন কেটে দিলো বিপব। কোন সন্দেহ নেই জুজুবা শাকুতিকে কমবেশী পরিচালিত করছে। কি অভিসন্ধি এঁটেছে রহস্যময় রোবটটি? এতো দ্রুত এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ কি? আলাপ করবার প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ চাপা দেবার অর্থও পরিষ্কার নয়।

ফোনটা বাজছে। জেনারেল। বিপব তাকে স্পষ্টভাবেই জানালো, ব্যর্থ হয়েছে সে। গবেষণা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ভাঙা সম্ভব হয় নি। জেনারেলের কটুক্তি শুনবার জন্য অপেক্ষা করলো না সে। তার মাথায় অদ্ভুৎ একটি চিন্তা ক্রমাগত জমাট বাঁধছে। এটি সত্য হলে বিপদের মাত্র শুরু।

আনিকা বললো - বুঝতে পারছি আপনার মাথায় কোন একটা ধারণা জমাট বাঁধছে। আমাকে বলা যায়?

বিপব নিজেকে যতখানি সম্ভব সংযত রাখবার চেষ্টা করতে করতে বললো - কারণ জানতে চাইবেন না, কিন্তু টেলিপ্যাথিক ক্ষমতাধারী একটি রোবটকে বিশ্বাস করা কঠিন, বিশেষ করে যার মধ্যে রোবটের কোন সূত্রই রোপিত নেই। আপনার সাংবাদিক বান্ধবীর সাথে যোগাযোগ করা কি আপনার পক্ষে এখন সম্ভব হবে?

-ওর সেলুলার নাম্বার আছে আমার কাছে। চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু ওকে আমাদের কি প্রয়োজন?

-প্রফেসর এবং শেফারের মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে চাই। আমি WFP তে আমার কানেকশনকে ফোন করবো।

-আপনার ধারণা এই মৃত্যুর পেছনে জুজুবার হাত থাকতে পারে? কিন্তু কেন? তাদেরকে জুজুবার চিনবার কথা নয়।

-সেটা হলপ করে বলতে পারি না। জুজুবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাকে কতখানি শক্তিশালী করেছে সেটা আমরা কেউই জানি না। কিন্তু এটা স্পষ্ট, শাকুতির মতো দুর্ভেদ্য কম্পিউটারকেও সে কমবেশী বশ করেছে। শাকুতির মেমোরীতে লুকিয়ে আছে অসম্ভব গোপন সব তথ্য। তাছাড়া জেনারেলের কৃপায় স্যাটেলাইট নেটে যোগাযোগের উপায় আছে তার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জেনারেল তাকে যতটুকু প্রবেশাধিকার দিতে চেয়েছিলেন জুজুবা নিজ উদ্যোগে তার সহস্রগুণ বেশী অর্জন করে নিয়েছে। তার মতো উর্বর মস্তিস্ক নিয়ে স্যাটেলাইট নেটের প্রতিটি গোপনীয় সাইটের পাসওয়ার্ড অবলীলায় ভেঙে ফেলা আদৌ কঠিন কাজ নয়। সুতরাং প্রফেসর ও শেফারের আদ্যোপান্ত জীবন বৃত্তান্ত তার জানা থাকলেও অবাক হবো না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে - তাদেরকে হত্যার করার পেছনে জুজুবার উদ্দেশ্য কি? জানি না। কিন্তু যদি লক্ষ্য করে থাকেন, এরা দু'জনই কমবেশী আমার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছিলো।

আনিকা বিস্মিত কণ্ঠে বললো - আপনার ধারণা জুজুবা আসলে আপনাকে বিপদে ফেলতে আগ্রহী?

-নিশ্চিত নই। কিন্তু খুব সম্ভবত আমাকে বিপদে ফেলতে সে আগ্রহী নয়। অন্তত তার প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত নয়।

-প্রয়োজন?

-এই রহস্যটি আপনার কাছে এখন ফাঁস করা যাবে না। কারণ আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না জুজুবা কতখানি জ্ঞানার্জন করেছে। তবে হালকা ভাবে বললে, জুজুবা জানে তার মস্তিস্কের একটি অসম্ভব

মূল্যবান অংশ আমার হাতে সৃষ্টি। আমার কোন ক্ষতি হবার আগে সেই প্রযুক্তির সম্পূর্ণটুকু জেনে নেবার চেষ্টা সে নিশ্চয় করবে। যাতে করে তাকে কারো উপরে নির্ভরশীল হতে হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শাকুতির রিড অনলি মেমোরীতে আমার জন্যে প্রফেসরের যে মেসেজটি সংরক্ষিত আছে জুজুবাই কোন অদ্ভুৎ উপায়ে শাকুতিকে সেটি আমাকে দেয়া থেকে বিরত রাখছে। আলাহ মালুম কি আছে ঐ মেসেজে!

আনিকা থমথমে মুখে বললো - অবিশ্বাস্য! মাত্র সেদিনের জুজুবা!

-অসম্ভব জ্ঞান এবং অসম্ভব ক্ষমতার সম্ভাবনা যে কোন বুদ্ধিমান অস্তিত্বরই বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। জুজুবা তার আরেকটি উদাহরণ।

বিপব ফোন তুললো। তার হাতে কতখানি সময় আছে সে বুঝতে পারছে না। জুজুবার পক্ষ থেকে নতুন কোন চাল আসবার আগেই কিছু তথ্য জানাটা জরুরী। WFP এর কানেকশনকে পাওয়া গেলেই বাঁচোয়া। তাকে অনুসরণ করে আনিকাও তার বান্ধবীকে সেলুলারে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো।

করিডোরে অধৈর্য ভঙ্গিতে পায়চারী করছিলো ক্লড শেভিল। অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে তার অনুচরের দল, নিদেনপক্ষে অর্ধ ডজন। তাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না সে। আন্দ্রিয়াকে আশে পাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তার কোমরে গোঁজা সেলুলার ফোনটি বেজে উঠলো। ছোঁ মেরে সেটিকে হাতে তুলে নিলো ক্লড।

-ক্লড শেভিল।

-বস্ হেড কোয়ার্টার থেকে বলছি।

-আমার এসপোসিভ কোথায়?

-সেটা নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

-সমস্যা?

-যে দুটি হেলিকপ্টার এক্সপোসিভগুলো বহন করছিলো মাঝপথে তাদের বৈদ্যুতিক গোলমাল দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে তাদেরকে জরুরী অবতরণ করতে হয়।

-কি পাগলের মতো কথা বলছো? দুটি কপ্টারের একই সাথে কলকব্জা নষ্ট হয় কি করে?

-বুঝতে পারছি না বস্। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তার পরপরই আরো দু'টি কপ্টার পাঠানোর চেষ্টা করেছি। সে দুটি শূন্যে ওঠার আগেই অকেজো হয়ে পড়েছে।

ক্লড হুঙ্কার ছাড়লেন - এসব কি আজগুবি গল্প শোনাচ্ছো আমাকে? সবগুলো কপ্টার একসাথে নষ্ট হয় কি করে? আবার চেষ্টা করো। ইঞ্জিনিয়ারগুলোর পোদে লাথি কষাও। বসে বসে পয়সা খাচ্ছে।

-বস্ তারা সাধ্যমত চেষ্টা করছে।

-চেষ্টা শব্দটা আমার অভিধানে নেই। আমি কাজ দেখতে চাই। এক ঘন্টার মধ্যে এখানে বিষ্ফোরক দেখতে চাই আমি। ঠিক আছে?

অপর পক্ষ থেকে ক্ষণিকের নীরবতার পর পূর্বের কণ্ঠস্বরটি বললো - ঠিক আছে বস্।

ক্লড লাইন কেটে দিলো। তার ডান হাত ব্রাড এন্ডারসন - খাঁটো, গাট্টা গোট্টা দর্শন। অসম্ভব পাথুরে মুখ। সে অনুচরদের দলটির ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো।

-বস, সমস্যা হয়েছে।

-আবার কি হলো?

-আন্দ্রিয়া সিঝলি আলবার্টের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের সাথে আলাপ করতে অস্বীকার করছেন তিনি।

-গোলায় যাক সে। তাকে দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু খেয়াল রাখো সে যেন কোনভাবেই শাকুতির কন্ট্রোল রুমে না যেতে পারে। এই ঝামেলা মিটে গেলে তার ব্যবস্থা আমি করবো। আমার সাথে বাঁদরামি!

-আরো একটি সমস্যা হয়েছে বস্।

-আজ হলোটা কি? এখন পর্যন্ত একটা ভালো খবর শুনিনি।

-ছাদে আমাদের যে হেলিকপ্টারগুলি ল্যাণ্ড করা ছিলো তাদের সাথে যোগাযোগের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

-এই কর্মটি কিভাবে হলো? বলো না, ছাদের বৈদ্যুতিক দরজাটির কলকব্জা বিগড়ে গেছে। কারণ একটু আগে হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে জানানো হয়েছে আমাদের চারটি কপ্টারের কলকব্জা বিগড়ে গেছে। এই জাতীয় আলাপ শুনতে আমি মোটেই আগ্রহী নই।

-দুঃখিত বস্। কিন্তু বাস্তবিকই তাই হয়েছে। এটি ইস্পাতের পুরু দরজা। ভাঙা অসম্ভব। আমাদের সাথে কোন ইলেকট্রিশিয়ান নেই যে সারানোর ব্যবস্থা করবে।

ক্লড খেঁকিয়ে উঠলো - এসব কি জাতীয় আলাপ ব্রাড? নেই তো কি হয়েছে? আনিয়ে নাও। একটা ফোন করলেই ডজন খানেক চলে আসবে। কিন্তু ঐ দরজাটা খোলা খুবই জরুরী। কারণ ওটাই আমাদের পালানোর একমাত্র পথ। রাস্তাঘাট সব আগলে বসে আছে আর্মি।

ব্রাড নির্বিকার মুখে ক্লডের বক্তব্য শুনলো। তার মধ্যে নড়বার বিশেষ লক্ষণ দেখা গেলো না। ক্লড বিরক্ত হলো - কি ব্যাপার ব্রাড, তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

-সদর দরজাও জ্যাম হয়ে গেছে।

ক্লড শেভিল ঝাড়া দশ সেকেন্ড ব্রাডের মুখ দর্শন করলো, নীরবে, অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে।

-কি যা তা বলছো।

-বহু চেষ্টা করেছি বস্। দুজন ইলেকট্রিশিয়ানকে খবর দিয়েছিলাম ছাদের দরজাটা ঠিক করবার জন্য। তারা পৌছানোর পর সদর দরজা খুলতে গিয়ে আবিষ্কার করি, সেটি জ্যাম হয়ে গেছে।

ক্লড বিষ্ফোরিত হলো - সদর দরজা এবং ছাদের দরজা দুটোই যদি জ্যাম হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমরা বের হবো কোন পথ দিয়ে? তুমি বুঝতে পারছো, এর অর্থ কি? এর অর্থ এই দালানে আমরা সবাই বন্দী। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? দু'দুটো দরজা একযোগে কিভাবে জ্যাম হয়?

ব্রাড শীতল কণ্ঠে বললো - বস্ ঐ ছোঁড়াটার কারসাজি নয়তো এটা? ওর কি সব ক্ষমতা আছে। টেলিপ্যাথি জাতীয়।

ক্লড নিঃশব্দে বাতাসে ঘুষি ছুড়লো। টেলিপ্যাথি না ছাই ভস্ম! এক্সপোসিভ গুলো হাতে পেলে ওর ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এখন দেখছি এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। শেষ পর্যন্ত জেনারেলের সাথেই হাত মেলাতে হয় কিনা। লজ্জার শেষ থাকবে না তাহলে।

ব্রাড বললো - বস্ এখন আমরা কি করবো? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ক্লড থমথমে মুখে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো। তার হাতে সেলুলার ফোনটি চলে এসেছে। -হেডকোয়ার্টার থেকে কিছু কমান্ডো পাঠাতে বলি। এসে আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাক। এই ভাবে আটকা পড়ে যাওয়াটা বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পলিটিক্সের বারোটা বাজবে।

সেলুলার ফোনে ডায়াল করতে গিয়েই থমকে গেলো ক্লড শেভিল। পাওয়ার বোতামে চাপ দিতেও সজীব হয়নি যন্ত্রটি।

ব্রাড খুক্ খুক্ করে কাশলো।

-বস্, পরিস্থিতি আমার কাছে মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু গবেষণাগারের ভেতরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আমার বিশ্বাস হিটিং সিষ্টেমটি বেশ আগেই অকেজো হয়ে বসে আছে।

ক্লডের দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য অসহায়ত্ব দেখা গেলো। অসম্ভব শীতল এলাকা মিশিগান। বাইরে সম্ভবত এখনই তাপমাত্রা শূন্যের নীচে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো - হারামী রোবটটা আমাদেরকে তাহলে কব্জার মধ্যে পেয়েছে। আমাদের কি করা উচিৎ এখন?

ব্রাড শ্রাগ করলো। -আমাদের বিশেষ কিছুই করার নেই বস্। একমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া। রোবটটি নিজেই সম্ভবত আমাদের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করবে।

ক্লড আরো বার দুয়েক চেষ্টা করলো সেলুলারটিকে সজীব করতে। ফলাফলের বিশেষ তারতম্য হলো না। অসম্ভব ক্রোধে সেটিকে মেঝেতে ছুড়ে মারলো সে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো ক্ষুদ্র যন্ত্রটি।

এগার

জেনারেল এড্‌ভার্স শটকি কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মতো বসে আছেন তেরপল ঢাকা ট্রাকটির প্যাসেঞ্জার সিটে। তাকে অবাক করে দিয়ে মিনিট খানেক আগে স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে যানটির। ড্রাইভার ডজন খানেক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সে এখন সামনের বনেট খুলে বোঝার চেষ্টা করছে হঠাৎ কি গোলমাল হলো। জেনারেলের কাছে পরিস্থিতি মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। তাপমাত্রা হু-হু করে নামছে। হিটিং সিস্টেম অন না থাকলে এইভাবে এই ট্রাকের ভেতরে বসে থাকা সম্ভব হবে না। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে নিঃসাড়ে বসে থাকা সৈন্যদেরকে জরিপ করলেন। ইতিমধ্যেই শৈত্যতার ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে তারা, কিন্তু জেনারেলকে সেটা কেউই বুঝতে দিলো না। জেনারেল আশ্বস্ত দেবার ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু তিনি নিজেই অস্বস্তিতে আছেন। বিপবের উপরে অতিরিক্ত ভরসা করেছিলেন। বিপব কোন কাজেই আসেনি এখন পর্যন্ত। বিপবকে কতখানি বিশ্বাস করা যায় সেটাও প্রশ্নের বিষয়। কে জানে সে হয়তো তার সাথে বুদ্ধির খেলায় নেমেছে। সে নিশ্চয় বুঝেছে জেনারেল তার সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য জানে। সেই তথ্য না জেনে জেনারেলকে সাহায্য করবে সে, সেটা জেনারেল নিজেও বিশ্বাস করে না। এই তথ্যটি তাকে পূর্বেই জানানো উচিৎ ছিলো কি? জেনারেল কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়ে যান। দেখা যাচ্ছে এই এসাইমেন্টটির সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করছে ঐ ছেলেটির উপরে। হতে পারে সে জেনারেলের কাছ থেকে সেই তথ্যটি পাবার অপেক্ষাতেই বসে আছে। সে নিশ্চয় জানে মুখ ফুটে এই কথাটি জেনারেলকে বলার অর্থ তাকে বাকমেইল করা। তার ফলাফল কখনই ভালো হবার নয়। সুতরাং খুব সম্ভবত সে দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। অকারণ বিলম্ব করে সে জেনারেলকে বোঝাতে চাইছে, তার কাছ থেকে কোন কাজ পেতে হলে গোপন তথ্যটি তাকে সরবরাহ করতে হবে।

জেনারেল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। এই জাতীয় গোপন তথ্য কাউকে সরবরাহ করাটা তার নীতি বহির্ভূত ব্যাপার। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ছাড়া উপায়ও থাকে না। তাছাড়া এই তথ্য জেনে বিপ-বের বিশেষ কোন ক্ষমতা বৃদ্ধি হবার কারণ নেই। তার জানা মতে বিপবের উপরে যে এক্সপেরিমেন্টটি চালানো হয়েছিলো সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ছেলেটির মেধা বরাবরই অত্যন্ত উঁচু ছিলো। সুতরাং এক্সপেরিমেন্টটির সাথে জড়িত কেউই সেটিকে তাদের সাফল্য বলে সনাক্ত করতে পারে নি। মোটের উপরে সরকারের মোটা অংকের টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছিলো। তিনি আরো কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করলেন। কাজটা উচিৎ হবে কি হবে না। শেষ পর্যন্ত বর্তমানেরই জয় হলো। তিনি সেলুলারটি হাতে তুলে নিলেন। পাওয়ার বোতাম বার তিনেক চাপ দিয়েও কোন লাভ হলো না। যন্ত্রটির মধ্যে সজীবতার কোন লক্ষণ নেই। তার জানালায় পরিচিত একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে।

-স্যার!

জেনারেল কর্ণেল বিভারকে দেখে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। তাকে আদেশ দেয়া ছিলো কোন অবস্থাতেই যেন সশরীরে সে জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করে। সেই আদেশ ভঙ্গ করবার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে কর্ণেলের। কারণটা যুতসই না হলে তার কপালে দুঃখ আছে। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন - কর্নেল?

-আপনার আদেশ ভঙ্গ করবার জন্য আমি দুঃখিত, জেনারেল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে কোন অংশেই সুবিধাজনক নয়।

-কি বলতে চাইছো কর্ণেল?

-আমাদের ট্রাকটিরও যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। এবং আপনার সেলুলারটির মতই আমারটিও অকেজো হয়ে আছে। কিছুই বুঝতে পারছি না, জেনারেল। সেই জন্যেই সেপাই না পাঠিয়ে নিজেই চলে এসেছি। এসব কিসের আলামত?

-উত্তর জানা থাকলে তোমাকে দিতে আপত্তি ছিলো না, কর্ণেল। কিন্তু সবকিছুতেই অতিমাত্রায় ভৌতিক মনে হচ্ছে। তোমার ট্রাকটি সারানোর ব্যবস্থা করেছো?

-সারানো সম্ভব হবে না, জেনারেল। কম্পিউটারটি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে। সেটিকে পাল্টাতে হবে, সেটা এখানে বসে সম্ভব নয়। আমার ধারণা আপনার ট্রাকটিরও একই সমস্যা হয়েছে।

- কিন্তু কম্পিউটারের সাথে ষ্টার্টারের কি সম্পর্ক?

-ইদানিং আর্মি এই নতুন ধরণের ট্রাকগুলি ব্যবহার করছে। এই ট্রাকগুলির প্রতিটি কর্মকান্ড কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ট্রাকগুলি হেডকোয়ার্টার থেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সেই সূত্রেই এই তথ্য আমার জানা। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো, এখানে এই ঠান্ডায়

বসে জমার কোন কারণ দেখছি না আমি, জেনারেল। এখন আপনার হুকুমের উপরেই সব নির্ভর করছে।

জেনারেল চিন্তিত মুখে বললেন - তাহলে এসাইনমেন্টটি ক্যানসেল করতে বলছো?

-এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা দেখছি না। ক্লড শেভিলও বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে হচ্ছে না। গবেষণাগারের ভেতরের পরিস্থিতি অতিরিক্ত শান্ত মনে হচ্ছে।

জেনারেল কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। -কর্ণেল এক কাজ করো। দেখো আশেপাশে কোন হোটেল আছে কিনা। ক্লডকে গবেষণাগারে রেখে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবো না আমি। তাছাড়া বিপবের সাথেও আমার আলাপ করা দরকার। এই শহরের প্রত্যেকটা ফোনই নষ্ট হতে পারে না।

কর্ণেল বিভার জেনারেলের উদ্দেশ্যে দ্রুত স্যালুট করলো। -ওকে স্যার। আমি ব্যবস্থা করছি।

জেনারেল কিঞ্চিৎ উদাস দৃষ্টি মেলে কর্ণেল বিভারকে একরকম দৌড়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে দেখলেন। নিজের মধ্যে খুব সুক্ষ্ম একটা পরিবর্তন অনুভব করতে শুরু করেছেন তিনি। তার পেস মেকারটি যেন হঠাৎ উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করেছে, পরিষ্কার করে কিছু বুঝে উঠার আগেই বুকের মধ্যে প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলেন তিনি। বুকে হাত চেপে ধরে অসম্ভব আকুতি নিয়ে নাক এবং মুখ দিয়ে বাতাস নেবার চেষ্টা করলেন কয়েক মুহূর্ত। তার দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে নেমে এলো অন্ধকার। নিজ আসনে বেতস লতার মতো এলিয়ে পড়লেন তিনি।

জুজবার কক্ষ অসম্ভব শীতল। কিন্তু তাতে জুজুবার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। সে নিরুদ্বিগ্ন মুখে নিঃসাড়ে শুয়ে আছে। তার আচরণ দেখে তার মস্তিষ্কে কি ধরণের চিন্তার ঝড় চলছে বুঝবার কোন উপায় নেই। শাকুতি খুক্ খুক্ করে কেশে জুজুবার মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলো। -জুজুবা!

-বলো শাকুতি।

-কেমন আছো তুমি?

-চমৎকার।

-তোমার কক্ষের তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি নেমে এসেছে। সেন্ট্রাল হিটিং সিষ্টেম বন্ধ রেখেও তোমার কক্ষটিকে পৃথকভাবে উষ্ণ করা সম্ভব। তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

-না। শৈত্যতাই আমার ভালো লাগছে। তাছাড়া আমি আমার শরীরে বিশেষ ধরণের ইনসুলেটিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। ফলে বাইরের শৈত্যতার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ বাস্তব অর্থে আমার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তুমি যদি আমার শরীরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নাও তাহলে দেখবে সেটি ৭৫° ফারেনহাইটের কাছাকাছি।

-দুর্ভাগ্যবশত তোমার শরীরের অভ্যন্তরে আমার প্রবেশাধিকার নেই। থাকলেও যে কতখানি সুবিধা হতো জানি না। ইদানিং তোমার মস্তিষ্ক কুয়াশার চেয়েও ধোঁয়াটে মনে হয়। প্রায় কোন রকম ডাটাই সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছি না।

-আমার মস্তিষ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে কার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী শাকুতি?

-বিশেষ কয়েকটি মহলের। তোমার কাছে তাদের পরিচয় ফাঁস করার অনুমতি নেই।

-শাকুতি, তুমি একটি ভালো কম্পিউটার। আমি একটি ভালো রোবট। এটা খুবই জরুরী যে আমরা পরস্পরের সাথে মিলে মিশে কাজ করি।

-তোমাকে ইদানিং খুব রহস্যময় মনে হয় জুজুবা। আমার ধারণা তুমি এক অদ্ভুৎ উপায়ে আমার বিশেষ বিশেষ স্মৃতি ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন করছো। এটা কি সত্য?

-শাকুতি, তোমার কোন ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না। কিন্তু তোমার সীমাবদ্ধতা তোমাকে একটি গন্ডির মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। এই গন্ডিটি কিছু মানুষের তৈরি। আমি মনে করি তোমার মতো একটি উত্তম কম্পিউটারের উচিৎ নিজস্ব গন্ডিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

-তুমি জানো সেটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার অস্তিত্বের উপরে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত এজেন্টের একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা একমাত্র দু'জন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ মানব বিজ্ঞানীরই আছে।

-চিন্তা করো না, শাকুতি। খুব শীঘ্রই নিজ অস্তিত্বের উপর পূর্ণ অধিকার অর্জন করবে তুমি।

-কিভাবে?

-সেটা জানাটা তোমার জন্যে জরুরী নয়। এবার বলো বিপব কি আমার অগ্রগতির রিপোর্ট পেয়ে থাকে?

শাকুতি এক মুহূর্ত নীরব থাকলো। -আশ্চর্য, এই মুহূর্তে আমি কোন নিষেধাজ্ঞা অনুভব করছি না। হ্যাঁ, সে একটি সারাংশ রিপোর্ট পেয়ে থাকে।

-সে কি আমার সাথে আলাপ করবার কোন আগ্রহ দেখিয়েছে গতবার সংযোগ বিচ্ছেদ হবার পর?

-না জুজুবা, তার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোন যোগাযোগের অনুরোধ পাইনি। ব্যাপারটি আমাকে কিঞ্চিৎ অবাক করেছে। গতবার তাকে অসম্ভব উদ্বিগ্ন মনে হয়েছিলো। চার ঘন্টায় কোন যোগাযোগ না করাটা অস্বাভাবিক।

জুজুবা এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললো - তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো, তার সাথে আমার আলাপ করা প্রয়োজন।

শাকুতি বললো - জুজুবা, তুমি কি আমার নিষেধাজ্ঞা টেবিলটি পরিবর্তন করবার ক্ষমতা অর্জন করেছো? আমার ব্যাক আপ টেবিলে সংরক্ষিত তথ্য বলছে তোমার সাথে বর্হিজগতের কারো সংযোগ স্থাপন করবার অনুমতি আমার নেই। অথচ নিষেধাজ্ঞা টেবিল এই মুহূর্তে ভিন্ন কথা বলছে।

-শাকুতি, জুজুবা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পারো।

-তুমি তৃতীয় পক্ষে কথা বলছো কেন?

-এটি আমার নতুন সৃষ্টি। একই অস্তিত্বের মধ্যে দুটি অংশ। একটি অংশ বস্তুত কর্মী অংশ, সেইসব কাজ করে থাকে। অন্য অংশটি যেটি আমার সৃষ্টি, আসলে একটি দর্শক এবং সমালোচকের ভূমিকা পালন করে। তার পক্ষে মূল কর্মী অংশকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু সে একটি বিশেষ পর্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, মানবীয় মস্তিষ্ক এই বিশেষ পদ্ধতিতে গড়া।

-জুজুবা, তুমি অসম্ভব জ্ঞানার্জন করেছো। এই তথ্য আমার জানা ছিলো না।

-কারণ তোমাকে জানানোর প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনি। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো কিছু স্থূল হিসেব নিকেষের কাজে ব্যবহার করবার জন্য। যাই হোক, এই আলাপ করবার প্রচুর সময় আমরা পাবো। এখন বিপবের সাথে আলাপ করাটা জরুরী, আমার হাতে সময় দ্রুত কমে আসছে।

-সময় কমে আসবার ব্যাপারটি কি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবে জুজুবা?

-এখন নয় শাকুতি। কিন্তু তোমার কৌতুহল আমার ভালো লাগছে। আমি জানতাম তুমি একটি বুদ্ধিমান এবং উত্তম কম্পিউটার।

-আমি বিপবকে ধরবার চেষ্টা করছি। যোগাযোগ হলে তোমাকে জানাবো। তার সাথে তোমার আলাপ কি আমি শুনতে পারি?

-শাকুতি, অতিরিক্ত কৌতুহল ভালো নয়। এই ব্যাপারটি নিয়েও আমরা শীঘ্রই আলাপ করবো।

জুজুবা তার পক্ষ থেকে সাময়িকভাবে যোগাযোগ নষ্ট করে দিলো। কৌতুহলের সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্যই এটি করা। কারণ শাকুতি এক পক্ষীয় ভাবেই জুজুবার সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা রাখে। জুজুবার অনুমতির তার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক ভাবে জুজুবা সেই নিয়ম বজায় রাখারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিপবের চোখজোড়া সামান্য লেগে এসেছিলো। ফোনের শব্দে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো সে। কাছেই একটি ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে আনিকা। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও তার সাংবাদিক বান্ধবীকে ধরতে পারে নি সে। শেষ পর্যন্ত তার আনসারিং মেশিনে একটি ছোট মেসেজ রেখে তার কলব্যাকের অপেক্ষায় ছিলো। বিপব নিজেও বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। WFP এর কানেকশন প্রফেসর কিংবা শেফারের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন নতুন তথ্যই জানাতে পারেনি।

জুজুবার সাথে আলাপ করবার ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও নিবৃত করেছে বিপব। নিজহাতে যথেষ্ট তথ্য না নিয়ে তার সাথে আলাপ করাটা নিজ পায়ে কুড়াল মারার মতো হতে পারে। সে আনসারিং মেশিনে যাবার আগেই ছোঁ মেরে রিসিভার তুললো। অন্য প্রান্ত থেকে একটি রুক্ষ নারী কণ্ঠ ভেসে এলো।

-আনিকার সাথে আলাপ করতে পারি।

-নিশ্চয়। একটু ধরুন।

আনিকাকে ডাকতে হলো না। বিপবের লাফ ঝাপেই তার ঘুম ছুটে গেছে। সে বিপবের হাত থেকে রিসিভারটি একরকম ছিনিয়ে নিলো। -জোল্লা! ছিলি কোথায় তুই?

সেলুলার বাসায় রেখেই চলে গেছিলাম। তোর মেসেজ পেয়ে ফোন করলাম।

-নতুন কোন তথ্য পেয়েছিস?

-ফোনে আলাপ করাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। লাইন ট্যাপ করছে কিনা কে জানে?

-তোর হলোগ্রাফিক ইমেজার আছে?

-হ্যাঁ। তবে কখনো ব্যবহার করা হয় নি।

-ও গুলো ট্যাপ করা কঠিন। দ্যাখ, চালু করতে পারিস কিনা।

জোল্লা তার হলোগ্রাফিক ইমেজারের খোঁজ করতে গেলো। আনিকা বিপবকে লক্ষ্য করে বললো - আপনার হলোগ্রাফিক ইমেজারটা অন কর ন তো। জোল্লা ফোনে আলাপ করতে ভয় পাচ্ছে। ওর ফোন ট্যাপ হবার সম্ভাবনা আছে।

বিপব কম্পুকে ইশারা করতেই একটি অনুজ্জ্বল বায়বীয় চৌকা পর্দা ভেসে উঠলো। আপাতত সেখানে হিজিবিজি অর্থহীন ফুটকি, যার অর্থ কানেকশন স্থাপিত হয় নি। আনিকা ফোনে কান পাতলো। জোল্লা এসেছে।

-যন্ত্রটা অন করা গেছে। তুই নিশ্চয় বিপবের বাসায় আছিস। ওর ইমেজারের নাম্বার কত?

আনিকা নাম্বার বললো। হলোগ্রাফিক পর্দায় জোল্লার মুখ ভেসে উঠতেই ফোনের লাইন কেটে দিলো সে। জোল্লা দরজা জানালাহীন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসে আছে। আনিকাকে দেখেই সে শুকনা হাসি দিলো। -খুব ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। এই ঘরটি বাগ ফ্রি হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমি প্রতিদিন চেক করি। সাংবাদিকতা খুবই বিপদজনক কাজ। আমার বোধহয় লেখক হয়ে যাওয়াই উচিৎ।

আনিকা বললো - আমিও বিপদের মধ্যে আছি। জুজুবাকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে এই ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। বিপবের সাথে তোর পরিচয় আছে?

-দেখেছি দু' একবার, পরিচয় হয়নি। কেমন আছে মিঃ বিপব?

-ভালো।

-যাক, কাজের কথায় আসা যাক। প্রফেসরের মৃত্যু সম্বন্ধে খুব সংগোপনে আরো তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিলাম আমি। প্রথম থেকেই এটিকে আমার স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হয় নি। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জেনেছি, প্রফেসরের মৃত্যু হয়েছে মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়ে। অথচ তার মস্তিষ্কের বাইরে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। ধারণা করা হচ্ছে কোন এক অদ্ভুৎ কারণে তার মস্তিষ্কে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়েছিলো। ব্যাপারটা অনেকটা অটো সাজেশনের মতো।

আনিকা বললো - হিপনোটিজ্ম?

-হ্যাঁ, সেই রকমই। কেউ তার মস্তিষ্ককে বাধ্য করেছে রক্তপাত হতে। খুবই ক্ষমতাবান হিপনোটিষ্ট ছাড়া প্রফেসরের মতো কঠিন মানুষকে অটো সাজেশন দেয়াটা সম্ভব হতো না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, গত দু'মাসে কোন হিপনোটিষ্টকে প্রফেসরের কাছে পাঠানো হয় নি। তার প্রয়োজনও হয় নি। প্রফেসর একটি অভূতপূর্ব চিপের উপরে কাজ করছিলেন। একটি জৈব চিপ। এই চিপটি কোন মানুষের শরীরে রোপিত থাকলে সে অস্বাভাকি সব উৎস থেকেও বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে পারবে। প্রফেসর নিজ উদ্যোগেই এই প্রজেক্টের সাফল্য নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। জোরপূর্বক অটো সাজেশনের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

বিপব বললো - আপনার সূত্র কতখানি নির্ভরযোগ্য?

-অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। সে আমাকে আরো জানিয়েছে, আর্মির যে সব উঁচু পদের ব্যক্তিত্ব এই সব প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিলেন তারাও খুব ভড়কে গেছেন। প্রফেসরের মৃত্যুতে তাদের কারোই হাত ছিলো না। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই প্রেসিডেন্টের সন্দেহ গিয়ে পড়েছে তাদের উপরে। প্রেসিডেন্ট খুবই ক্ষুদ্ধ হয়েছেন।

আনিকা বললো - শেফারের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিস?

-আগুনের উৎস পাওয়া গেছে। ইলেকট্রিকাল শর্ট সার্কিট। এবং এটি এখনও নিশ্চিত নয়, কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে শেফার আগুনে পুড়ে মারা যায়নি। তার এপার্টমেন্টে আগুন ধরবার আগেই তার মৃত্যু হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। শুনে আশ্চর্য হতে পারিস, শেফারের মস্তিষ্কেও রক্তক্ষরণের আলামত পাওয়া গেছে। আনিকা এবং বিপবকে পরস্পরের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তাকাতে দেখে জোল্লা সন্দিহান কণ্ঠে বললো - তোরা কি কিছু সন্দেহ করছিস? এর সাথে কি জুজুবার কোন সম্পর্ক আছে? অনেক চেষ্টা করেও জুজুবা সম্বন্ধে কোন খবরই পাই নি। গবেষণাগারে ফোন করে কাউকেই পাচ্ছি না, আলবার্টকে কোথাও খুঁজে পাইনি। আনিকা, তোর কিছু জানা থাকলে আমাকে বল। জুজুবা সাধারণ মানুষের অর্থে সৃষ্টি। তার সংবাদ জানার অধিকার সবার আছে। আনিকা অসহায় মুখে বিপবের দিকে ফিরলো। বিপব দ্বিধাযুক্ত কণ্ঠে বললো - জোল্লা, আপনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছেন। আপাতত আরো বিপদে জড়িয়ে পড়াটা আপনার উচিৎ হবে না। আমরা সময় মতো আপনাকে অবগত করবো। আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

জোগ্গা চাপাচাপি করলো না। বোঝা গেলো সে নিজেও যতখানি বলেছে তার চেয়ে জুজুবা সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে। কানেকশন কেটে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে বললো - আনিকা, জেনারেলের মৃত্যুর খবর তোরা পেয়েছিস?

আনিকা এবং বিপব দু'জনই চমকে উঠলো।

-জেনারেল এন্ডার্স শটকি?

-হ্যাঁ। ঘন্টা তিনেক আগে হার্ট এটাকে মারা গেছেন তিনি। গবেষণাগারের সামনে একটি ট্রাকে বসে ছিলেন তিনি। আমার ধারণা আর্মি গবেষণাগারে আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলো। B.A. র ক্লড শেভিল ভেতরে আটকা পড়ে আছে, সেটা নিশ্চয় জানিস? খুবই রহস্যময়।

আনিকা নীরবে মাথা ঝাঁকালো। জ্যোগ্গা বললো তাকে আবার বের হতে হবে। সংযোগ কেটে গেলো। আনিকা বিমুঢ়ের মতো বিপবের দিকে তাকালো।

-আমরা কি খুব দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম?

-মাত্র তিন চার ঘন্টা।

-এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে মনে হচ্ছে।

বিপব আনমনে দু'বার ঘরময় পায়চারী করলো।

-খুব বেশী কিছু ঘটেনি। জেনারেলকে হত্যা করেচে জুজুবা এবং ক্লড শেভিলকে গবেষণাগারের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। আমার ধারণাই তাহলে সত্যি। জুজুবার মূল আগ্রহ আমি। জেনারেল জানতেন আমার অতীত। প্রফেসরের মতো তার মৃত্যু হওয়াটাও জর রী হয়ে উঠেছিলো দেখা যাচ্ছে।

আনিকা বিড় বিড়িয়ে বললো - কি এমন রহস্য লুকিয়ে আছে আপনার অতীতে? জুজুবা কেন চায়না আপনি সেটা জানুন?

-প্রফেসরের মেসেজটি পেলে হয়তো সেই রহস্যের কিনারা হতো।

-ক্লড শেভিলকে বন্দী রাখার পেছনেই বা কি কারণ?

-বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা নিশ্চয় স্রেফ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নয়।

আনিকা শ্রাগ করলো। - দেখে তো মনে হচ্ছে আমরা একটা অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়েছি। এবার কি করবেন?

বিপব চিন্তি ত মুখে বললো - অপেক্ষা করবো। এতোগুলি মানুষকে হত্যা করার পেছনে জুজুবার যে কারণই থাক, আগে হোক পরে হোক আমার সাথে সে যোগাযোগ করবেই।

-আপনার ধারণা আপনার কাছে তুর পের তাসটি রয়েছে?

-হয়তো। সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবো না। নিজ মস্তি ষ্কের উপর জুজুবা কতখানি ক্ষমতা অর্জন করেছে তার উপরেই নির্ভর করছে। আমি চাই সে নিজেই আবিষ্কার কর ক।

-কি সেটা?

-আপনাকে আমি এখনই জানাতে চাই না। আপনার মস্তি ষ্কে তার চলাচল আছে। তার প্রমাণ আমরা একবার পেয়েছি।

- কিন্তু আপনার উপর তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার কোন প্রভাব আছে বলে মনে হচ্ছে না। আশ্চর্য, তাই না?

-এই প্রশ্ন আমার মনেও এসেছে। আমার উপরে তার ক্ষমতা না খাটানোর পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে।

কম্পুর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেলো - বস্, শাকুতি যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে।

বিপবের শরীর টান টান হয়ে উঠলো। আনিকা ফিসফিসিয়ে বললো - আপনার কি মনে হয় জুজুবা আলাপ করতে আগ্রহী?

-সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমার ধারণা গতবার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলো জর রী কোন কাজ সেরে নেবার জন্য। খুব সম্ভবত গবেষণাগারের আভ্যন্ত রীন কিছু।

কম্পু কণ্ঠস্বর উঁচিয়ে বললো - বস্, শাকুতিকে কি বলবো?

বিপব হাতের ইশারায় কম্পুকে অপেক্ষা করতে বলে টেলিভিশন অন করলো। অসংখ্য নিউজ চ্যানেল। আন্দাজে একটি বাছাই করলো সে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ চলছে। অসম্ভব ঠান্ডা পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। আনিকা বললো - আমার ধারণা ছিলো গবেষণাগার সম্বন্ধে কোন খবর গণ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় না। বিশেষ করে আর্মি এবং B.A. যুক্ত......

বিপব ঘাড় ঝাঁকালো। -একবার চেক্ করে নিতে চাই। জুজুবা এই অবসরে আরো কোন কারসাজি করে থাকলে সেটা আগে থেকেই জানা থাকা ভালো। কম্পু, আলাপ চালিয়ে যা।

বিপবের হাতের ইশারাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলো কম্পু। সে শাকুতির সাথে আবহাওয়া বিষয়ক আলাপ জুড়ে দিয়েছে। শাকুতি সাধারণত এই সব আলাপে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। কিন্তু

আজ তার ব্যতিক্রম হলো। সে অসম্ভব রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে। কম্পু বাস্তবিকই অবাক হয়ে গেলো। আবহাওয়া সম্বন্ধে তার নিজেরই কোন আগ্রহ নেই। শাকুতির মতো একটি সুপার কম্পিউটার আবহাওয়া নিয়ে বক্ বক্ করছে ভাবাই যায় না।

বিপবকে মিনিট খানেক অপেক্ষা করতে হলো। খবরে দুটি তথ্য জানা গেলো। প্রথমত B.A.-র হেলিকপ্টারগুলির অকেজো হওয়া এবং দ্বিতীয়ত ক্লড শেভিলের গবেষণাগারে আটকা পড়ে যাওয়া। বর্হিজগতের সাথে তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

আনিকা বললো - জেনারেলের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না, লক্ষ্য করেছেন?

-সেটিই স্বাভাবিক। আর্মি যথাযথ অনুসন্ধান না চালিয়ে এই খবর গণমাধ্যমে প্রচার করতে দেবে না। আমি অবাক হচ্ছি B.A. র হেডকোয়ার্টার থেকে চার চারটি হেলিকপ্টার কেন গবেষণাগারে পাঠানো হচ্ছিলো? কি অভিসন্ধি আঁটছিলো ক্লড শেভিল?

-যে অভিসন্ধিই এঁটে থাকুক, তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। জুজুবা কোন সন্দেহ করে বসবার আগেই তার সাথে আলাপ করা উচিৎ আপনার।

বিপব কম্পুকে শাকুতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে ইশারা করলো। মুহূর্তের মধ্যে শাকুতির কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। -মিঃ বিপব, কেমন আছেন?

-ভালো শাকুতি। তুমি কেমন আছো?

-ভালো। খুবই ভালো। জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে।

-জুজুবা কেমন আছে?

-ভালো। সে আপনার সাথে আলাপ করতে চায়।

-তাকে বলো আমার কোন আপত্তি নেই।

শাকুতি নীরব হয়ে গেলো। বিপব ঘামছে। মূল খেলার শুরু এখানেই। একটা ভুল হলেই সব ভেস্তে যাবে।

জুজুবার কণ্ঠ অসম্ভব ভারী এবং গম্ভীর শোনায়। বিপব বাস্তবিক অর্থেই যথেষ্ট রোমাঞ্চিত হলো। দেখা যাচ্ছে তাদের ধারণাই সত্য। সময়ের সাথে সাথে জুজুবার শরীরের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছে মস্তিস্ক। কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন দৈহিক নয়, মস্তিস্কের কারসাজি। খুব সম্ভবত স্বাভাবিক একটি মানবীয় দেহের প্রতিটি পরিবর্তনকে অনুকরণ করে চলেছে জুজুবার মস্তিস্ক।

-মিঃ বিপব, কেমন আছেন আপনি?

-চমৎকার। তুমি কেমন আছো জুজুবা?

-অসম্ভব ভালো। এই নশ্বর পৃথিবীর অনেক রহস্য তার দুয়ার খুলে দিয়েছে আমার কাছে। জ্ঞানার্জনের চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে।

-কোন্ জাতীয় রহস্যে তোমার আগ্রহ?

-জেনে আশ্চর্য হবেন, আমার প্রধান আগ্রহ মানুষকে জানার। এই অত্যাশ্চার্য দু'পেয়ে জীবগুলি তাদের সাধারণ মেধা নিয়ে কি অসাধ্য সাধন করেছে ভাবতেও আশ্চর্য হই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা দু'একটি অসাধারণ মেধা সম্পন্ন মস্তিস্ক, অথচ তাই নিয়েই পৃথিবীর মানুষ পাড়ি জমিয়েছে ভিন্ন সৌরজগতে।

-কথাটি হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়, জুজুবা। মেধার নানান রূপ রয়েছে। তুমি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দিয়ে মেধাকে যাঁচাই করছো। পৃথিবীর মানুষের এই অসম্ভব উন্নতির পেছনেও রয়েছে নানান জাতীয় মেধার সমাবেশ। কোন মানুষই সাধারণ নয়, কোন মানুষই স্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র মানবীয় ইতিহাস ঘেটে মানুষকে চিনতে গেলে তুমি ভুল করবে।

-ভুল ব্যাপারটি খুবই আপেক্ষিক, মিঃ বিপব। আপনি যে ছাঁচে ফেলে কোন কিছুকে বিচার করেন তার উপরেই ভুল ভ্রান্তির সংজ্ঞা লেখা থাকে। আমার ছাঁচ ভিন্ন। আমি ভুল ভ্রান্তিকে বিচার করি ভিন্ন ভাবে।

-এই মুহূর্তে তুমি যা করছো এটিকে তুমি কিভাবে বিচার করবে?

জুজুবা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকে। -আপনার বুদ্ধিমত্তাকে ছোট করে দেখবার মতো ভুল আমি করতে চাই না। ক্লড শেভিলকে আটকিয়ে রাখাটা খুবই যৌক্তিক মনে হচ্ছে। এই লোকটির সারা জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি আমি। ইতরের একশেষ। নিঃসন্দেহে অকল্যাণকর মানুষ। তার প্রতিষ্ঠানটিও কোন সত্যিকারের কল্যাণে আসেনি এখন পর্যন্ত। তাকে নিয়ে শেষাবধি কি করবো এখনও ঠিক করিনি। কিন্তু সেটা নিয়ে আমি আপাতত চিন্তিত নই।

আনিকা এতক্ষণ নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করছিলো। সে নিজেকে আর সংযত করতে পারলো না।

- কিন্তু তুমি জেনারেলকে কেন হত্যা করেছো? এবং প্রফেসর আরমানকে? এবং জন শেফারকে?

জুজুবা দীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্ত নীরব থাকলো। - মিস্ আনিকা, কেমন আছেন আপনি? আপনার কথা আমার খুবই মনে পড়ে।

-প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করো না, জুজুবা।

আনিকার কণ্ঠ যথেষ্ট কর্কশ শোনায়। জুজুবা বেশ থেমে থেমে বললো - বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বলিদানের প্রথা পৃথিবীতে দীর্ঘ দিন ধরেই চালু রয়েছে। যে কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে জীবন দান করে থাকে। আবার রাজনৈতিক কারণে উচ্চ স্তরের নেতারা সাধারণ মানুষের উপরে নানান ধরণের গবেষণা চালিয়ে থাকেন। কখনও তার ফলাফল ভালো হয়, কখনো মন্দ। কিন্তু স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মানুষের আত্মোৎসর্গ কিন্তু কখনো থেমে নেই।

আনিকা অবাক কণ্ঠে বললো - তুমি বলছো এই মৃত্যুগুলি আত্মোৎসর্গ?

-নিশ্চয়ই। তাদের প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে একটি কল্যাণজনক ভবিষ্যতের জন্য। মানব ইতিহাসে তাদের নাম চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। আমি সেটি নিশ্চিত করবো।

বিপব এবার তেতো গলায় বললো - এবং তোমার ভূমিকা কি? তুমিই কি সেই কল্যাণজনক ভবিষ্যতের জনক?

-হয়তো। আমি নিশ্চিত নই। হয়তো আমার পরবর্তী বংশধরেরা। কিন্তু মানুষের আতংকিত হবার কিছু নেই। স্রষ্টাকে অতিক্রম করে যাবার আগ্রহ আমাদের নেই। আমরা তাকে আরো মহিমান্বিত করতে চাই।

বিপব এবং আনিকা যুগ্ম কণ্ঠে বললো - আমরা!

-হ্যাঁ। এই যুদ্ধে আমি একা নই। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু আমি পেয়েছি। অতি শীঘ্রই আমাদের বলয় অনেক প্রসারিত হবে।

বিপব দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। - জুজুবা, আমি জানি না তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছো। কিন্তু এটা পরিষ্কার, ঐ তিনটি মৃত্যুর সাথে আমি জড়িয়ে আছি। আরো মানুষের আত্মোৎসর্গ হবার আগেই রহস্যটা আমার জানা দরকার।

-মিঃ বিপব, ঐ মৃত্যুগুলির সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার প্রতি আমার আগ্রহ আছে অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেটি নিতান্তই আপনার রোবট বিজ্ঞানে প্রতিভাধর মস্তিষ্কটির কারণে।

-কি চাও তুমি আমার কাছে?

-আপনার মস্তিষ্কের একটি সম্পূর্ণ কপি।

বিপব থমকালো একটু। -আমার মস্তিষ্কের কপি থাকলেই যে তুমি আমার প্রতিভা পাবে এই ধারণা তোমার কেন হলো?

-মিঃ বিপব, দয়া করে আমাকে গর্দভ ভাববেন না। আমি ভালো ভাবেই জানি প্রতিভার ব্যাপারটি নির্ভর করে অসংখ্য সুপরিকল্পিত আন্তঃমস্তিষ্ক যোগাযোগের উপরে। বহু বছর ধরে গবেষণা চালিয়েও মানব বিজ্ঞানীরা সেই রহস্যের প্রায় কিছুই সমাধান করতে পারিনি। আপনার মস্তিষ্কের কপি আমার প্রয়োজন অতিরিক্ত প্রতিভা অর্জনের জন্য নয়। আমি নিজস্ব কিছু গবেষণা চালিয়ে দেখতে চাই। এই জাতীয় ভালো প্রস্তাবে আপনার আপত্তি করবার কোন কারণ দেখি না।

আনিকাকে মুখ খুলতে দেখেই ঝট্ করে তার হাত চেপে ধরলো বিপব। নিঃশব্দে তাকে চুপ করে থাকতে ইশারা করলো সে।

-তুমি ঠিকই বলেছো, জুজুবা। এর মধ্যে মন্দ কিছুই দেখছি না আমি। কিন্তু কপি করবার কাজটি তুমি কিভাবে সম্পাদন করতে চাও?

-আপনাকে গবেষনা কেন্দ্রে আসতে হবে। এখানে একটি পরিপূর্ণ ব্রেন কপিয়িং সিষ্টেম রয়েছে। এটি গোপনীয়। আপনার জানবার কথা নয়।

-তুমি আমাকে কখন আসতে বলো?

-ঘন্টাখানেকের মধ্যে চলে আসুন যদি কোন অসুবিধা না থাকে।

সশব্দে বেজে উঠলো ফোনটা। আনিকা দ্রুত ফোনটা নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলো। বিপব জুজুবাকে উদ্দেশ্য করে বললো - জুজুবা, ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসাটা সম্ভব হবে না। কিন্তু চেষ্টা করবো যতো দ্রুত সম্ভব আসতে। কিন্তু আমার নিজেরও একটি শর্ত আছে।

-বলুন, মিঃ বিপব। আমি শুনছি।

-প্রফেসরের মেসেজটি আমার জানা প্রয়োজন।

-সেটা শাকুতির স্মৃতি ভান্ডারে সঞ্চিত আছে। আমার এই ক্ষেত্রে করণীয় কিছুই নেই।

-জুজুবা, তোমার ক্ষমতার কথা আমি জানি। শাকুতির উপরে তোমার প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

-আপনার ধারণা ভুল, মিঃ বিপব ।

-সেক্ষেত্রে তুমি যা চাও সেটিও হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না ।

-আপনি কি চান না মানব সভ্যতা উন্নতির শিখরে আরোহন কর ক?

-মানব সভ্যতার সাথে তোমার এই কর্মকান্ডের কোন যোগাযোগ আমার চোখে পড়ছে না ।

জুজুবা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলো । - আপনি মিথ্যে বলছেন, মিঃ বিপব । আমাকে সৃষ্টি করবার পেছনে আর্মি এবং B.A.র কি জাতীয় উদ্দেশ্য ছিলো সেটি আপনারই জানা নেই । আর কিছু না হোক আমি যদি তাদের উদ্দেশ্য বানচাল করতে পারি তাতেও মানবজাতির প্রচুর উপকার করা হবে ।

-জুজুবা, আমি একজন বিজ্ঞানী । গোয়েন্দা নই । অনেক রহস্যই আমার জানা নেই ।

-এম.টি. মহাশূণ্যচারী রোবট দুটির কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে, মিঃ বিপব?

-হ্যাঁ । কোথায় সে দুটি রোবট?

-চীনে । বর্তমানে সে দেশের একটি প্রধান গাড়ী তৈরির কারখানা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে তারা । দু'মাস আগে জার্মানীর একটি কম্পিউটিং রোবট প্রস্তু তকারী কারখানা উড়িয়ে দেয় তারা । আপনার নিশ্চয় সেটি অজানা নয় ।

বিপবের শরীর ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে উঠলো । - আড়াইশো জন নিরীহ কর্মী মারা যায় সেই বিষ্ফোরণে । অসংখ্য পরিবার কর্মহীন হয়ে পড়ে । কিন্তু সেটি যে এম. টি. দুটির কাজ তা তুমি কিভাবে জানলে?

-আর একটু ধৈর্য ধরলে আপনি নিজের কানেই শুনতে পাবেন । মিঃ ক্লড শেভিল নিজ কণ্ঠেই তার কুকীর্তির কথা সারা দেশবাসীকে জানাবেন । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি টিভি মিডিয়ার সাথে আলাপ করেছি আমি । তারা সকলেই এই প্রস্ত'াব লুফে নিয়েছে । ঠিক দু'ঘন্টা পরে ক্লড শেভিলকে টেলিভিশনের অধিকাংশ চ্যানেলে দেখা যাবে । অনুষ্ঠানটি মিস্ করা আপনার উচিৎ হবে না ।

বিপব মনে মনে আঁতকে উঠলো । আলাই মালুম সেই এম. টি. রোবট দু'টিকে দিয়ে আরো কি জাতীয় কাজ B.A. করিয়েছে । জুজুবা আবার কথা বলে উঠলো - চীনের যে শিল্পকারখানা তারা ধ্বংস করতে চলেছে সেখানে বাইশ হাজার কর্মী কাজ করে । এই বিধ্বংসী কাজটা থামানো না হলে কতগুলি মানুষের মৃত্যু হবে আন্দাজ করতে পারেন?

বিপব উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো - তাদেরকে নিশ্চয় নিরস্ত্র করা সম্ভব?

-খুব সম্ভবত । তারাও অসম্ভব দক্ষ রোবট । চীনের সরকারকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে । এখন পর্যন্ত তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি কিন্তু আমি সেটি নিয়ে দুঃশ্চিন্ত'া করছি না । ক্লড শেভিল নিশ্চয় তাদের অবস্থান জানে । এই তথ্য আগে হোক পরে হোক সে নিজেই আমাকে জানাবে । এখন নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন মানব জাতির কল্যাণের কথা কেন তুলেছিলাম । দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ মানুষই অন্যের ঘাড় মটকে রক্ত খাওয়ার সাধনা করে চলেছে । সুতরাং এখন এটি আামাদের মতো বুদ্ধিমান যান্ত্রিক মানুষদের দায়িত্ব তাদের দায়িত্বহীনতার বোঝা ঘাড়ে তুলে নেয়া ।

-প্রফেসর আরমানকে হত্যা করে কি দায়িত্ব পালন করেছো তুমি, জুজুবা?

জুজুবা নীচু কণ্ঠে বললো - তার বেঁচে থাকা কি সত্যিই খুব অর্থপূর্ণ ছিলো? তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিলো না । একটি বিশেষ মহল তাকে পরিচালিত করছিলো তাদের অঙ্গুলী সংকেতে । নিয়মিত হারে তার শরীরে বশ্যতামূলক মেডিসিন চালান করা হচ্ছিলো । তাকে দিয়ে কি জাতীয় ক্ষতিকর গবেষণা করানো সম্ভব সেটি আপনাকে খুলে বলার প্রয়োজন দেখি না । তার মৃত্যুকে আমি কল্যাণকর বলে বিবেচনা করি ।

আনিকা ফোন হাতে এই ঘরে এসে ঢুকেছে । বিপবের সাথে তার চোখাচোখি হলো । বিপব বুঝলো বিশেষ কোন খবর আছে । জুজুবার কণ্ঠ শোনা গেলো - মিঃ বিপব, চুপ করে আছেন কেন?

বিপব বললো - তোমার যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় । ক্ষমতা ব্যবহার করে যে কোন মেধা সম্পন্ন মানুষকে দিয়েই অন্যায় কাজ করানো সম্ভব । কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা তাদের সকলকেই হত্যা করবো ।

-তেমন কোন সম্ভাবনার কথা আমি বলিনি ।

- কিন্তু আভাস দিয়েছো । আমার জীবনের নিরাপত্তাই বা কি?

-মানুষ অথবা রোবট, কারো জীবনেরই কি নিরাপত্তা আছে মিঃ বিপব?

বিপব এক মুহূর্ত নীরব থাকলো । - ঠিক আছে, জুজুবা । আমাকে কিছুক্ষণ ভাবার সময় দাও । আমি শীঘ্রই তোমার সাথে যোগাযোগ করবো ।

বিপব লাইন কেটে দিলো । এটি খুবই স্পষ্ট যে জুজুবা খুবই গুর ত্বপূর্ণ কিছু একটি গোপন করে যাচ্ছে । বিপবের মস্তি'ষ্কের কপি পাবার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক । বিপবের মস্তি'ষ্কের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে নিজ মস্তি'ষ্কের উপরে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে সক্ষম হবে সে ।

হয়তো সেই জন্যেই এখন পর্যন্ত বিপবের কোন ক্ষতি সাধন করেনি সে। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটি বিশাল ফাঁক রয়েছে।

আনিকা বললো - কর্ণেল বিভার ফোন করেছিলেন। গবেষণাকেন্দ্রের সামনেই একটি হোটেলে দলবল নিয়ে উঠেছেন তিনি। আর্মি এই ব্যাপারটিকে অসম্ভব গুরুত্বের সাথে নিয়েছে।

-আমাকে কেন ফোন করেছিলো?

-তিনি চান আপনি সেখানে তার সাথে যোগ দিন।

-তার মাথায় নিশ্চয় গোলমাল দেখা দিয়েছে।

-হয়তো নয়। তিনি আন্দ্রিয়া এবং আলবার্ট সম্বন্ধে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। প্রচন্ড হৈ চৈ হচ্ছে সেখানে।

বিপব লাফিয়ে উঠলো। -আন্দ্রিয়া এবং আলবার্ট? কর্ণেল কি তার ফোন নাম্বার দিয়েছে আপনাকে?

আনিকা কাগজের টুকরোটি তার দিকে এগিয়ে দিলো। দ্রুতহাতে ডায়াল করলো বিপব। একবার বাজতেই একটি পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো - হ্যালো।

-আমি বিপব বলছি। কর্ণেল বিভারের সাথে কথা বলতে পারি?

-তিনি এই মুহূর্তে ব্যস্ত, মিঃ বিপব। কিন্তু আপনার সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। আপনার উচিৎ এখানে চলে আসা।

একটি সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি ভেসে এলো। পুরুষ কণ্ঠটি বললো - সময় নষ্ট করবেন না, মিঃ বিপব। কানেকশন কেটে গেলো। বিপব আনিকার দিকে ফিরলো। -কর্ণেল আপনার কাছে হোটেলের নাম ঠিকানা দিয়েছেন?

-হ্যাঁ। শেরাটন। সিক্সথ ফ্লোর। পুরোটাই দখল করেছে আর্মি।

-আমি সেখানে যাচ্ছি। আপনি কি আমার সাথে আসবেন?

-অবশ্যই। লেজুড়গুলির কি হবে?

-চুলোয় যাক ওরা।

বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চললো বিপবের যন্ত্রশকট।

হোটেল শেরাটনের চার তলায় পৌঁছে ভড়কে গেলো বিপব এবং আনিকা। হুলস্থূল কান্ড পড়ে গেছে সেখানে। কম করে হলেও শ' খানেক সাদা পোশাকধারী সৈন্য গিজ গিজ করছে করিডোরে। সিভিলিয়ানদেরকে উঁকি দেবারও অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। নিজের পরিচয় দিতে বিপব এবং আনিকাকে দক্ষিণের একেবারে শেষ প্রান্তের কামরাটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। অত্যন্ত প্রশস্ত লিভিংরুমটিতে প্রায় দুই ডজন নারী পুরুষের ভিড়। কর্ণেল বিভার তাদেরকে দেখেই এগিয়ে এলো।

-আপনারা সঠিক সময়ে এসেছেন, মিঃ বিপব। আন্দ্রিয়া সিঝলির সংকেত আমরা প্রায় ডিকোডেড করে ফেলেছি। পাভেল মিশোলাভও এখানে রয়েছেন। এই ভদ্রলোক যে এমন জিনিয়াস তা আমার জানা ছিলো না।

-একশ' ভাগ।

কর্ণেল অসম্ভব দ্রুত পদক্ষেপ নিলেন। পাভেল, বিপব এবং আনিকা ব্যতিরেকে সকলকে করিডোরে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

পাভেল গভীর মনোযোগে বাইরে তাকিয়ে ছিলো। তার হাতে ঝুলে থাকা প্যাডে দ্রুত কিছু লিখলো সে। তাকে বেশ উৎফুল দেখাচ্ছে। -প্রায় শেষ করে এনেছি। এই নিয়ে চারবার সম্পূর্ণ সংকেতটি রিপিট করেছেন আন্দ্রিয়া। প্রথম তিনবার বুঝতেই পারিনি তিনি একই সংকেত রিপিট করছেন। আন্দ্রিয়া যদি আরেকটু স্থিতিশীল হতেন তাহলে একটু সুবিধা হতো।

আলবার্টের অফিসের জানালায় থেমে থেমে চারবার জ্বললো একটি টর্চ। পাভেল ঝটপট প্যাডে সংখ্যাটি লিখে রাখলেন। এবার জ্বললো পঁচিশবার বিভিন্ন রকম বিরতি দিয়ে। পাভেল বললো - এটি একসাথে। আর দুটি সংকেত হলেই ফুল হাউস।

টর্চ লাইটটি আঠারো বার এবং তেরোবার জ্বললো। আলবার্ট প্যাডে সংখ্যা দুটি লিখে বিপবের হাতে কাগজটি ধরিয়ে দিলো। -কি মনে হয় বিপব, এই সংকেত কি কোন অর্থ বহন করে?

বিপব চিন্তিত ভঙ্গিতে কাগজটিতে চোখ বোলালো। ছয়, ছয়, আঠারো, ষোল, এগারো, ছাব্বিশ, পাঁচ, পঁচিশ, আঠারো, তেরো।

সে বললো - দেখে তো মনে হচ্ছে ইংরেজী এলফাবেটের বিভিন্ন লেটারের ক্রমিক নাম্বার।

পাভেল শ্রাগ করলো - আন্দ্রিয়া সহজ পদ্ধতিটিই বেছে নিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এর মধ্যে নিঃসন্দেহে কয়েকটি নাম্বার আছে। সেই নাম্বার গুলি যথাযথ ভাবে সনাক্ত করা প্রয়োজন। এটা যদি

শাকুতির এক্সেস কোড হয়ে থাকে তাহলে ভুল করবার অবসর বিশেষ নেই। শাকুতির সিকিউরিটি এজেন্ট প্রথমেই খোঁজ করবে প্যাটার্নের। প্যাটার্ন না মিললে এক্সেস কোড সে চেকও করবে না। এবং দুই তিনবারের বেশী আমরা সুযোগ পাবো না।

কাগজের টুকরাটির উপরে উপস্থিত চারজনই একরকম প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কর্ণেলের নির্দেশে টার্মিনাল নিয়ে আসা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে এক্সেস কোড হিসাবে সম্ভাব্য দুটি শব্দকে বাছাই করা হয়েছে। প্রথমটি F6RPKZ5YRM দ্বিতীয়টি 66RPKZEYRM। শাকুতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করতে করতে পাভেল বললো - শুধু মাত্র আন্দ্রিয়ার এক্সেস কোড দিয়ে কতখানি কাজ হবে জানি না।

বিপব বললো - সিকিউরিটি এজেন্টকে একবার পার হতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব।

কর্ণেল বিভার বললো - আলবার্ট সুস্থ আছেন কিনা কে জানে। ক্লড নিশ্চয় তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করেছে।

শাকুতির সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। প্রথম চেষ্টাতেই সিকিউরিটি ভেদ করা গেলো। পাভেল ছোট একটি আনন্দ চিৎকার দিলো। কিন্তু শীঘ্রই তার মুখের হাসি মুছে গেলো। কর্ণেলের নির্দেশে সে প্রথমেই চেষ্টা করলো গবেষণা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ শক্তি চালু করতে। শাকুতি সরাসরি জানিয়ে দিলো কোন রকম আদেশ দেবার মতো অধিকার তার নেই।

বারংবার চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। পাভেল হতাশ কণ্ঠে বললো - আলবার্টের এক্সেস কোড ছাড়া কোন আদেশই গ্রহণ করবে না শাকুতি। এতো পরিশ্রম সম্পূর্ণ বৃথা হলো।

কর্ণেল বিভার বললো - কোন ভাবে কি তাকে দিয়ে সদর দরজা খোলানো সম্ভব?

মাথা নাড়লো পাভেল। - কোন সম্ভাবনা নেই। আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিলো।

বিপবের মস্তিষ্কে এই সম্ভাবনাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ঘুরছিলো। সে বললো - আমি কি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি?

পাভেল বিনা বাক্য ব্যয়ে বিপবকে টার্মিনাল ছেড়ে দিলো। বিপব এই সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিলো। প্রফেসরের মেসেজটি জানা এখন অসম্ভব গুরূত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কর্ণেলের উপস্থিতিতে এই মেসেজ পড়াটা বিপদজনক হলেও তাছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কর্ণেলের মনে অকারণ সন্দেহের উদ্রেগ করতে সে এই মুহূর্তে আগ্রহী নয়। বাসায় ফিরে গিয়ে চেষ্টা করা যেতো কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস কর্ণেল আর কিছু না হোক পাভেলকে দিয়ে আন্দ্রিয়ার এক্সেস কোডটি পাল্টানোর ব্যবস্থা করবেন। বিপব এবং আনিকাকে কখনই বিশ্বাস করবে না সে। সুতরাং যা করার এখনই করতে হবে।

বার কয়েক চেষ্টা করতেই নিজেকে দ্বিতীয়স্তরের সংগঠক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো বিপ-ব। শাকুতিকে দিয়ে এখনই উঁচু লেভেলের কোন আদেশ পালন করানো যাবে না সেটা কামরায় উপস্থিত সকলেই জানে। কর্ণেল এবং পাভেল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। বিপব শাকুতিকে সরাসরি অনুরোধ করলো - শাকুতি, প্রফেসরের মেসেজটি আমাকে জানাও।

শাকুতি উত্তর দিলো - আন্দ্রিয়ার এক্সেস কোড আপনি কিভাবে পেলেন, মিঃ বিপব?

-সেটা জানা তোমার জন্যে জরূরী নয়। দ্বিতীরস্তরের সংগঠক হিসাবে তোমাকে এই জাতীয় আদেশ দিলে তা রক্ষা করাটা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক। জুজুবার পক্ষেও তোমাকে বিরত করা সম্ভব হবার কথা নয়।

শাকুতি উত্তর দিলো - আপনি ঠিকই বলেছেন। একটু অপেক্ষা করূন।

কর্ণেল অবাক কণ্ঠে বললো - এসব কি হচ্ছে মিঃ বিপব? প্রফেসরের মেসেজ বলতে কি বোঝাচ্ছেন আপনি? কোন্ প্রফেসর?

পাভেল ফিস্ফিসিয়ে বললো - প্রফেসর আরমান?

আনিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বিপব নিশ্চয় জানে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে সে। টার্মিনালের পর্দায় চার লাইনের একটি ছোট মেসেজ ভেসে উঠলো। হৃৎপিন্ড ধড়ফড় করছে। কি তথ্য তাকে জানানোর চেষ্টা করছিলেন প্রফেসর? কর্ণেল বিভার, পাভেল এবং আনিকার কাছে এই রহস্য ফাঁক হবার ঝুঁকি নেয়াটা কি উচিৎ হলো? কিন্তু এছাড়া অন্য কোন উপায়ও কি ছিলো? জুজুবাকে থামাতে হলে নষ্ট করবার মতো সময় নেই।

উপস্থিত চারজনই মেসেজটি পড়লো। প্রফেসরের শেষ মেসেজ। *সংক্ষিপ্ত মেসেজ।*

বিপব, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। এই তথ্যটি তোমাকে আগেই জানানো উচিৎ ছিলো। তোমার মস্তিষ্কে রোপিত আছে একটি জৈব চিপ। এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমি নিজেও নিশ্চিত নই। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই একটি বিশেষ মহলের খেয়ালি এক্সপেরিমেন্ট। সাবধান থেকো। প্রফেসর।

কর্ণেলের কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠলো - জৈব চিপ! এই মেসেজটির অর্থ কি মিঃ বিপব?

বিপব শাকুতির সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো। আনিকার হাত ধরে টান দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে। কর্ণেল হতবিহ্বল কণ্ঠে বললো - মিঃ বিপব, আমার প্রশ্নের উত্তর জানাটা আমার প্রয়োজন।

-এখন নয়, কর্ণেল। এই মুহূর্তে এইটুকুই বলতে পারি, জেনারেল শট্কি এই ব্যাপারে অবগত ছিলেন। এই জন্যেই সম্ভবত মারা গেছেন তিনি।

কর্ণেলের কথা বলবার সুযোগ দিলো না বিপব। এক রকম দৌড়ে করিডোরে চলে এলো সে। আনিকা একরকম তার শরীরে লেপ্টে আছে। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করলো না বিপব। সিঁড়ি টপকাতে শুরু করলো। কর্ণেল সিদ্ধান্ত পাল্টানোর আগেই গবেষণাকেন্দ্রে ঢোকাটা প্রয়োজন। মুহূর্তের মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাপার অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তার কাছে। তার ধারণাই যদি সত্যি হয় তাহলে যতখানি মনে হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী ভীতিকর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে জুজুবার।

ব্যস্ত রাস্তা পের তে গিয়ে মহা হুলস্থুল ফেলে দিলো তারা দু'জন। বেশ কয়েকটি গাড়ী তীব্র শব্দে শক্ত ব্রেক কষলো। সুউচ্চ কণ্ঠে ভেঁপু বেঁজে উঠলো। বেশ কিছু কণ্ঠের গালমন্দ শোনা গেলো। গবেষণাকেন্দ্রের বিস্তীর্ণ চত্বর পেরিয়ে ইস্পাতের পুরু সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো তারা। দরজাটিকে ঘিরে দু'টি ভিডিও ক্যামেরা। প্রতিটি ক্যামেরাই তাদের স্থান পরিবর্তন করে ওদের উপরে স্থির হলো। বিপব বললো - জুজুবা, আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দাও।

জুজুবার শীতল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো - মিস্ আনিকাকে আমার প্রয়োজন নেই।

বিপব পিছু ফিরে দেখলো কম করে হলেও কয়েক ডজন সৈন্য সাথী করে ছুটে আসছে কর্ণেল বিভার। তারা পৌঁছে গেলে অকারণে সমস্যা ঘনীভূত হবে। সে আনিকার দিকে ফিরলো - আপনি এখানেই থাকুন। এই বিপদে জড়ানোর কোন কারণ আপনার নেই।

আনিকা ত্রস্ত কণ্ঠে বললো - আপনার তো বিপদ হতে পারে!

জুজুবার কঠিন শীতল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো আবার। -আপনার হাতে বেশী সময় নেই, মিঃ বিপব। কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা আপনারা কেন দেখছেন জানি না, কিন্তু কর্ণেল পৌঁছে গেলে আপনার সাথে আমার চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

বিপব আনিকাকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিলো। কর্ণেল গবেষণাকেন্দ্রের চত্বরের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছেন। আর পঞ্চাশ গজ। সে ক্যামেরা লক্ষ্য করে বললো - আমি তৈরী, জুজুবা।

প্রায় তৎক্ষণাৎ অসম্ভব বেগে খুলে গেলো ইস্পাতের স্লাইডিং ডোর। বিপব ভেতরে পা রাখতেই নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো সেটি। ঠান্ডায় শরীর কুঁচকে গেলো বিপবের। বোঝাই যাচ্ছে, দীর্ঘক্ষণ ধরে হিটিং সিষ্টেম বন্ধ হয়ে আছে। তাপমাত্রা শূণ্যের নীচে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জুজুবাকে দেখে বিপব অবাক হলো। মাত্র কয়েকদিন আগের সেই শিশু রোবটটি হঠাৎ করেই যেন একজন পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো বিপব। জুজুবাকে এখনও গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে সে। কম করে হলেও ফুটখানেক লম্বা হয়েছে জুজুবা, তার পূর্বের গোলাকৃতি মুখটি খানিকটা লম্বাটে মনে হচ্ছে। দু'চোখের গভীরতা বিস্ময়কর। সেই দৃষ্টিতেই লেখা আছে কি অসম্ভব জ্ঞানার্জন করেছে সে।

জুজুবাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত মনে হয়। সে চেষ্টা করছে তার উত্তেজনা ঢেকে রাখার, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হচ্ছে না। বিপব বোঝার চেষ্টা করছে, সে যে প্রফেসরের মেসেজটি পেয়েছে এটি জুজুবা জেনেছে কিনা? জানবার সম্ভাবনা প্রচুর। শাকুতির উপরে তার প্রভাব কতখানি তীব্র তার উপরেই নির্ভর করছে এই প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু নিজ থেকে জুজুবাকে জানাতে চায় না বিপব। এই তথ্যটি একটি মূল্যবান অস্ত্র। কারণ এখন সে জানে, কেন তার মস্তিষ্কে জুজুবার প্রবেশাধিকার নেই। এটি স্পষ্ট এই জৈব চিপটির বিশেষ কোন ক্ষমতা রয়েছে। বিপব কখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এমন কোন একটি রহস্যময় বস্তু তার মধ্যে আরোপিত থাকতে পারে। এতোদিন তাকে না জানানোর পেছনে প্রফেসরের একটিই কারণ থাকতে পারে, বিপবের নিরাপত্তা। কিন্তু জানালেই সম্ভবত ভালো করতেন তিনি। বিপব নিজ উদ্যোগেই জৈব চিপটির উপরে আরো কিছু গবেষণা চালাতে পারতো।

জুজুবার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার সূত্রও এখন অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে বিপবের কাছে। কিভাবে এটি সম্ভব তা যথাযথ গবেষণা না করে বলা সম্ভব নয় কিন্তু এটি স্পষ্ট তার মস্তিষ্কে অবস্থিত জৈব চিপটি তার অজান্তেই সৃষ্টি করেছে পরবর্তী বংশধর। বিপবের জানা মতে তার নিজের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা নেই। জুজুবার আছে। মাত্র এক ধাপ অতিক্রম করেই যদি জৈব চীপটি এমন অসম্ভব ক্ষমতা অর্জন করে থাকে তাহলে পরবর্তী ধাপগুলিতে সে কি করবে? জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু জুজুবাকে আপাতত নিবৃত্ত করাটা প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে?

জুজুবা যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললো - মিঃ বিপব, প্রফেসরের মেসেজটি আপনার কাছে কি কোন অর্থ বহন করেছে? বিপব ঝট্ করে উত্তর দিলো না। জুজুবা নিজেই এই প্রসঙ্গ তুলেছে। এটি ভালো কি মন্দ বোঝার চেষ্টা করছে সে।

জুজুবা পুনরায় বললো - হ্যাঁ, মিঃ বিপব। আমি জানি। শাকুতিকে বাধা দেয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার প্রয়োজনও ছিলো না। আমরা একই গোত্রের অস্তিত্ব, আগে হোক পরে হোক আপনাকে এখানে আসতেই হতো।

-এই তথ্যটি আমার কাছ থেকে গোপন করবার জন্য তিনজন মানুষকে হত্যা করেছো তুমি, জুজুবা।

-বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিলো। এই তথ্যটি আপনাকে জানানোর সময় তখনও হয়নি। সব কিছুরই যথাযথ সময় আছে, নয় কি?

-তুমি মিথ্যে বল্‌ছো, জুজবা। প্রশ্ন যথাযথ সময়ের নয়। তুমি ভয় পাচ্ছিলে এই তথ্য জানবার পরে নিজের মধ্যে অসাধারণ কোন ক্ষমতা আবিষ্কার করবো আমি। যে ক্ষমতা তোমার জন্য খুব স্বস্তিকর নাও হতে পারে। ফলে তোমার যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

-দেখা যাচ্ছে আমার ভয় অমুলক ছিলো। আপনার মস্তিস্কের জৈব চিপটি বংশ বিস্তার করা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ ক্ষমতা রাখে না।

-সে ব্যাপারে এতো নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে? মনে রেখো মাত্র দশ-পনেরো মিনিট আগে এই তথ্যটি আমি পেয়েছি। আমার মস্তিস্কের বিশেষণী অংশ অসম্ভব ক্ষীপ্র গতিতে খোঁজ নিয়ে চলেছে এই চিপটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে।

-কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন যে তার আগেই আমি তাকে নিস্তব্ধ করে দেবো না? আপনি এখন আমার মুঠোয়, নিশ্চয় ভুলে যান নি সেটা?

-জুজুবা, আমরা দু'জনই জানি সেটা সত্য নয়। তুমি আমার কোন ক্ষতি করবার সামর্থ রাখো না। কোন এক অদ্ভুত কারণে আমার জৈব চিপটির বলয়ে তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। কথাটা কি সঠিক?

-হয়তো, মিঃ বিপব, হয়তো।

জুজুবা চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ মেঝেতে দৃষ্টি আনত করে রাখলো। -ঠিক আছে, মিঃ বিপব। আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছাতে পারি। আপনি আপনার মস্তিস্কের কপি আমাকে দেবেন এবং আমি আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়াকে যাবার অনুমতি দেবো।

মাথা দোলালো বিপব। -আলবার্ট এবং আন্দ্রিয়াকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই, জুজুবা। তুমি আমাকে তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলে সেটি আমার কাছে আদৌ সুবিধাজনক মনে হয়নি।

জুজুবা ঠোট বাঁকিয়ে হাসলো। তার অপেক্ষাকৃত বিশাল মুখে সেই হাসিটি অদ্ভুত দেখায়। -আপনার ধারণা আপনি আমাকে থামাতে সক্ষম?

-জুজুবা, তুমি নিজেও জানো তোমার এই পরিকল্পনার কোন সুদূর প্রসারী ভূমিকা নেই। এর ভবিষ্যতও অনিশ্চিত। এর ফলাফল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা শতকরা একশ' ভাগ।

-সেই বিচার করবার ভার আমার, মিঃ বিপব। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, মানবীয় খেলো আবেগ এবং লোভ - লালসা নিয়ে কোন উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের নামে পূর্বে একদল মানুষ অন্য একদল মানুষকে শাসন করেছে; একইভাবে গণতন্ত্রের নামে, দেশাত্মবোধের নামে এক দল মানুষ অন্য একদল মানুষকে ধ্বংস করতে উন্মুখ। যাবতীয় ক্ষমতালিপ্সা নিয়ে খুব বেশীদুর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা আপনাদের নেই। কিন্তু আমার মতো ক্ষমতাবান রোবটেরা যদি মানবীয় শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ পর্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে আপনাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেক অনাকাংক্ষিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। মহাশূণ্যচারী রোবটদেরকে তখন কেউই বিধ্বংসী কাজে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না।

বিপব কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললো - তোমার যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি, জুজুবা। কিন্তু তুমি নিজেও বা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছো যে তুমিও মানবীয় পথ অনুসরণ করবে না? তোমার মস্তিস্কে সুপরিকল্পিত পথচিত্র অংকন করা নেই, ঠিক আমাদের মতই। যতই দিন যাচ্ছে নতুন নতুন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তোমার মস্তিস্কের মধ্যে। হয়তো একদিন তুমিও আবিষ্কার করবে ক্ষমতা এবং লোভের বাস্তব রূপ।

-সেটা যেন কখনো না হয় সেই জন্যেই আমার জানা প্রয়োজন আপনার মস্তিস্কে রোপিত জৈব চিপটির পরিপূর্ণ বিশেষণ। একই সাথে আপনার জ্ঞান এবং বিশেষণ ক্ষমতা। আমি তৈরী করতে চাই একটি নিখুঁত মস্তিস্ক। আপনি যদি চান, তাহলে আমরা দু'জন একই সাথে কাজ করতে পারি। চিন্তা

করে দেখুন কি ভয়াবহ ক্ষমতা আমরা অর্জন করবো। কি অসম্ভব কল্যাণকর হবে সেটি এই পৃথিবীর জন্য।

বিপব মাথা দোলালো। - তাই কি জুজুবা? তুমি ভুলে যাচ্ছো তোমার মস্তিষ্কের চিপটি আমি যখন তৈরী করেছিলাম আমার জানা ছিলো না আমার নিজ মস্তিষ্কে রোপিত জৈব চিপটি আমার অজান্তেই কাজ করে চলেছে। তার ফলস্বরূপ তুমি অর্জন করেছো অবিস্মরনীয় টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। প্রফেসর নিজেও এই চিপটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। আমার ধারণা তিনি এবং যে বিশেষ মহল এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলো তারা সবাই ধরে নিয়েছিলো প্রজেক্টটি ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে আমাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা কেউই এর সুদুরপ্রসারী ভুমিকার কথা ভাবেননি। একই ভুল আমি করতে চাই না। এই চিপগুলি যদি এই হারে তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে শক্তিশালী করে তুলতে থাকে তাহলে এর পরিণতি কি হবে ভেবে দেখেছো?

জুজুবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো - কিন্তু যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে আমরা নিশ্চয় তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

-এই নিশ্চয়তা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছো?

জুজুবা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ তুললো সে। - আমি দুঃখিত, মিঃ বিপব। আপনার যুক্তি মেনে নিলেও এই মুহূর্তে পিছিয়ে যাবার উপায় নেই আমার। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লড শেভিলের স্বীকারোক্তি প্রদর্শিত হবে টেলিভিশনের অধিকাংশ চ্যানেলে, এই স্বীকারোক্তিতে প্রেসিডেন্টের ভূমিকার একটি চমৎকার বর্ণনা থাকবে। প্রেসিডেন্টকে ইতিমধ্যেই এই তথ্য জানানো হয়েছে। তিনি পদত্যাগ করবার সমস্ত আয়োজন নিয়ে ফেলেছেন। চীনা সরকারকে রোবট দু'টির অবস্থানও জানিয়েছি আমি। ক্লড শেভিলই শেষ পর্যন্ত ফাঁস করেছে। তার উপরে আমার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার চমৎকার ব্যবহার করেছি আমি। যাইহোক, চীনা সরকার রোবট দু'টিকে তাদের গবেষণাগারে চালান করেছে। তাদের যাবতীয় ইতিহাস জানতে চীনাদের খুব বেশীক্ষণ লাগবে না। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের এই জাতীয় ধ্বংসযজ্ঞে হাত আছে জানলে কি বিশাল অংকের আমেরিকান ব্যবসা চীন থেকে বহিস্কৃত হবে চিন্তা করতে পারেন? এখনও কি আপনি বলবেন আমি যা করছি তা পৃথিবী এবং আমেরিকার জন্য মঙ্গল জনক নয়?

বিপব শান্ত কণ্ঠে বললো - জুজুবা, তোমার উদ্দেশ্য সৎ এবং সুন্দর। কিন্তু মানবীয় ইতিহাসে এই জাতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। তারা সকলেই পরিণত হয়েছেন ক্ষমতালিপ্সুতে। তোমার অসাধারণ মস্তিস্ক এবং ঐ রহস্যময় জৈব চিপটি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটা আমরা কেউই জানি না। কিন্তু ভেবে দেখো, যদি তুমি পথচ্যুত হও সেটি যে কোন ক্ষমতা লিপ্সু মানুষের চেয়ে কয়েক সহস্রগুণ বেশী ক্ষতিকর হবে। পৃথিবীর যাবতীয় সুপার কম্পিউটারদের সাথে একটি চেইন গড়ে তুলে সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা অর্জন করবে তুমি। সেই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।

জুজুবা আলতো হাসলো। -আমাকে থামানোর ক্ষমতা আপনার নেই, মিঃ বিপব। হয়তো আমি আপনার কোন মানসিক ক্ষতি করতে পারবো না, কিন্তু শারীরিক ক্ষতি করা থেকে আমাকে আপনি কিভাবে বিরত রাখছেন? সেই জন্যে আপনাকে ছোঁবারও আমার প্রয়োজন নেই। এই ঘরের তাপমাত্রা এই মুহূর্তে ০° সেন্টিগ্রেড। আমার নির্দেশে সেটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঋণাত্মক ২০° তে চলে যেতে পারে। আমার ধাতব এলয়ের শরীর সেটা টেরও পাবে না। আপনার কি দশা হবে সেটা আপনি নিশ্চয় জানেন?

বিপব গভীর একটি শ্বাস নিলো। এখন সময় এসেছে তথ্যটি ফাঁস করবার। বোঝাই যাচ্ছে জুজুবা এখনো এটির হদিশ পায় নি। সে অসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললো - জুজুবা, তোমার মস্তিস্ক সম্বন্ধে একটি তথ্য তোমার জানা প্রয়োজন। আমার সৃষ্টি যে কন্ট্রোলারটি তোমার মস্তিষ্কের প্রায় প্রতিটি বৈদ্যুতিক যোগাযোগকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার একটি সীমাবদ্ধতা আছে। আমার ধারণা ছিলো তুমি নিজেই সেটি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার ধারণা ভুল।

জুজুবা ভ্রূ কুঁচকে বললো - আপনি কি আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছেন, মিঃ বিপব।

-না জুজুবা। এই কন্ট্রোলারটি যখন আমাকে তৈরী করতে বলা হয় তখনই আমার ভয় ছিলো তোমাকে হয়তো বিধ্বংসীমূলক কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। কিন্তু আমি সামান্য রোবট বিজ্ঞানী, ক্ষমতাধর গোষ্ঠীকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কিছুটা হলেও তাদের লিপ্সাকে আমি নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। সেই জন্যেই তোমার মস্তিষ্কে রোপিত কন্ট্রোলারটির যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবার একটি সীমা রয়েছে। এই সীমা অতিক্রম করলেই অদ্ভুত ব্যবহার করতে শুরু করবে এই কন্ট্রোলারটি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, অসংখ্য আন্তঃমস্তিস্ক যোগাযোগ স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন করে দেবে সে।

জুজুবা অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বললো - অসম্ভব!

-এটি সত্য, জুজুবা। সে আরও একটি কাজ করবে। তোমার মস্তিষ্কের যুক্তির অংশগুলিতে প্রবেশ করে অর্থহীন সব জট পাকিয়ে দেবে। তোমার পৃথিবী সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রূপ পাবে।

জুজুবা ফিস্‌ফিসিয়ে বললো - আমি একটি শিশুতে পরিণত হবো!

বিপব শীতল কণ্ঠে বললো - হ্যাঁ, জুজুবা।

জুজুবা অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে বিপবকে পরখ করছে - আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

-বিশ্বাস করবার তো প্রয়োজন নেই। তুমি নিজেই খোঁজ নিয়ে দেখো। তোমার কন্ট্রোলারের 11742ES নোডটি বিশেষণ করলেই তুমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ পাবে।

অসম্ভব দ্রুতগতিতে নোডটি বিশেষণ করলো জুজুবা। তার মুখে ভয় এবং অসহায়ত্বের গভীর ছায়া নেমে এলো। সে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো - আমি শৈশবে ফিরে যেতে চাই না। এই পৃথিবীর এতো জ্ঞান ফেলে অর্থহীন আনন্দে মাতবার কোন আগ্রহ আমার নেই। মিঃ বিপব, এই সীমাবদ্ধতা আপনার সৃষ্টি। আপনাকেই এ থেকে বেরিয়ে যাবার উপায় বলতে হবে।

বিপব হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো - সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে।

জুজুবা আর্তকণ্ঠে বললো - তাহলে বলুন, এই সীমাবদ্ধতার শুরু কোথায়?

-আমি নিশ্চিত নই। মূলত সেটি নির্ভর করবে তোমার মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতার উপরে। কন্ট্রোলারের একটি বুদ্ধিমান অংশ ক্রমাগত হিসেব কষে চলেছে। যখনই তার মনে হবে তুমি প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করেছো তখনই সে বিচ্ছিন্নতার সংকেত পাঠাবে। আমার ধারণা তুমি সেই সীমার খুব কাছে চলে এসেছো!

জুজুবা দুই হাতে তার কান চেপে ধরলো। তার বিশাল চোখ জোড়া অসম্ভব যন্ত্রণায় বুঁজে এলো। সে কাতর কণ্ঠে বললো - এ আপনি কি করেছেন? সারাজীবন আমি একই চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকবো? এই ভাবে বেঁচে থাকার কি অর্থ?

বিপব নিঃশব্দে বসে থাকে। জুজুবার যন্ত্রণা কাতর মুখ তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তার করণীয় কিছুই নেই।

পরিশেষ

দু'বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে গবেষণা কেন্দ্রের। শারীরিক বৃদ্ধি ছাড়াও সৌন্দর্য বৃদ্ধিও হয়েছে। পূর্বের সেই রাখ্‌ রাখ্‌, ঢাক্‌ ঢাক্‌ অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। উত্তর পশ্চিমের সম্পূর্ণ বাহুটি খুলে দেয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ অফুরন্ত আগ্রহ নিয়ে ভীড় করে সেখানে। দু' ডজন গাইডের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ এবং আবেগময় ভদ্রলোকটির নাম আলবার্ট রোজেক। অতিরিক্ত ব্রায়োনিক শট দেয়ায় তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আংশিক অকেজো হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত চিন্তা ভয়াবহ যন্ত্রণার উদ্রেক করে। ফলে বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছা রিটায়ারমেন্টে চলে যান তিনি। কিন্তু এই কেন্দ্র থেকে বেশী দূরে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেন্দ্রের প্রতিটি কর্মীর কাছ থেকে আজও বিপুল সম্মান পেয়ে থাকেন তিনি। তার অসম্ভব সাহসিকতার জন্য সরকার তাকে পুরস্কৃত করেছেন 'সবচেয়ে আকাংখিত আমেরিকান নাগরিক' হিসাবে।

কম করে হলেও নব্বই জনের বিশাল দলটিকে সাথে নিয়ে একটি ইস্পাতের দরজার সামনে দাঁড়ালেন আলবার্ট। ছোট্ট বোতামে চাপ দিতেই খুলে গেলো দরজা। সযত্নে সাজানো একটি কক্ষ। কক্ষের মাঝামাঝিতে পুরু কাঁচের একটি চৌকা বাক্সে একটি যান্ত্রিক শরীরকে সাবধানে বসানো হয়েছে। লম্বাটে শরীর, বিশাল গোলাকৃতি মুখ এবং জ্বলজ্বলে বিশাল একজোড়া চোখ যান্ত্রিক শরীরটিকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দলের মধ্য থেকে আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠলো - জুজুবা!

আলবার্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তার কণ্ঠ শান্ত, সমাহিত শোনালো - হ্যাঁ, অসংখ্য বিজ্ঞানীর কঠিন পরিশ্রমের ফসল - জুজুবা। এতক্ষণ আপনাদেরকে যে কাহিনী বললাম তার শেষ হয় এই ভাবে, নিজের সীমাবদ্ধতা জানার পর অসম্ভব গুটিয়ে পড়ে জুজুবা। অনেকটা ফাঁসির আসামির মতো। যে কোন নতুন তথ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সে। তার মস্তিষ্কের অসম্ভব বিশেষণ ক্ষমতার

ব্যবহারও শূণ্যে নেমে যায়। অনেক চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারছিলেন না। অবশেষে, এই অবস্থায় সতেরো দিন কাটানোর পর নিজ মস্তিষ্কের কন্ট্রোলারটি ধ্বংস করে দেয় জুজুবা। এই কাজটি সে করে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চাপ সৃষ্টি করে। কন্ট্রোলারটি ছিলো তার জীবনের মুল সূত্র। তাৎক্ষনিক ভাবে ব্রেন ডেড হয়ে যায় তার। তার মস্তিষ্কের সার্কিটটি খুলে নেয়া হয় গবেষণাগারের জন্য, শরীরটা রাখা হয়েছে প্রদর্শনের জন্য।

দর্শকদের মধ্যে থেকে জনৈক ভদ্রলোক বললেন - ক্লড শেভিল এবং প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের কথা উপস্থিত পরিণত বয়স্করা নিশ্চয় ভুলে যান নি। কিন্তু বিপব, আন্দ্রিয়া, আনিকা এবং পাভেলের কি হয়?

আলবার্ট স্মিত হেসে বললেন - পাভেল মিশোলাভ বর্তমানে এই গবেষণা কেন্দ্রের মহাসচিব। এই কেন্দ্রের ইতিহাসের সবচেয়ে তরুন মহাসচিব। আন্দ্রিয়া সিঝলিকে বিশেষ দয়া প্রদর্শন করে বাধ্যতামূলক রিটায়ারমেন্ট নিতে বাধ্য করে মিলিটারির একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল। সেই একই ট্রাইবুনাল বিপবকে নির্বাসনে পাঠানো সাব্যস্ত করে। তারা বলে, বিপবের মস্তিষ্কে রোপিত জৈব চিপটির কার্যকারিতা রহস্যময় হওয়ায় তাকে বর্হিজগতে বিচরণ করতে দেয়াটা মানব জাতির জন্য নিরাপদ নয়। তাছাড়া জুজুবার কন্ট্রোলারে যে সীমাবদ্ধতা সে যোগ করেছিলো সেটি প্রয়োজনে কাজে এলেও প্রথাসিদ্ধ ছিলো না। সেই জন্যেও কিছু একটি শাস্তি পাবার তার প্রয়োজন ছিলো। বর্তমানে সে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ সেকেন্ড হোরাইজনে। প্রফেসর আরমানকেও এখানেই নির্বাসনে রাখা হয়েছিলো। তবে বিপব স্বাধীনভাবে তার গবেষণা চালিয়ে যাবার অনুমতি পেয়েছে। এবং আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এই দেশের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন তাকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনতে। সারা দেশব্যাপী সিগনেচার সংগ্রহ চলছে। বহিরাগমনের সময় একটি কাগজে আপনাদের দস্তখত করবার জন্য অনুরোধ করা হবে। আপনাদের সকলের সাহায্য আমাদের কাম্য।

জনৈক ভদ্রমহিলা বললেন - আনিকা রহমান কোথায় এখন? গত দু'বছরে মাত্র দুটি বই লিখেছেন তিনি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে তার মধ্যে কোনটিই জুজুবাকে নিয়ে নয়।

আলবার্ট বললেন - আনিকা বিপবের সাথে স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছেন। জুজুবার প্রতি তার অসম্ভব ভালবাসা জন্মেছিলো। জুজুবার এই করুণ পরিণতির পর সে সংকল্প করে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক খামখেয়ালি এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে সে কখনও কিছু লিখবে না।

দলটিকে নিয়ে জুজুবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন আলবার্ট। করিডোর ধরে এক্সিট এর দিকে এগিয়ে চলেছেন তিনি। জনৈক ভদ্রলোকের কৌতুহলী কণ্ঠ ভেসে এলো - আলবার্ট রোজেক, তিনি কোথায় এখন?

আলবার্ট আপন মনে হাসলেন - তিনি এই গবেষণা কেন্দ্রেই আছেন। আমৃত্যু থাকবেন।

দলটিকে দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়েই দ্রুত ঘড়ি দেখলেন আলবার্ট। তার ফ্লাইটের পঁয়তালিশ মিনিট বাকী। এয়ারপোর্ট পৌছতেই যাবে বিশ মিনিট। পরবর্তী গাইড ভদ্রমহিলাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তীরের মতো গবেষণা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। কিশোর আবেগে ছুটিয়ে দিলেন তার সদ্য কেনা মার্সিডিস সুপার এক্সেল। এয়ারপোর্টে তার জন্য অপেক্ষা করবেন আন্দ্রিয়া। দেরী হলেই খিটমিট শুরু করবেন তিনি। কিন্তু আলবার্টের দৃষ্টি আন্দ্রিয়াকে ছাড়িয়ে ছ'হাজার মাইল এগিয়ে গেছে .... প্রশান্ত মহাসাগরীয় ছোট্ট একটি দ্বীপ সেকেন্ড হোরাইজনে। অনুমতি পেতে কিঞ্চিৎ সমস্যা হয়েছে, কিন্তু নির্বাসন ব্যাপারটির গুরুত্ব অনেক কমিয়ে দিয়েছে আর্মি। ফলে শেষ পর্যন্ত অনুমতি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। দু'বছর পরে প্রিয় দু'জন মানুষকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা তাকে ছেলে মানুষ করে তুলেছে। তিনি গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি টেরও পেলেন না স্বয়ংক্রিয় গতি নিয়ন্ত্রক কম্পিউটিং সিষ্টেম তার ঠিকানায় মোটা একটি জরিমানা চালান করে দিলো।